আলাদিন

বা

আশ্চর্য্য প্রদীপ।

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅধরচন্দ্র মণ্ডল।

৬ নং বীডন ষ্ট্রীট—মিনার্ভা থিয়েটার।

১৩০১।

পাত্রগণ।

পুরুষ।

আলাদিন।
কুহকী।
বাদসা।
উজীর।
উজীরপুত্র।
পারিষদগণ, জিনিগণ, কলু।

স্ত্রী।

আলাদিনের মাতা।
রাজকন্যাগণ।
ঝি।
পরীগণ।

আলাদিন

বা

আশ্চর্য্য প্রদীপ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(আলাদিন ও কুহকীর প্রবেশ।)

আলা। গীত।

কার তোয়াক্কা রাখি আর।
বাপ্ ম'রেছে, বালাই গেছে,
কোন্ শালার বা ধারি ধার॥
রুটি সেঁটে, কোমর এঁটে,
এক দৌড়ে পগার পার।
হট্‌কে চল, মত্ কুচ্ বোল,
হামারো বে খবর দার॥

বুড়িয়া এ দাড়য়া মড় মড়িয়া, এসা কেঁওবে—কাঁহে থাড়া ?

কুহ। হাতে পায়, নাকে গায়, আয় আয় সব চলে আয়। ঝট্‌কি ধ'রে আয় মট্‌কি চড়ে আয়, চড়ে আয় ওচ্‌লা খোলা, বুড়ির হাড়ের চর্ব্বি গোলা; ডাক্‌ছে কোঁ কোঁকার কোঁ,চলে আয় সোঁ।

আলা। হট্‌বে হট্‌।

কুহ। লা ড়্‌খা রে!

আলা। তোমার গুষ্টীর ছ্যারখারে, হট্‌বে হট্‌, শীঘ্র—চট্‌।

কুহ। (Not) নট্‌ বাপ (Not) নট্‌, লাড়খা রে, তুই মোর গুষ্টির ছ্যারখারে। চরকা বেটো, শুনের কোটো, এণ্ডি মেণ্ডি গেণ্ডিরে, আমার গুষ্টির ছ্যারখারে!

আলা। নড়্‌ শালা নড়্‌, নইলে ছিঁড়্‌বে দাড়ী চড়্‌ চড়্‌।

কুহ। কেরে বাবা গড়্‌ গড়্‌!

আলা। র'সবে ক'সে লাগাই চড়্‌।

কুহ। আরে তোকে দেখে জান কচ্ছে কড়্‌ কড়্‌।

আলা। হড়র বড়র হড়্‌।

কুহ। ল্যাড়খারে! ছাতি ফাটে ওরে বাপ বেঁটে সেঁটে, ল্যাড়-খারে, তুই মোস্তাফা দাদার বেটা বটে।

আলা। সর শালা নয় ফেলি কেটে।

কুহ। ল্যাড়খারে তোর বাবা মোর দাদা মর গিয়ারে।

আলা। জানি শালা হাম্‌ লোক ত কবর দিয়ারে।

কুহ। সবুর কর বাপ, ছাড়ি থোড়া হাঁপ; ল্যাড়খারে! তোর বাবা মোর দাদা মর গিয়ারে!

আলা। শালা কবর দিয়ারে, শালা কবর দিয়ারে, শালা কবর দিয়ারে।

কুহ। তোর বাপের ছিল দরজির দোকান, সিওনি তার অবাক ছাবা, ওরে বাবা হাবা মতিচুর খাবা, মুড়ী মূল খাবা খাবা?

আলা। ছিল বটে দরজীর দোকান, অবাক ছাবা, তোর বাবার বাবা, বেটা আচ্ছা কাপ্, দাঁড়া তোর ঘাড়ে মারি লাফ্।

কুহ। মেরী বাপ, ল্যাড়খারে!

আলা। গীত।

কেয়া করে, ফেল্লে ফেরে,
কেয়সে শালার হাত ছাড়াব!
ল্যাড়খা ব'লে ফ্যাড়কা তোলে
আজকে শালার ভূত ঝাড়াব॥
একিরে আপশোষ থোড়া,
এলো বুড় পোড়া নোড়া,
বাতে শালা মাৎ ক'রে দেয়,
যা থাকে আজ খুব চড়াব॥

কুহ। ল্যাড়খা রে!

আলা। আচ্ছা বাবা আমি এ ধার দিয়ে যাচ্ছি—

কুহ। ল্যাড়খা রে, থোড়াই আমি ছাড়্ছি; তোমার মুখ দেখিছি নাক দেখেছি দাঁত দেখেছি, তাইতে যাদু বেঁচে আছি; ল্যাড়খা রে তোর বাবা মোর দাদা মর গিয়ারে।

আলা। ওরে শালা আমি ত ফিরে যাচ্ছি তবু শালা ল্যাড়খা ল্যাড়্খা-করিস্ কেন ?

কুহ। তোম্ আঁতে মেরা দাঁত বসায়া, বাপ ধন সরিস্ কেন ? ল্যাড়খারে, তোর বাবা মোর দাদা মর গিয়ারে।

আলা। জুলুম কিয়া, জান গিয়া, কবর দিয়ারে—শালা কবর দিয়া রে।

কুহ। ল্যাড়খা রে !

আলা। কেন অমন কচ্চিস বল্‌তো ? (উপবেশন) কিন্তু বলা হ'লে আমায় ছেড়ে দিতে হবে। তোম জান্ থামায়া।

কুহ। তোর বাবা ছিল আমার ভায়া।

আলা। তা হামার কেয়া।

কুহ। তোর দাদি ছিল আমার দাদির নানি।

আলা। তোর মা আমার কপ্‌নি কানি।

কুহ। ইয়া এনসানি ! দুটি চোখে পড়েছে ছানি, ওরে মেরি জানি ! তোর মা খানি, আমার দাদার উপর খোদার মেহের বাণী, তাইতে তো তাড়াতাড়ি তোর বাবা মোর দাদা মর গিয়ারে। চল্ মেরি জানি, তোর হাত ধ'রে টানি, দেখি গিয়ে আমার দাদার সেই খানি, জুড়োব বাপ্ শুনে দুটো মধুর বাণী, ল্যাড়খারে তাই বাপ হাত ধ'রে করি টানাটানি, ঘরে আয় মোর বাপ্ ঘরে চল্ যাদুমণি !

আলা। (স্বগত) কল্লে শালা বাড়াবাড়ি, বেটা মুচির উপর পাজী—হাড়ি, নিয়ে যাই শালাকে বাড়ি (প্রকাশ্যে) ওরে যদি বাড়ী নিয়ে যাই ল্যাড়খাতো আর ব'ল্‌বি নি ?

কুহ। না মেরি বাপ,—ল্যাড়্খারে!

আলা। তুই একটা কি খুন খারাপি কর্ব্বি।

কুহ। ল্যাড়খারে!—

আলা। ওরে গেলুম যে, ওরে বলি শোন,—বাড়ী নিয়ে যাচ্চি চল্,—ভাত গিল্‌বি গল্ গল্—আর কি চাস্ বল্।

কুহ। চল্ বাবা চল্, ল্যাড়খারে!

আলা। শালা রে চল্ বে চল্, চল্ তোর পায়ে পড়ি চল্।

কুহ। ল্যাড়খারে!

আলা। ভাগ্যিস্ শালা তুই আমার বাবা হস্‌নি।

কুহ। ল্যাড়খারে।

(আলার মার প্রবেশ)

আলা। ওমা হিঁয়া বড় লট্ খটি লাগা। শিগ্‌গির শুনে যা, শিগ্‌গির শুনে যা! এ বুড্ঢা বল্‌ছে—ল্যাড়খা ল্যাড়খা, তুই একে ভাগা, নইলে পাবি ভারি দাগা।

আ-মা। তোম্ কোন্ হ্যায় গা?

কুহ। আমার দাদা ছিল মোস্তাফা, এই টাকা নাও, আমায় চিন্‌বে সাফা।

আ-মা। তোফা, তোফা, তোফা! তোর চাচাই বটে, তোর বাপ চর্‌ছিল মাঠে, তোর চাচা পাওয়া গেল বাটে, আমি চল্লুম হাটে, তোরা বস্‌গে যা চার পাই খাটে, খিচুড়ি পেকিয়ে খাওয়াব।

আলা। তোরে যমের বাড়ী যাওয়াব। ভেড়ের ভেড়েকে

তাড়িয়ে দে, চাচা হয় তো সঙ্গে নে; এ বুড়া বিষম ফ্যারেকা, খালি বল্‌বে—ল্যাড়্খা, ল্যাড়্খা।

কুহ। না বাপ্ জান খোকা, যদি তোর হয় ধোঁকা, খানা পাকাগ তোর মা, একটু সবুর করে আসি—আয় না? এই কাছে কেমন আচ্ছা বাগিচে, ফল পেড়ে আনবি বেচে বেচে; জল্‌দি চলা আয়, নয় তো ল্যাড়্খা বোলেগা।

আলা। চল্—ব্যাটা চল্, পেয়েছিস্ আচ্ছা ফল।

[উভয়ের প্রস্থান।

আ-মা। সাবাস বক্ত, টাকা পাওয়া গেল মোক্ত।

গীত।

জুট্‌লো পথে দেওরা চমৎকার।
মুচ্‌কে হেসে কয় লো কথা,
বেওরা ঠাউরে উঠা ভার॥
সাঁচ্চা দেওর নয়তো ঝুঁটো,
চোক ঠেরে দেয় টাকার মুঠো;
নয় হেটো মেটো;—
মজা হয় এমনি দেওর,
একটা দুটো মিল্‌লে আর॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন পথ।

(আলাদিন ও কুহকীর প্রবেশ)

আলা। আরে বুড়ুয়া বাগিচা কাঁহা, জঙ্গল মে কাহে লেয়ায়া ?

কুহ। আঃ হিয়া দেখো চিজ্ কেয়া কেয়া, এখানকার মাটি যাবে হট্‌কে, গর্ত্ত বেরুবে—আর তুই চ'লে যাবি সট্‌কে।

আলা। আর আমার থাবড়ার চোটে, তোর গাল যাবে ফাট্‌কে।

কুহ। শোন্ শোন্ যাদুমণি, আমার দরকার কেলে প্রদীপ খানি ; মাটী ফাট্‌লে উলে যাবি, কেলে প্রদীপটা এনে দিবি—বস্।

আলা। লাগাতে পারি চড় ঠাস্।

কুহ। (মন্ত্র আওড়ান) ভোঁ ভোঁ উল্টো শুটি, সোঁটা সুটী আটা কাটী, দাঁত কপাটী, উদম চাটী, মলের মাটী কল্‌সি কানা, তুতের আঁটি, ইদুম্ উদুম্ গড়াস্ গুদুম্ দপাস্ দুমে, দুম্‌না কাটী, হড়াস্ হুম্, হড়াস্ হুম্, হড় হড় হড় হটনা মাটী।

আলা। কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, ওয়া ওয়া ওয়া, কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া, কাকুয়া কেয়া হুয়া, কেয়া কুয়া।

কুহ। বাপ্‌রে ! গট্ গট্, গোলে গুলে, যাও তো উলে, পাঁচ পোয়াতীর গুমুত গুলে, হড় হড় হড় গ'লে যাও,

হাতে ভেটের আংটী নাও, ভিতরি যাবি প্রদীপ নিবি বাপ, ফেলে প্রদীপ জান্‌বি ঠিক;—ফিরতি বেলা, আস্‌বি চেলা, ষব্‌ কব্‌ তোর কাম ঘটে গা, আংটী দেল্‌মে লাগা; ছপা ছপ উঠ্‌বে দালা, সব ঠিকানা কহা দিয়া বোলে; চল্‌ চল্‌বে চল্‌বে উলে।

আলা। আমায় কচি খোকা পেলে শালার বেটা শালে।

কুহ। ল্যাড়খারে!

আলা। চপ্‌রে শালা, হাম্‌ যাতা হ্যায় উলে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গহ্বর অভ্যন্তর।

(আলাদিন)

আলা। গীত।

বাহবা বেড়িয়া কা কুয়ারে
চম্‌কে হে চারি তরফ, হো হো হো হোইয়া
খাড়িয়া খাড়িয়া কা কুয়ারে।
বেকুব শালা, আগাড়ি কাহে না বোলা,
তব কি ল্যাড়খা বাৎ হাম শুনতা শালা,
নেলা খেলা আবে দাঁড়িয়া কা কুয়ারে॥

(চারি দিক দেখিতে দেখিতে)

কেয়া তোফা খোপানি আঙ্গুর দানা, মুটো তরা হ্যায় বেদানা; মস্‌লা গরম্ বার্তাস নরম, আয় সব আম, ছাতিমে চড়িয়ারে, ডালিম গাছ ইলিশ মাচ্ হুস্ হাস্ গুস্ গাল্। কেয়া খুসী বুল বুলিয়া কা কুয়ারে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গহ্বর-সম্মুখস্থ জঙ্গল।

(কুহকী দণ্ডায়মান ও গহ্বর মধ্যে আলাদিন)

কুহ। মন্ মনুয়া, মন্ মনুয়া, মন্ মনুয়া রে ল্যাড়খারে!

আলা। শালারে হাম্ ফের নিচু চলারে।

কুহ। আও মনুয়া হুপ হুপিয়া।

আলা। কিল্ কিলিয়া, কিল্ কিলিয়া, তুলিয়া লিয়ারে।

কুহ। প্রদীম দে।

আলা। আগে তুলে নে।

কুহ। না প্রদীম দে।

আলা। না, তুলে নে।

কুহ। তবে এই গত্তর ভেতর থাক্, আমি বুজিয়ে দিচ্ছি ফাঁক্।

কুহ। (মন্ত্র আওড়ান) ভোঁ ভোঁ, ফিরতি গুটি, সোঁটা মুঁটি, আটা কাটী, দাঁত কপাটী, উদম চাটী, মলের

মাটী, কল্‌সী কানা, ভূতের আঁটী, ইহুম্ উহুম্ গড়াস্
গুহুম্, দগাস্ হুমে, হুম্‌না কাটী, হড়াস্ হুম্, হড়াস্
হুম্—হুম্ হুমাহুম্, গট্ ফিরে গট্ হটা মাটী।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গহ্বর অভ্যন্তর।

(আলাদিন)

আলা। ল্যাড়খা বোলা, বাঞ্চৎ শালা, জান্‌মে মার্‌ল রে। হাম্ কি জাস্তা, এত দুর আন্‌তা, গেরো ধর্‌লোরে। (অঙ্গ-ভঙ্গি করত অঙ্গুরীয় ঘর্ষণ)।

(আংটীর জিনি ও পরীর প্রবেশ)

পরীগণ। গীত।

কাহেতু এত্তে মে বোলায়ারে,
দোনো মেলকে থোড়া শোতে রহা,
থোড়া কুচ নেশা কিয়া।
জেরাসে জান ভালায়া,
আর দেল কি দো একঠো বাত বলতে রহা
দেখো ভাই হাম দোনো উঠ্‌কে আয়া।

আলা। হাম্‌রা পেট ফাঁপা, উঁঠা বাপা, কল্ কল্ কল্, গোঁ গোঁ গোঁ, হাম্‌কো উঠায় লে যাও, নেহি রহেগা, জান রহেগা—উঠাও লে যাও ভোঁ ভোঁ ভোঁ। (পুনঃ পুনঃ বলন ও অঙ্গভঙ্গি) হাম নাহি রহেঙ্গে হিঁয়া। (জিনি ও পরী কর্ত্তৃক গহ্বর হইতে উপরে আনয়ন)।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আলাদিনের বাটী।

(আলাদিন ও তাহার মাতার প্রবেশ।)

আলা। দ্যাথ্ মা দ্যাথ্ কেয়া কেয়া চিজ পায়া।

আ-মা। তোফা, তোফা, তোফা! আরে কাঁহাসে পায়া?

গীত।

শোনরে মোর বাবা ধোনা,
ডালিম খানা আগে তুড়ি।
বলিস তো চুসি আঙ্গুর, মুখ গুড়া গুড়,
ওরে আমার আঁতের নাড়ী।
ওরে আমার ভাজনা খোলা, পুঁচ্‌কে পোলা,
তুই তো খুব কড়র কড়র কুর্ব্বি
চাকুম চাকুম কুড়ি কুড়ি।

আলা। দো টাকা।

ইহু। নেহি এক। তব্বি হোতা ধোঁকা। আচ্ছা লে লে এক।

আলা। কেইসে মাল দেখ্।

ইহু। লে, লে, চলা যা (টাকা দেওন) সওদা আজ কেয়সা হুয়া!

ইহু, আলা। গীত।

দেল কি চাএন নেহি চিনে,
ক্যায়সে ও উঠায়ে এ দুনিয়াদারি।
উসিকো বেকুব মানা,
চিজ্ যো নেহি পছানা কেয়া গুনাগারি।
কই কুচ্ নেশা পিয়া, রেণ্ডিকো জান দিয়া,
ঘুমে হে করাক কামে, জুদা কুচ্ কাম হামারি॥

(স্নান করিবার বেশে রাজকন্যাগণের প্রবেশ)

রাজকন্যাগণ। গীত।

জাংসে আং ঢুলাবো হেলা খেলা জল্‌মে।
ঢুলু ঢুলু চাহেগা, কভুবি নাহেগা
ঘোমটা টান্ রহি ছল্‌মে॥
উঠেগা ফের পড়েগা, আঙ্গিয়া আং জোড়েগা,
আঁচোরা গির পড়েগা, ফের পড়েগা গল্‌মে॥

[রাজকন্যাগণের প্রস্থান।

আলা। যা থাকে কপালে, যদি উল্‌তে হয় পেঁড়োর খালে তাও স্বীকার, তবু বেটীকে বে কর্‌বই কর্‌ব, না পারি তো দাঁত মেলিয়ে ম'র্‌বই ম'রবো—আহা ও যদি বলে ধ'রবোই ধ'রবো। (আলার মার প্রবেশ) মা তুই জল্‌দি কোরে বাড়ী যা, ওই রাজার বেটীকো হাম করেগা বিয়া, আমার মাথার কিরে, নিয়ে ভালা ভালা হীরে রাজাকে নজর লাগা।

সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(বাদশা, উজীর ও পরিষদগণ অদূরে আলাদিনের মাতা দণ্ডায়মান।)

বাদ। উজীর! তোমারা ল্যাড়কাকো লে আও, আজ হামারা বেটীকো সাদী দেগা, আইবুড়ো আর নেই রাখেগা।

উজী। বাঃ—বাঃ—বাঃ।

বাদ। তোম কাহে দরবার মে খাড়া রহেতা?

আ-মা। কুচ মতলব্ মে আয়া যাতা। দেখছো আমায় টেনা পরা, আমার বুকে আছে বাইস সরা, এক একটা যেন পায়রার ডিম; হীরে আছে ছশো হাঁড়ি, আর চুনি বত্তিস কাঁড়ি, তার কাছে তোমার গায়ে যা জহরৎ আছে দেখছি করবে টীম্ টীম্। আমার ল্যাড়কা দেখে নাও, যদি বেটীর বে দাও তো সব গুলি পাও। এখন নাও, বল চলে যাব কি থাকবো? তোমার বেটীকে খুব যত্ন করে রাখবো।

সকলে। বাউরা হ্যায়, বাউরা হ্যায়।

আ-মা। ওমা একি দায়! যদি কেউ দেখ্তে চায় তো দেখাতে পারি। আমার ভারী দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। এই নমুনা নাও।

বাদ। আরে জল্‌দি জল্‌দি যাও, আরে লেয়াও,—লেয়াও ;
বেটী কো সাদি দেগা, যেত্তা হ্যায় হাম সব লেগা।

আ-মা। এতো ঠিক বাত ?

বাদ। আরে হাঁ হাঁ হাঁ, তোম জহরৎ লেয়াও সাত।

আ-মা। বস্ কিস্তি মাৎ।

উজী। বাদসানন্দ! শুনে জনাবের বাত, আমার ভাঙ্‌লো দাঁত। বাত থা—বেটীকো বে দেগা হামারা ল্যাড়খার সাত। হায় হায় আমার বক্ষে হলো বজ্রাঘাৎ।

বাদ। ঘাব্‌ড়াও মৎ, সাদী দেগা তোমারা লেড়্‌কাকো সাৎ ;
জহরৎ লেকে নিক্‌লা দেগা মারকা লাত্।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

সম্মুখে কলুর দোকান।

(কলু, আলাদিন ও তাহার মাতা।)

আ-মা। গীত।

বেলা যায় সন্ধ্যা হলো তেল পলা দে কলুর পোলা।
বেটা কা সাদি দেগা, রাজা কা বেন্ বনেগা,
তেল কবি তেমু দিস্‌না ঘোলা।
এত্তা বড়া মস্তাদানা, কেত্তা দিয়া সোনা দানা,
কুচ্ তার নেই ঠিকানা, ঝুট্‌না কুহে সাচতো বোলা ॥

নজর দিয়া কেয়া কেয়া ?
হীরামতি খেজুর আতি দেখ্‌কে রাজা পছন্দ কিয়া,
বোলা হায় দেগা বিয়া, আজো রাজার ঝরতা নোলা॥

কলু। লাগাস্‌নে লটখটী, তেল নিবি তো লে বেটি, চেয়ে ওই
দেখ পেছনে, আস্‌তেছে গনগনে-উজীয়ের সখের ছেলে,
মারবে ঝঁ্যাটা তোর কপালে।

(বরবেশে উজীর-পুত্র বরযাত্রীগণের প্রবেশ।)

আলা। ওরে মা রে ভাইরে ! মরমে হামতো ম'রে যাইরে।

আ-মা। গালে হাত দে ভাব্‌ছি বেটা তাইরে।

সকলে। এত্তা তো নজর দিয়া, কি হলো ফাঁকমে গিয়া।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আলাদিনের বাটী।

(আলাদিন, প্রদীপের জিনী ও পরীগণের প্রবেশ)

পরিগণ। গীত।

হর ঘড়ি বোলাতে আপনে।
নেহি খানা পিনা কিয়া নিদ্‌ গিয়া জানি ;

রাত্ কো ঘুরে, দিন্ কো নিদ্ মে গিরে,
কবি মুজ্ পরে নেহি করে মেহেরবাণী।

আলা। গীত।

হামকো ভি উসিমাফিক কপাল ভাঙ্গা।
তুমি জল্দি হাত্মে লেও হাতাল ঠেঙ্গা॥
কেয়া কেয়া কিয়া জহরৎ দিয়া,
হাম্কো সাদি দেগা এ বাত্ হুয়া;
কাঁহা কা উজীর পোলা আয়া শালা,
মেরা বক্তে লাগায়া দিয়া চাঁপা কলা;
আবি নেসামে পড়া হ্যায় উল্টো ঘোঙ্গা॥

জল্দি বাবা দৌড় যাও, শালা শালী এধার লেয়াও।

জিনি। তোম থোড়া চুপকে বৈঠা রও।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে) আলার মা। আরে ফাঁকি দিয়া শুনে যাও।

আলা। চুপবে বেটী, বৈঠা রও।

(উজীর-পুত্র ও রাজ কন্যাকে লইয়া জিনির পুনঃ প্রবেশ)

লেয়ায়া আচ্ছা কিয়া,
কিবাত্ আর বোলবো তোরে।
ব্যাটাকে নে যা ধ'রে, পগার পারে,
দড়া দড়ী বেঁধে জোরে।

[উজীর পুত্রকে লইয়া জিনির প্রস্থান।

জানি! তু মেহেরবাণী কর জেরা। দোস্‌রা কো করকে সাদি, হাম্‌কো কাহে জানে মারা?

রাজ-ক। ছোড় দেও হাম্‌কো তুমি, হামার তো দোস্‌রা স্বামী, নই আমি স্বামী বামী জবর দস্তি কাহে করা? ছেড়ে দাও হাম চলে যায়, বেহায়া কেয়া বাত হায়, কি জন্য তোম্ হাত ধরা?

আলা। (Because) বিকজ্ তোমার জন্যে যাতা মারা।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কক্ষ

(উজীর ও উজীর-পুত্র।)

উ-পু। বাপ বাপ খেয়ে তুড়ি লাপ, দুপ্ দাপ্ গাঙ্ পেরিয়ে পড়ি, আমার গলায় দড়ি, রোজ রাত্তিরে খাট শুদ্ধ উড়ি, ভেবে ভেবে পেটে হলো ছড়ি, দিয়ে পাঁচটা কাণাকড়ি, রাজ কন্যাকে বেচে আস।

উজী। আরে কিরে কিরে কিরে?

উ-পু। আমার দফা দিয়েছে সেরে, যে করে পড়েছি বিষম ফেরে, রোজ রাত্তিরে আমায় জিনিতে ঘেরে॥

উজী। আরে সে কিরে ?

উ-পু। উধাও উড়ালে, কাণ ধরে আমায় তাড়ালে, ঠায় সারারাত একটেরে, পড়েছি গেরোর ফেরে, রাজার মেয়ে বে করে।

(বাদসাহের প্রবেশ)

বাদ। আরে কেয়া হ্যায় ?

উ-পু। কেয়া হ্যায় কি আর হ্যায়, রোজ রাত্তিরে উড়িয়ে নিয়ে যায়—তোমার মেয়ে সমেত। তারপর কি হয় তার ঠেঁয়ে বোঝ কৈকেত্। আমি বেটা কেড়ুয়া কেড়ুয়া হয়ে এক কোণে পড়ে থাকি !

উজী। তোরে জিনিতে নে যায় নাকি ?

উ-পু। নাকি ?—রোজ রেতে বাপ্ বাপ্ ডাকি, বাবা যেন হোমা পাখী রাত দুপ্রে আস্মান দে আনা গোনা।

(আলার মার প্রবেশ)

আ-মা। নে যাবেনা ? এত্তা দিয়া সোনা দানা, ফেরাবি কারখানা ? হামারা ল্যাড়কার সাতে সাদি দিলে না ?

বাদ। উজীর কি করি ?

উজী। আমি ত সরি,যে ব্যাপার শুনচি, খামোকা কেন জিনির হাতে মরি।

উ-পু বাবা তোমার পায়ে ধরি—তুমি দাও শলা, রাজার মেয়ে বে করুক আর এক শালা,—যে উড়্তে চায়, যার এসে যাবেনা জিনির ঠোনায়, যার কড়া জান বেজায়,

উজী। জাঁহাপনা! এ মাগীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না আরো কিছু নিয়ে নিন্ মাল খাজনা; ওর বেটার সঙ্গেই মেয়ের নিকে দিন, জিনির উপদ্রব তো ভাল না?

বাদ। কি মাল খাজনা নেব বলনা—বলনা?

উজী। ওরে মাগী তোর কপাল জোর, লেয়াও আওর নজর।

বাদ। হীরে আন এক ঘর, আর ছত্রিশ গাড়ি আন সাচ্চা-জহর, সোণা পারিস যত ভাল, আর খাঁটী রূপো কেবল ঢাল্।

আ-মা। হাম তো ওহি চাতা, দেও সাদী আবি যাতা।

বাদ। আও।

উজী। বাবা মেয়া যাও:

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আলাদিনের বাটীরসম্মুখ।

(কুহকী ও ঝির প্রবেশ)

কুহ। কোন দিকেই কসুর নাই, হয়েছেন রাজার জামাই। ল্যাড়খা রে! তোর কিছু হয়নি ধোকা, আমায়

তুই পেলি বোকা ? আমার গুষ্টির ছ্যারখা রে ! তোরে আমি সাবাস্ বাতাই, তোর তো আচ্ছা সাফাই, ক'ল্লে উজীর পোলা বাপাই বাপাই, রাজার জামাই হয়েছ তাই, প্রদীপ পেয়ে ল্যাড়খায়ে, আমার গুষ্টির ছ্যার খারে ! ল্যাড় খারে, তোর বাবা মোর শালা মর্ গিয়ারে।

গীত।

টুটা ফুটা প্রদীপ বদ্‌লে লে রে।
ছোচা বোঁচা মুচ্‌নী মাগীর বে রে।
কেলে খেলে লে বদ্‌লে লে, গুচ্‌লা মুকি টেরে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে,
আও আও আও লেও লেও লেও লেও লেরে লেরে ॥

ঝি। গীত।

মিন্‌সে মজার কথা তুলেছে।
টুটা ফেলে গোটা মেলে
তোর ভোজকানিতে ভোলে কে ॥
মরি জান নয়ন বাঁকা, কথা কন আকা বাঁকা
নাড়িলে ঘুরিয়ে শাঁকা, তোর মুখেতে মুলেরে ॥

কুহ। দেখা টোটা, পাখি গোটা পরখ করে দেখনা এখন।
ঝি। ম'রে যাই সখের বুড়ো ন্যাক্যামো কি যেমন তেমন ॥

কুহ। দেখানা ?

ঝি। আমি তো ন্যাকা না ?

কুহ। ছুঁড়ী তো মচ্‌কে ভারি ?

ঝি। মচ্‌কে এত ভারি।

কুহ। দোহাই খোদা দেখা লো ?

ঝি। আ মলো, আ মলো !

কুহ। দেখ প্রদীপ নয় খুচ্‌নি কুলো, মুখটি হুলো, আঁতে মোশের মাতি ধরে। তোতে মোর মন মজেছে নইলে দিতে চাই কি যারে তারে।

ঝি। তবে দাঁড়া।

(প্রস্থান)

কুহ। আমি আছি খাড়া, দেখাবো তোর সোনা রূপো দেখাবো তোর বাড়ী নাড়া।

ঝি। (পুনঃ প্রবেশ ও প্রদীপ প্রদান) আজকে মোর কপাল ফিরেছে।

কুহ। তোর উপরও আছি এঁচে। (প্রদীপ ঘর্ষণ)

(প্রদীপের জিন্‌ পরীগণের প্রবেশ)

পরীগণ। গীত।

উঠতো বহুত খবরদারি।
হুজুর মে হাজির হোঁ মেরা দম্ ছুট্ তা ভারি।
থোড়া কুচ সুস্থ হুয়া, নেশা তামু নাহি পিয়া,
কেয়া জানে কেয়সে বেমারি॥

কুহ। এস্ হাবেলি উঠায় কে, রাখবি কাফ্রির দেশে গে।

জিনি। ময় চল্‌তা হ্যায়, নেহি কিয়া গুণা গারি।

কুহ। ল্যাড় খারে!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নদীর ধার।

(আলাদিনের প্রবেশ।)

আলা। আর কোথায় যাব, রাজ কন্যার বাড়ী কোথায় পাব? এই জলে ঝাঁপ দিয়ে গোটা দুই খাবি খাব। বলনা আর কোথায় যাব, মরি জলে ডুবেই মরি, কি উপায় আছে, কি করি। রাজার কাছে দু'মাস মেয়াদ নিয়েছি, মেয়াদ তো আজ ফুরুলো, আমারও দিন ফুড়ুলো, এই দেখনা—রাজা দেখ্‌তে পেলে নেবে গর্দানা, কিছুতো ঠিকানা হ'লো না? বল্‌বে—আর ছাড়িস্‌নি বেটা যাদুকর, শূলায় চেপে ধর—আর মার কোপ। কাজ কি জবরদস্তি কাজ কি কুস্তি, সুস্থি হ'য়ে জলে গিয়ে শুই। আঃ, পেলুম আচ্ছা ঘা, আর গায়ে লাগ্‌বেনা হাওয়া, আর দেখ্‌বো না চাঁদ সূর্য্যির রোশনাই, জলে ডুবে খাবি খাই; আরে আরে, তোম্ আওতো ভাই, তোম আওতোঁ ভাই! (অঙ্গুরী ঘর্ষণ।)

(আংটীর জিনি ও পরীগণের প্রবেশ।)

পরীগণ।— গীত।

নেই খাতির লেতা কেয়সা দোস্তি।
কুচ্ কের পাড়া নেই হুয়া স্বস্তি ॥
নিখি আয়া জেরা ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্।
তোম্ মে। চায়া ধুম,
উঠ্‌কো চলাদে হুম্ হুম্ হুম্;
নেশেমে জানি হ্যায় মস্তি ॥

আলা। মোকাম মেরা কাঁহা গিয়া?

জিনি। কাফের শালা উড়ায় দিয়া।

আলা। তোম্ সব লেকে আও!

জিনি। হাম্‌সে নেহি বনে, তোম্ দোসর আর কাম বাতাও।

আলা। কাহে স্বস্তি?

জিনি। আরে মৎ কর জবরদস্তি। ওস্কা সাত হ্যায় জিনি বড়া মস্তি, লাগেগা কুস্তি, হাম সেকেগা নেই, তোম্‌কো বাতাই, কই ফিকির সে ওই চেরাকৃঠো লে লেও,—তব্ যেত্তা দেও তোমারা হো যাগা, তোম্ কো জানেগা, তোমকো মানেগা, ও কাফেরকা বাত্ নেহি শুনেগা। তোমকো হাম লে যাতা, যাঁহা তোমারা মোকাম কা মিলেগা পাত্তা।

আলা। তবে লে চলো।

জিনি। আরে এ বাত্ বোলো!

(প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

স্থানান্তরে আলাদিনের বাটী।

(রাজকন্যা ও আলাদিনের প্রবেশ।)

রা-ক। বলি বল কি ?

আলা। শুনে যা না নেকি ? শুনেছিস্‌তো আংটি ঘসে, হাম্‌দো মাম্‌দো উঠলো ঠেসে, এলো এক দিক ধেড়েঙ্গা, বলে হাম লে যাঙ্গা, এই না তার কাঁদে চেপে, এলেম সাগর মেপে, সাম্‌নে বালীর তুফান, লাগ্‌লো প্রাণে হাঁপান, তারপরে পেলেম মোকাম।

আলা। এখন বল দেখি কি করি উপায়, যাতে বেটা যায় গোল্লায় ?

রা-ক। করি সব দিক বজায় ; বেটা এই সময় সরাপ খায়।

আলা। দিগে বা যত চায়, তারপর পায় পায় আমার এসে খবর দিবি। প্রদীপটে কোথায় রাখে রে ? বলে দি তোরে, বাড়ি ওড়াব প্রদীপের জোরে ; খপ্‌করে সেই প্রদীপটে হাত কর্‌বি, আর না পারিস, আমিও মরবো তুইও মর্‌বি। আর যদি পারিস তা'হলে ছিঁড়ি শালার দাড়ি কটা, আর লাথি মারি গোটা গোটা, আর লেলিয়ে দিই জিনি কটা, রোজ লাগায় বিশ সোঁটা।

রা-ক। তবে আমি যাই।

(প্রস্থান।)

আলা। আমি দাঁড়াই, শালাকে একবার পাই তো আচ্ছা বাগাই, খেতে দিই উনুনের ছাই, তবে নাই খাই।

(রাজকন্যার পুনঃ প্রবেশ।)

রা-ক। এখন নেশা খুব ধরেছে।

আলা। এইবার শালা মরেছে, খুলে দে দোর, বুঝবো বুজরুকি তোর।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—*—

দরদালান।

কুহকীকে বন্ধন করিয়া জিনি ও পরীগণের নৃত্যগীত।

মুচকি হাস্‌কে চল ঘুঙুরা রুণু ঝুণু বোলে।
আঁখিয়া ঢুলু ঢুলু তা-রা-রা অঙ্গ ঢুলে॥
পিয়ালা ভর তোমারি, দেল্‌মে চেকনা ভারি,
সামারো মত্‌ গিরো ভাই,—
কমিনা এ জমিনা দোলে॥

সম্পূর্ণ।

ধর্ম্মমূলক নাটক।

এমারল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

শ্রীনিমাইচরণ বসুর প্রকাশিত,

২০ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ চরিত্র।

কালকেতু	ব্যাধতনয়।
সোমাই ওঝা	ঐ পুরোহিত।
মুরারী পোদ্দার	বণিক।
ভাঁড়ু দত্ত	কালকেতুর দেওয়ান।
বুলান মণ্ডল	সাধনার পিতা।
রোস্তম	যবন।
শিবা	ভাঁড়ুর গোদা ভাই।
ধূমকেতু	ভাঁড়ুর শ্যালক।
সিদ্ধিনাথ	

ব্যাধগণ, সভাসদ্‌গণ, পাইকগণ, কলিঙ্গ কোটাল, পুরোহিত,
সৈন্যগণ ইত্যাদি সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক,
বানর ইত্যাদি পশুগণ।

স্ত্রী চরিত্র।

ফুল্লরা	কালকেতুর স্ত্রী।
বিমলার মা	ঐ সই।
ষোড়শী রমণী	চণ্ডীর ছদ্মবেশ।
দুর্ম্মুখা	ভাঁড়ু প্রথমাস্ত্রী।
দুঃশীলা	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী।
সাধনা	বুলানের পালিতা কন্যা।
অষ্টকুমারীগণ	সাধনার সঙ্গিনীগণ।

মুরারী পত্নী, ব্যাধিনীগণ, ইত্যাদি।

মাঁ।
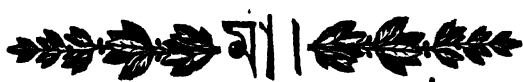
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(গভীর বন মধ্যভাগ—চন্দন তরুতল।)

রাজাসনে সিংহরাজ—একপার্শ্বে ছত্রকরে হস্তী,
অপর পার্শ্বে মন্ত্রীবেশে ভল্লুক, সেনাপতি
বেশে ব্যাঘ্র—দূতবেশে বানর ও
অন্যান্য পশুগণ উপস্থিত।

সিংহ। তড়াক্ ক'রে মারব লাফ,
পোটাক্ পথ করব' সাফ,
বন্ থেকে গ্রাম্ গ্রাম থেকে বন্ ছাড়াব'।
বাড়লে পরে খিদের বাড়,
হালুম ক'রে ভাঙব ঘাড়,
মানুষ পশু যায় পাব তায় মেটাব'॥

ব্যাঘ্র। এদিক্ ওদিক্ চাইব' যা'ব,
আগে থেকে গন্ধ নেব,

ওত্ বুঝে ঠিক-আঁচ কোরে ঠাঁই মাড়াব'।
খিদের জ্বালা থাক্ বা না থাক্,
শীকার পেলে দেব'না ফাঁক্
বুকে হেঁটে পাছু থেকে ঝুপ—লাফাব'॥

বানর। সিঙ্গি মশাই বেশ বলেছ—বাঘা মামাও ভাল।
হাতী হুজুর এইবারে একগাদা নেদে ফেল॥

হস্তী। মাংসাশী নই, মাংসাশী নই, গাছ পালাটা চাই।
নদর গদর চ'লতে ছুটি চপর চপর খাই॥

বানর। ভালুক খুড়ো! তোমার কি রা নাই?

ভল্লুক। আছে আছে আছে,—
কচকচি কি ক'চ্চ সবাই, কেলো র'য়েছে পাছে।

সিংহ। (সচকিতে পিছনে চাহিয়া)
কৈ? কোথারে? এলো নাকি?

ব্যাঘ্র। মার্‌ব' নাকি লাফ।

হস্তী। বাপরে বাপরে কি হলো বাপ।

বানর। এস না! ছুট মারি না সাফ।

ভল্লুক। থামো থামো থামো—
নাম শুনে সব ডরিয়ে গিয়ে কোকিয়ে উঠ কেন?
চণ্ডী যখন রাজ্যি দিলেন, না নিলেই তো হোত'।
আত্মশাসন রাজনীতি পথ নাই বা পশু পেত'।
(নিজের) ওজন বুঝে নাওনি, এখন খাচ্চ হাবুডুবু।
রাজ্যগিরি কি ঝক্‌মারি,—দেখি সকল বাবুই কাবু।
এই পশুবাবুদের সকল বাবুই কাবু॥

সিংহ। লোড়েছি ত' সাতটা লড়াই?

ব্যাঘ্র।　　আমিও বা কি কম?

ভল্লুক। ওকে বলে মুখের বড়াই (কাজে) কোরেছেত বেদম?

হস্তী। ও বাবা সে ব্যাধের পো,—
একা কেলো সে একটি শো,
(তার) তীরের চোটে পাহাড় নড়ে,
পালাই খেঁচে উভরড়ে।

ভল্লুক। শোন—শোন—শোন—
(সব) পালিও পিছে যে যার খেঁচে
(জানি খুব) দৌড় দিতে জান'।
বাক্যে দড়, দন্তে বড়, কার্য্যকালে ভ্যাকা।
মেগের কাছে পেগের বড়াই, পরের কাছে ন্যাকা॥
এক হোলে সব, রাজ্যি নিলে, চণ্ডীর কাছে মেগে।
কেউ রাজা কেউ পাত্তর হোলে কেউ বা মর্‌ছ রেগে॥
পেতে না পেতে, দলে দলে দল্, ঢং ধোরেছ ঠিক্।
আত্মশাসন সং সেজে, রং ক'ত্তেছ ছি—ধিক্॥
ব্যাধের বাণে ম'র্‌তেছ তাই একলা একলা হ'য়ে।
বাঁচবে যদি, এক দলে হও, রাজ্যি যাবে রয়ে॥
তোমাদের রাজ্যি যাবে রয়ে॥

বানর। খুড়ো বলেছ ঠিক্।
এক এক দলের এক এক ছলা (অথচ) সব দলই বেল্লিক।

সিংহ। দল বুঝি না—ছল বুঝি না, রাজ্য দেছেন চণ্ডী।
বনের ভেতর ব্যাধ না আসে, মেরে দিয়ে যান গণ্ডী॥

পশুগণের গীত।

ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশুগণ।—ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মারতে পারি যাইনে যেন মারা॥

সিংহ।— ন'ড়তে চ'ড়তে হয় না যেন মা—
এমনি কর ধারা।
বোস্‌বো শোব খাব দাব বাকি্য ঝাড়ব খারা॥

ব্যাঘ্র ইত্যাদি।—ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা॥

সিংহ।— দলে দলে ঘোঁট পাকাব মা—
হ'ব না হেরেও হারা।
আপন গণ্ডা বুঝব' নেব'—পর কেঁদে হ'ক্ সারা॥

ব্যাঘ্র ইত্যাদি।— ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা॥

সিংহ।— সাম্য স্বাধীনতার কথা মা—
প্রাণকে আঁখি ঠারা।
যে যার আপন ভাংব চুর্‌ব' গড়্‌ব' আপনাপারা॥

ব্যাঘ্র ইত্যাদি।— ওমা এইটি কর তারা।
আমরা যেন মার্‌তে পারি যাইনে যেন মারা॥

বানর। পালারে—পালারে—পালা, ঐ—ঐ—ঐ এলো কেলো।

[পলায়ন।

ভা। ভাল, ভাল, ল্যাজ গুটিয়ে লম্বা দি সব চল।

[পশুগণের পলায়ন।

(বনপার্শ্ব হইতে কালকেতুর প্রবেশ।)

কাল। (স্বগত) মাগো! কি কল্লি মা! জীব দিলি যদি ত' পোড়া পেট দিলি কেন? পেটই যদি দিলি ত' তার খিদে দিলি কেন মা? আবার খিদেই যদি দিলি ত' তা মেটাবার মত আহার দিলিনি কেন মা? তুই কি আমায় জব্দ কচ্চিস? না এই পোড়া পেটের খিদে কমাচ্চিস? তা কমাতে পারিস তো কমা;—কিন্তু তোর কৃপায় আমারই যেন কম্‌লো—আমার কুঁড়ে ঘরে যে দুঃখিনী আলো ক'রে ব'সে আছে,—যাকে আমার প্রাণের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছিস, খিদের জ্বালায় যার প্রাণ কাঁদ্‌লে যে আমার সুমুখে কখনও চক্ষের জল ফেলেনি, তার কি হবে মা? তাকে কি করে বাঁচাব'? এমন ক'রে আর ক'দিন যাবে মা? বনে পশু নেই খাব কি? দুঃখিনীকে খেতে দেবকি? ফুল্লরা আমার প্রত্যাশে দাঁড়িয়ে আছে—আমি শুধু হাতে কি ব'লেগে তার কাছে দাঁড়াব? আমার যেমন তোতে নির্ভর—সে বেচারি তেম্নি যে আমার উপর নির্ভর করে আছে! কি হবে মা কি হবে!

কালকেতুর গীত।

ওমা আমি যে তোর ভিখারী ছেলে।
কেন নিলিনা কোলে, দিলি চরণে ঠেলে,
ভব ভাবিনী ভাবালি ভব পাথারে ফেলে॥
চিতে চেতনা দিয়ে,
দিলি নিলি চিনিয়ে,
এবে চাহিতে চাহিলে দুটী নয়ন মেলে॥
কেন আলোকে লুকাস কালী আঁধার ঢেলে॥

(গীত শেষে একান্তে সুবর্ণ গোধিকার ধীরে ধীরে প্রবেশ।)

কালকেতু। এ কি অলক্ষণ! মাগো! আজ অনশনই কি আমার অদৃষ্ট লিখন? ভাল তাই হোক্। সমস্ত দিন গেছে—পশুপাখীর চিহ্নমাত্র পাইনি—যাত্রাকালে এই অলক্ষুণে গোধাই তার মূল, একে আজ জীয়ন্ত পোড়াব!

[গোধিকা ধনুগুণে বন্ধন করিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালকেতু ব্যাধের কুটীর প্রাঙ্গণ।

(কুটীর হইতে ফুল্লরা ও পার্শ্ব হইতে বিমলার মার প্রবেশ।)

বি-মা। ও সই আমি এসেছি।

ফুল্ল। এসেছ সই! বেস্ করেছ। ব'স! আমি কি হালে র'য়েছি একবার ভাল ক'রে দেখ।

বি-মা। তাই'ত! একি? দেখি (কুটীরের দিকে চাহিয়া) ওমা! আজ কি সই তোর হাঁড়ি চড়েনি?

ফুল্ল। আজ্ শুধু কি সই! আজ তিন দিন চড়েনি!

বি-মা। সেকি! কেন সই!

ফুল্ল। কেন আর কি ব'লব সই! আমি যে গরিবের ঘরণী, আমার সোয়ামি যে দীনের দীন ভিখারীরও ভিখারী, ভিখারী তার ভিক্ষা রোজ পায়, আমার ভিখারী যে তাও পায় না! যে দিন পায় হাঁসি মুখে খায়, যে দিন না পায় সে দিন এসে আমার গলা ধ'রে হাপুস নয়নে কাঁদে! সই! ঠিক্ ছেলে মানুষের মত কাঁদে! নিজের উপোস গ্রাহ্য করে না। আমি অভাগী যে না খেতে পেয়ে শুখিয়ে যাব এই ভাবনায় তার বুকের ভিতর যেন জ্বলে জ্বলে উঠে। আমিই কি সেই শুক্ন মুখ দেখে থাকৃতে পারি? তখন প্রাণ ভরে কাঁদি আর ভাবি—হে মা ভগবতী! আমার এমন সোণার স্বামীকে কাঙ্গাল কল্লে কেন?

বি-মা। আহা! এতো দুঃখ সই! তা আমরা কি তোর পর! একবার আমাদেরও তো খবর দিতে হয়, দুকাটা চাল না হয় ধার দিতুম, আর বেম্‌লা এসে কিছু আনাজ কোনাজ দিয়ে যে'ত।

ফুল্লরা। আহা সই! তা কই? তাও কি আমার করবার যো আছে! ধার ক'ত্তে দিতে কিছুতেই চায় না। যদ্দিন ঘরে জিনিসটে পত্তরটা ছিল, তদ্দিন একে একে গোলা-হাটে সে সব বিক্রি ক'রে খাওয়া পরাটা চ'লেছে, শেষে তরস্থ দিন বাকি ছিল মেটে পাথর খানা, সেখানা বেচে

এক ব্যালা চলেছে, তারপর এই তিন দিন কিছু ধার কোরে আনি বোলে কত সেধেছি কত বলেছি কত পায়ে ধরেছি কিছুতেই নয়। বল্‌তে গেলেই টানাটানা দুই চক্ষু জবা ফুল হোয়ে ওঠে! আর দর্ দর্ কোরে জল পোড়তে থাকে।

বি-মা। তা হ্যাঁ সই! সয়ার আমার এমন দশা হলো কেন? আগেত' খুব রোজগার পাতি হতো!

ফুল্ল। বনের পশু মেরে আর কদ্দিন চলে সই? তাও একরকম কষ্টে শ্রেষ্টে চ'ল্‌তো, কিন্তু গণক ঠাকুরের কথা শুনে ও'র ছেলেবেলা থেকে পণ, তিনবার তিনটি তীর ছুঁড়্‌বেন, তাতে না হলে শুধু হাতে ফিরে আস্‌বেন। তা তাতেই বেস্ চল্'তো! এখন বলেন অবলা জানয়ারদের বিনা দোষে মাত্তে যেন প্রাণ ফেটে যায়।—

বি-মা। ঐ যে তোমার বীর আস্‌চে! সই আমি এগুই, আজ আর যেন উপোসি থাকিস নি, আসিস্—মাথা খাস্।

[প্রস্থান।

ফুল্ল। তাই তো! আজও যে শুধু হাতে! হা। কপাল!

(কপালে করাঘাত)

(সুবর্ণ গোধিকাকে বন্ধন
অবস্থায় ধনুহলে লইয়া কালকেতুর প্রবেশ।)

ফুল্ল। আজও কিছু পাও নি!

কাল। কিছু না—

ফুল্ল। তবে কি হবে। আজও না খেয়ে থাক্‌তে পার্‌বে কি?

কাল। ম'রেও যদি পাত্তে'হয় তো পা'র্‌ব, কিন্তু তুমি যে আমার এখনি শুষ্ক লতার মত লতিয়ে পড়্‌বে, এ কথা ভাবতেও সাহস হচ্ছে না! আজ আমি আমার বাঁচন মরণের ভিখারী নই! কাঙ্গালের বাঁচনেও সুখ নাই মরণেও দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার কি হবে?

ফুল্ল। আমার কি হবে? আমি তোমার মুখ দেখে আরও একদিন থাক্‌তে পারব, কিন্তু এমন করে আর কতদিন যাবে?

কাল। মার মনে যা আছে তাই হবে! খাওয়াও তিনি, না খাওয়াও তিনি। খাওয়াতেও তিনি, না খাওয়াতেও তিনি। তাঁর জীব, না খেয়ে যদি বেঁচে থাক্‌তে পারি, তাঁরই জয় জয়কার, কাঙ্গালদের একটা গতি হয়, তারা আর কাঙ্গালী থাকে না, মার কোলে শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়; পেটের দায়ে পরমার্থ ফেলে পশুর মত ঘুরে বেড়াতে হয় না। আহা! ফুল্লরা, মা কি আমার সে দিন দেবেন্‌? ওহো মা গো! (মস্তকে হাত দিয়া ভূমিতে উপবেশন)

ফুল্ল। তাই'ত! কি করি গা? এ বুকভাঙ্গা যাতনা আমি কেমন ক'রে চক্ষে দেখি? দেখ তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ততক্ষণ ঐ বেতবনের পুকুর ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে এসো। আমার সইয়ের কাছে আমি পেতুম—সেই দু কাটা চাল সে আজ দেবে বলেগেছে, আমি নিয়ে আসি, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি আমি ধার কত্তে যাচ্ছি না।

কাল। পেতে? আন্‌বে? যাও! শক্তি তুমি! শক্তিহারাকে শক্তি দাও!

[উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান।

(অকস্মাৎ স্বর্ণ গোধিকার ষোড়শী
রমণী বেশে পরিবর্ত্তিত হওন ও কুটীর দ্বারে উপবিষ্ট হইয়া গীত।)

এ যে আমায়·বেঁধে এনেছে।
গুণে বেঁধেছে।
কত কেঁদেছে মা ব'লে আমি আসিনি,
ভাল বাসাতে চেয়েছে ভাল বাসিনি,
শেষে ভক্তি গঙ্গাজলে, দাস্য পুষ্পদলে,
প্রাণ ঢেলে পুজা করেছে।
আহা! সাধনা সঙ্গীতে সাধু ডেকেছে॥

(চাউল হস্তে ফুল্লরার প্রবেশ।)

ফুল্ল। একি! দেবকন্যা নাকি? (অগ্রসর হইয়া) তুমি কে মা আমার ভাঙ্গা কুঁড়ের দোর আলো করে বসে আছ!

ষো। আমি বামণের মেয়ে, পাহাড়ে মেয়ে আমার ডাকনাম।

ফুল্ল। তোমার বাপের বাড়ী কোথা!

ষো। গিরিপুর!

ফুল্ল। শ্বশুর বাড়ি?

যো। শ্বশুর বাড়ি জান না? যেথায় বাঘে গরুতে এক ঝরনায় জল খায়, মলয় বায়ু 'দিবা রাত্তির বয়, ফুলের গাছে ফুল ফুটে যেথায় দেবতার মাথায় আপনি ঝ'রে পড়ে, যেখানের ভাণ্ডারের ধন অফুরন্ত, দশহাতে বিলিয়ে আমি ফুরুতে পারিনি—যে যায়গায় রোগী ভোগী যোগী সবারই সমাদর। যে ঠাঁয়ে রুষ্টে প্রলয়অগ্নি জ্বলে, বিরাট মেঘে বিদ্যুত খেলে, বাজের উপর বাজ পড়ে, অথচ তুষ্টে—আশু—বিল্বদলে। যেথায় মোহ টুটে, প্রাণ ছুটে আশার অধিক ফল ফলে। যেথা ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, আশা নাই, নিরাশা নাই, দীন দরিদ্র গৃহস্থ ধনীর সমান মান, যেথায় হা হুতাশের সাড়া নাই, ভালবাসায় বিচ্ছেদ নাই, বিচ্ছেদের বুক ভাসান' কান্না নাই, সেই পাহাড়ের গায়ে আমার শ্বশুর বাড়ি।

ফুল। তোমার স্বোয়ামী আছেন?

যো। খুব আছেন, এ কাল সে কাল তিনকাল ধরে আছেন! অজর অমর দেহের বড়ায়ে আপনাকে দেবতার দেবতা ব'লে বলান। আমায় গালাগাল দেবার সময় তাঁর পাঁচমুখ বেরয়, তাঁর সে গালাগাল ত নয় যেন গানের ছড়া। একবার একটি কালকোল বামুণের ছেলেকে সেই ছড়া শুনিয়ে, মাটী করা ছেড়ে জল করে দিয়েছিলেন। স্বামী আমার যেমন গালাগালি দিতে মজবুত, তেমনি গাল খেতেও মজবুত। ভাঙ্গড় বল, নেসাখোর বল, শ্মশানের মুদ্দফরাস বল, কিছুতেই দ্বিধা নাই। একদিন নন্দী বোলে একটা ছোঁড়া কতকগুলো ছাই মাখিয়ে দিলে,

কানে দুই ধুতরার ফুল গুঁজেদিলে, মাথার চুলে জটা বানালে, মটকায় ছিল গোখ্‌রো সাপ—ঝুপ্‌করে সেই জটায় প'ড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে রইলো, কতকগুলো ভূতপ্রেতকে সঙ্গে দিয়ে, একটা ষাঁড়ে চড়িয়ে, তাড়িয়ে দিলে, তাতেও মিন্সে রাগলেনা। রাগ নেই ত নেই, রাগলে আর রক্ষা নেই।

ফুল্ল। তিনি দেখতে কেমন ?

ঘো। নেংটা নাগার মত, অথচ তাঁর রূপ ধরেনা।

ফুল্ল। তবেত বেশ! তা জিজ্ঞেস করি, এমন বড় ঘরের মেয়ে এমন বড় ঘরের বউ হয়ে, একলা এ বনের ভিতর কেন এসেছ ?

ঘো। এসেছি কি সাধে! আমার সকল ভাল অথচ কিছুই ভাল নয়, আমার সকল আছে অথচ কিছুই নাই। আমি কুলিনের মেয়ে পড়েছি মহা কুলিনের হাতে, কুলিনের মেয়ের জ্বালা জান ত'? বে—হ'য়েছে ভাল, কিন্তু সতীনের জ্বালায় বরাবর জ্বলছি! সতীন আবার যে সে সতীন নয়, তার তরঙ্গ কত? হেলে দুলে যান্, রূপের গরবে স্বর্গ থেকে ধরাতল—ধরাতল থেকে তলাতল পর্য্যন্ত ছুটে বেড়ান। কম বয়সী হ'য়ে স্বোয়ামীকে মুটোর ভিতর করেছে—ঝাপটা মেরে মাথার উপর উঠে বসে! ঠাকুর-টীও আমার মাথা থেকে নামাতে চান্‌না—হতভাগী তাঁর ধ্যান জ্ঞান জীবন স্বরূপিণী হয়েছে। আমার বেলা গালাগাল, আর তার বেলায় আদর একি মেয়ে মানুষ হ'য়ে কেউ সইতে পারে? তাই সতীনের সঙ্গে ঝগড়া

না ক'রে স'রে এসেছি—এখন দুই চক্ষু ছেড়ে তিন চক্ষু বা'র ক'রে যে দিকে মন চায়, সেই দিকে চ'লে যাব। এ সোণার রং কালি ক'রে, এই বনবাসে থেকেও আমি অনেক সুখী হ'ব।

ফুল্ল। আহা সতীনের জ্বালায় চ'লে এসেছ? এম্নি হয়ই বটে! কিন্তু মা সতীনই যেন তোমার পর—স্বামীত পর নয়। অবলা আমরা—আমাদের যে স্বামীই সর্ব্বস্ব। স্বামীই গতি; স্বামীই সতীর বিধাতা সুখ মোক্ষ দাতা! স্বামী বই আর আমাদের কে আছে? তা হ্যাঁমা! এতোটা কি ক'ত্তে আছে! আমরা ছোটো জাত্, স্বামীর উপর রাগ :ক'রে কুলের বাইরে যেতে আমরাই ভয় পাই, তুমি মা ভাল জেতের মেয়ে—তোমার অঙ্গে রূপ ধরে না—তোমার গা সোণায় মোড়া, তোমার কি এ কাজ ভাল হ'য়েছে? দশে যে অপযশ ঘুষবে মা।

ঘো। দেখ, আমি কুলের মেয়ে কুলেব বউ, আমার ভাল মন্দ আমি ভাল জানি। অপযশের ভয় রেখে কি কেউ বাড়ির বার হয়?

ফুল্ল। তা হবে না, আজ রাগ হয়েছে, কাল রাগ পড়ে যাবে, তখন যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে হবে? তা হবেনা মা তা হবেনা—তুমি বাড়ি যাও, ঘরের লক্ষ্মী ঘর আলো ক'রে থাকগে।

ঘো। ও কথাটি বলো না, সে বাড়ীতে আর সেঁধোব না— বিশেষ এখানে এই বনের ভেতর আমি আমার মনের মত ধন পেয়েছি! একলা বসে কাঁদছিলেম, তোমার

বীর স্বামী আমায় নিজগুণে বেঁধে এনেছে? তুমি যতই বলনা কেন, আমি বীরকে ছেড়ে আর কোথাও নোড়ব না। তার দুঃখ দেখে আমার বড় মায়া হ'য়েছে! আমার ধন তাকে দেব, এই কুঁড়েঘরে সোণার অট্টালিকা তুলব', এই বন কেটে নগর বসাব, তোমার স্বামীকে রাজা কর্‌ব', আর তুমি তার পাশে রাণী হবে।

ফুল্ল। আর তুমি, তুমি কি ক'র্‌বে?

যো। আমি তোমার স্বামীর আশেপাশে থাকব', বুকের ভেতর বাসা নেব'—প্রাণের দুটি চোক ফোটাব—আর তোমায় ফেলে দিবা রাত্তির আমায় যাতে নিয়ে থাকে তারি চেষ্টা ক'র্‌ব!

ফুল্ল। সব্বনাশ! ও মা! তোমার পেটে পেটে এতো? আপনার ছেড়ে পরের নিয়ে টানাটানি? আবার বল্‌ছো তিনি ডেকে এনেছেন, আচ্ছা দেখি দিকিন, তিনি কেমন করে তোমায় নিয়ে ঘর করেন। পেটের জ্বালায় মরি তার উপর আবার সতীন গেঁথে দেবেন! গলায় দড়ি দিয়ে না মর্‌'ব।

[বেগে প্রস্থান।

যো। (স্বগতঃ) সংসারী যোগী হ'য়ে যোগেশ্বরের ধ্যান করে। সেই যোগেশ্বরের যোগের যোগিণীর পূজা কি হবে না! স্বর্গ আমায় চেয়ে ছিল—স্বর্গ আমায় পেয়েছিল, মর্ত্ত চায়—মর্ত্ত কি আমায় পাবে না? কে এমন পাষাণী মা আছে যে সন্তানের কান্নায় টলে না? সন্তানের শুষ্ক

মুখপানে ফিরে চায় না? শিশুর প্রথম কথা মা, প্রবীণের শেষ কথাও মা, মায়া মমতায় মা নামের জন্ম, প্রাণ ভ'রে যদি আমায় এ মধুর মা ব'লে কেউ ডাকে, আমিত কৈ থাকতে পারি না। আমি যে এই ছুটে আসি। ছেলে কোলে ক'রে তার মুখ চুম্বন করায় যে কি সুখ তা যার আছে সেই জানে, যাকে দশে মা বলে সেই বোঝে। মা ডাকে পাতকী তরে যায়, যমদূত ছুটে পালায়, শিব-দূত কাণ পেতে শোনে—আর প্রাণ ভ'রে হাসে, বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়। আজ পৃথিবীকে সেই মধুমাখা মা নাম ডাকতে শেখাব'। মায়ের কোল পেয়ে জগতের জীর্ণ জরা আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাবে।

(একান্তে ফুল্লরা ও কালকেতুর প্রবেশ)

ফুল্ল। ঐ দেখ, দেখচো তো, এখনও বল—না।

কাল। তাই তো! ইনি কে।

ফুল্ল। আহা! যেন কিছুই জানেন না! আকাশ থেকে পড়-লেন আর কি! লজ্জা করে না? ভয় নেই? পরের মেয়ে পরের বউ ঘরে এনেছ'—মাথার উপর কলিঙ্গের রাজা আছে জ্ঞান নাই? নিজেও মজ্‌লে আমাকেও মজালে।

কাল। আহা আমি কি মিথ্যা বল্‌ছি! এই দেখ (অগ্রসর হইয়া) তুমি কে মা? আমি সামান্য ব্যাধ, আমার ভাঙ্গা কুঁড়ের চারিদিকে পশুর হাড়—পশুর নাড়ি—পশু মাংসের ছড়া-ছড়ি—এ শ্মশানের মতন জায়গায় কে তুমি ঠাকরুণ।

যো। আমায় তুমি এনেছ তাই এয়েছি।—

ফুল্ল। (কালকেতুকে) আর ঢাক্‌চ' কি, ধরাত পড়্‌লে ?

কাল। আহা শোন না। হ্যাঁগা ঠাক্‌রুণ! মিছে কথা কয়ে কেন আমায় রাগাচ্চ! না বুঝে যদি ঘরের বার হ'য়ে এসে থাক, ভেঙ্গে বল, সন্ধ্যে না হ'তে হ'তে তোমায় ঘরে রেখে আসি। ফুল্লরা তোমার সঙ্গে চলুক্, আমি পিছনে ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যাই। এ অবস্থায় কেউ দেখ্‌লে নানান্ কথা শুন্‌তে হবে। পুরান কাপড় আর অবলার জাত অনেক যত্নে রক্ষা পায়, ব্রাহ্মণ কন্যা তুমি এ কথাত তোমার জান্‌তে বাকি নেই।

যো! আমায় হাজার বল হাজার ভোলাও আমি তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যাচ্চি না! তোমার বুকে আসন পেতে তবে আমার সোয়াস্তি হবে।

কাল। পাপিণি! সুর্পণখার মত এখনি তোর নাক্‌কান কেটে দেব! শিগ্‌গির এখান থেকে পালা।

যো। কিছুতেই যাব না।

কাল। তবে আর নিস্তার নাই (বাণ ত্যাগের উদ্যোগ ও স্তম্ভিত হওন।)

ফুল্ল। আ-হা-হা কর কি ? স্ত্রীহত্যা ক'রোনা! (ধনু ধারণ)

যো। সাধ্য কি আমার অঙ্গস্পর্শ করে, ঐ দেখ তোমার হাতের ধনু হাতেই রইল। বাণত্যাগের ক্ষমতা নাই।

কাল। তাই তো! একি! বালকের চেয়েও যে এ বাহু দুর্ব্বল হ'লো, ফুল্লরারে আমার সে অমানুষী শক্তি কোথায় গেল ?

ঘো। আদ্যাশক্তি আমি বীর! তোর ডাকে কাতর হ'য়ে তোকে বর দিতে এসেছি। ধনুঃশর ত্যাগ কর। আর তুই দরিদ্র ন'স্ আজ হ'তে তুই রাজরাজেশ্বরের চেয়েও বড় হলি। ধর্—অঞ্জলি পেতে বর নে! এই মাণিকের আংটী সাত রাজার ধন, এই ভাঙ্গিয়ে এই গুজরাট বন কাটা, নগর বসা', প্রজা স্থাপনা কর, আর প্রতি মঙ্গল বারে আমার পূজা করিস্। এই ধর! (অঙ্গুরী প্রদান)

ফুল্ল। না-না-না-নিওনা, ওকথা শুনোনা! ওতে জাতও যাবে পেটও ভ'রবে না!

ঘো। ভাল না হয় আর সাত ঘড়া ধন দেবো, আমার সঙ্গে চল!

কাল। মা, আমি অতি নীচ জাত, বুদ্ধি-শুদ্ধি-হীন, আমার এ কুঁড়ে ঘরে কি মা চণ্ডীকা আস্তে পারেন? আমার বিশ্বাস কত্তেও যে ভরসা হ'চ্চে না!

ফুল্ল। আমিও মনে কচ্ছিলেম ঐ কথা বলি!

ঘো। ভাল, কি হ'লে তোমাদের বিশ্বাস হয়? ভক্তের বিশ্বাসের আসনেই আমার অধিষ্ঠান! বল্‌রে ভক্ত দম্পতি! কিসে তোদের বিশ্বাস হয়।

কাল্। মা! যদি তুমি সেই বিশ্বজননী আদ্যাশক্তি হও, তা হ'লে মা! শারদে! শরতে তোমার যে রূপের পূজা হয়, এক বার সেইরূপ ধর! আমাদের জীবন সার্থক হ'ক্।

ঘো। ভক্ত প্রাণে আমার রূপ! ভক্তরে! প্রাণ ভ'রে যেরূপ এঁকেছিস্, সেই রূপই দেখ।

(অকস্মাৎ ষোড়শীর দশভুজা রূপে পরিবর্ত্তন হওন।)

(ফুল্লরা ও কালকেতুর অবনত জানু, হইয়া জোড়করে স্তব গীত।)

উমা এলি মা আয় মা দেখি মা।
ওমা আলো কোরে এলি—
তোরে ভাল কোরে দেখি মা ॥
দেখি আঁখি খুলে পুনঃ আঁখি মুদে দেখি মা।
ভিতরে বাহিরে তোরে চারি ধারে দেখি মা ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

(বন মধ্যস্থ পথ)

(সোমাই ওঝা ও বিমলার মার কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।)

বি-মা। ওগো হ্যাঁগো পুরুতঠাকুর! আমি কি মিছে বল্‌চি! তুমি কদিন ছিলে কোথা?

সোমাই। গেছলেম একটু নিজের কাজে মা! তা তোমার গে—তারপর কি হলো!

বি-মা। তারপর বাবু দেবতা ছুঁড়িটে আবার মানুষের মতন হ'য়ে এগিয়ে এগিয়ে চল্লো, কালকেতু ঠাকুরপো ধনুর্ব্বাণ হাতে ক'রে তার পেছনে পেছনে চ'ল্লো, আমিও লুকিয়ে লুকিয়ে পাছু নিলুম; ঐ যে বেতবনের ভেতর এঁদো

ডোবা আছে, জানত পুট্‌ঠাকুর! সেই তার ওপারে সেই যে ডালিম গাছ আছে, সেই যে গো, যার তলায় বেম্মদত্তি আছে ব'লত, সেইখানে না গিয়ে, জান গা পুট্‌ঠাকুর! সেইখানে সেই দেবতা ছুঁড়ি না গিয়ে, ঠাকুর পোকে বাবু কি বল্লে! বাবারে! গা যেন শিউরে উঠলো! জান গা পুট্‌ঠাকুর! তারপর বাবু ঠাকুর পো সেই খান্‌টা না খুঁড়ে, সা—ত ঘ—ড়া ধন পেলে! ভারে ভারে ক'রে বাড়িতে রেখে গেল, একটা ঘড়া ভারে আঁট্‌লো না ব'লে, জান গা পুট্‌ঠাকুর! দেবতা ছুঁড়ি কাঁকে ক'রে বোয়ে দিলে।

সো। বটে, তার পর? তোমার গে তারপর?

বি মা। তার পর বাবু কি সব কথা হলো, দেবতা ছুঁড়ি ঠাকুর পোর কানে কানে কি ব'লতে লাগলো, সই হাঁসি মুখে ছুঁড়ির পায়ে ধত্তে গেল, অম্নি কোথাও কিছু নেই, জান গা পুট্‌ঠাকুর! অম্নি হুস্ করে ছুঁড়ি যেন উপে গেল! আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠল'। আমি ছুট্রে বাড়ি পালিয়ে গেলুম! তারপর, এ কদিন ধো'রে কত কি হ'চ্ছে যাও না, দেখ না। তুমি পুট্‌ঠাকুর! তোমার কাছে কি আর কিছু লুকুবে?

[প্রস্থান।

(অপর পার্শ্ব হইতে মুরারী পোদ্দারের কোঁচা ধরিয়া তৎপত্নীর প্রবেশ।)

মু-পত্নী। দে হতভাগা দে, আমার পাওনা গণ্ডা হিসেব ক'রে দে, নইলে এখনি এক টান দিয়ে তোকে পাঁচ জনের সাম্‌নে এ করে ফেল্‌বো!

মুরা। আহা হা হা হা! খুলে যাবে, খুলে যাবে, দিচ্চি দিচ্চি!

মু-প। কৈ! দে?

মুরা। দেব অখন ঘরে গিয়ে—

মু-প। ফের এ কচ্চিস্? এখনি দেখ্‌বি পোড়ার মুখো! এক হ্যাঁচ্‌কায় এ ক'রে ফেল্‌'ব?

মুরা। আহা হা হা হা—দিচ্চি দিচ্চি।

মু-প। কৈ দে! ভালমুখে দে!

মুরা। এই চ'না আমি আস্‌ছি। এসে—হাত পা ধুয়ে—দুদণ্ড ব'সে—হিসেব পত্তর ক'রে—খাতায় তুলে তার পর আজ দিলেও যা কাল দিলেও তা, আমিও দিলুম তুইও পেলি! কেমন পেলিত? আমি একটি পয়সা কারু ঠকাইনে, তেমন বাপে আমায় জন্ম দেয়নি।

মু-প। তোর ও ছেঁদো কথা রাখ্‌তো! এই খানে আমায় দিবি, তবে তোর কোঁচা ছাড়ব'! দে বল্‌ছি দে, নইলে সত্তি বল্‌ছি এবারে এ ক'রে ফেল্‌ব!

মুরা। আহা হা হা হা, দিচ্চি, দিচ্চি, ছাড়্।

মু-ন। এই ছাড়লুম, কৈ দে।

মুরা। দেবো? তোকে অম্নি দেবো? নাকের জলে চোকের জলে কোরে যদি দিই! দেবই না ত'! দি যদি, তা তোর বাপের ভাগ্যি!

মূ-ন। বটে! দেথবি! আবার কোঁচা ধরব?

মুরা। ধর্‌ দিকিন? এবার ধরতে এলে, চুলের মুটী ধরে, ঘাড় ফিরিয়ে, গদ্দানার উপর বিরেসি সিকের ওজনে না গদাম্ গদাম্ কোরে দুই কীল ঝাঁক্‌বো।

সো। ওহে মুরারী! কর কি! মুখে হ'লনা—তোমার গে মুখে হ'ল না—স্ত্রীলোকের গ্নায় হাত তুল্‌তে পর্য্যন্ত যে এগুচ্চ

মুরা। আজ্ঞে সাঁইমশাই! আমার এই ইস্ত্রীটিকে ইস্ত্রিনোকের তালিকা থেকে কেটে দিন্! ও আজ বড় গ'রমেছে! আচ্ছা রকম ডুঘা না ঝাঁকৃতে পাল্লে আর থাম্‌চে না। আরে মাঝে মাঝে যে এটা ক'ত্তে হয় মশাই। না হলে কি এই সিঙ্গিনীর বাচ্ছা পাঁড় বাঘিনীকে পোষ মানিয়ে রাখা যায়?

ম্-প। ও হতভাগা! মার্‌বি ত মারনা! সাঁইমশাই ঠাকুর! তুমি এর বিচের কর। আমার পাওনা গণ্ডা আমায় দেবে না, তার উপর আবার মার্‌বে? ওর হাতে যে কুড়ি-কিষ্টি হবে, ওর হাত যে পোচে যাবে, গ'লে যাবে, খ'সে যাবে, ধ'সে যাবে।

মুরা। খ'সে যাবে যাবে আমার যাবে, ধ'সে যাবে যাবে আমার যাবে! তা ব'লে তোর কথায় আমি বুকের রক্ত টাকা, মিছিমিছি তার ভাগ তোকে দিয়ে ব'সে থাকবো?

মু-প। মিছিমিছি? হ্যাঁরে চোক্‌খেগো! মিছেমিছি? হ্যাঁ সাঁই মশাই ঠাকুর! তুমিই এর বিচের কর।

সো। কি? হয়েছে কি? তোমার গে কিসের পাওনা?

মু-প। পাওনা কিসের জানগা সাঁইমশাই ঠাকুর—

মুরা। আহা হা আমি বল্‌চি—শোন না সাঁইমশাই—

মু-প। তুই তো তোর দিকে টেনে বল্‌বিরে হতভাগা! আমি বলি। দ্যাখোগা সাঁইমশাই ঠাকুর! ঐ যে ধম্ম-কেতুর পুত্তুর কালকেতু, আজ কদিন হ'লো এক

দিন একটা মাণিকের আংটী ভাঙাতে আসে। সে হরিণ মাসের দরুন্ মিন্সের্ কাছে দু পোণ কড়ি পেতো, মিন্সে মনে কোল্লে বুঝি তাই চাইতে এয়েছে,— অম্নি তার সাড়া না পেয়ে দেছুট্, খিড়্কী দোরের পাশে গিয়ে লুকুলো! আমি বাইরে যেতেই কালকেতু আমায় আংটীটী দিলে! তার পর আমি সেই আংটী নিয়েগে, ওকে দেখাতে, তবে এসে, অনেক ক'সে মেজে কেঁদে কোকিয়ে, এক গাড়ী টাকা দিয়ে সেইটে কিন্‌লে! তা হ্যাগা সাঁইমশায় ঠাকুর, আমারই ইস্ত্রী-ধনের টাকা থেকে কি আমি কিন্‌তে পাত্তুম না?

সো। বেস্‌তো, তা কি হয়েছে? তোমার গে কি হয়েছেই বল না?

মুরা। হয়েছে আর কি সাঁইমশাই! সেই আংটীটে আমি দু-পাঁচ টাকা লাভে সহরে বেচে এয়েছি! ওকে তারি অর্দ্ধেক ভাগ দাও! আপনিই বলুন—এ কি কেউ কাউকে দিয়ে থাকে?

মু-প। ও হতভাগা মিছ্‌কতুরি গলায় ছুরি,—সে তোমার দু-পাঁচ টাকা? সাঁইমশাই ঠাকুর! বল্‌ব কি, এক গাড়ী টাকা লাভ হয়েছে! দুটো গাড়ী ক'রে এনেছে জানে না।

(নেপথ্যে অশ্ব, হস্তী, গো, শকট ও বহুলোকজনের কোলাহল করিতে করিতে গমন।)

সো। এ আবার কি? তোমারগে এ সব আবার কি?

মুরা। ও বুঝি জান না সাঁইমশাই! ও ওই ধর্ম্মকেতুর—ছেলে কালকেতু। চণ্ডীর বর পুত্তুর হয়েছে, বন কাটাচ্চে,

রাজ্যি কোর্‌বে। তাই সহর থেকে রাজ্যি করবার সাজসরঞ্জম কিনে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ যে মস্ত হাতীটের উপর ঐ যে তোমার কালকেতু চেপে চলেছে! ঐ বুঝি তোমায় দেখতে পেলে,—ঐ যে দণ্ডবৎ কচ্চে। ঐ হাতছানি দিয়ে ডাক্‌চে! যাও ঠাকুর যাও, তোমারও কপাল ফির্‌লো।

[সোমাই ওঝার প্রস্থান।

মুরা। আমিও যাই! এ সব লোক লস্কর জিনিস পত্তর হাতী ঘোঁড়া সব কোথায় রাখে একবার দেখে আসি।

[প্রস্থানের উদ্যোগ।

মু-প। আমার এটা, এ না কোরে কেমন এ দেখ্‌তে যাবে যাও দেখি? এখনি এটা ধোরে না এ ক'রে ফেল্‌বো।

[পলায়নপর-মুরারীর কাছা ধরিতে ধরিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(বৃক্ষ-শূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার্শ্বস্থ একটীমাত্র বৃক্ষতল।)

(ফুলালঙ্কারে সুসজ্জিত ব্যাধ ও ব্যাধিনীগণের নৃত্য ও গীত)

(আমরা) ভালবাসি ফুল-বাস, ফুলহাস,
ফুলনিশ্বাসে বিলাস।
ফুল-কলিটি ধরিলে ফিরে চাই-তাই—
আধ' ফোটা মুখখানি আল্‌তো ফেরাই,—

পাছে ব্যথা পায় কলি,
পাছে ঝোরে যায় কলি,
তাই ছুঁতে পাইগো তরাস ॥
ক্রমে কলি ফুটে ওঠে,
ফুলরাশি বাস ছোটে,
তুলে এনে তোড়া কেউ, মালা গেঁথে পরি কেউ,
নাচি গাই মিটাই পিয়াস ॥

(সোমাই ওঝা, কালকেতু, ফুল্লরা ও বিমলার মার প্রবেশ)

কাল। না—পুরুত্ জ্যাটা! তুমি স্বপ্নে আরও কি দেখেছ বল।

সো। আরে পাগল ছেলে—তোকে কি আর আমি মিছে কথা বোল্লেম? তোমার গে মিছে কথা কি আমি কই? তুই যজমান রাখবি মান, আমি পুরোহিত তোর থাক্'ব সুহৃৎ, দেখব' হিত, এই তো বুঝি বাবা!

কাল। তা তো সত্যি, তা জ্যাটা, মা কি ব'ল্লেন?

বি-মা। (জনান্তিকে সোমায়ের প্রতি) বল না সেই কথা!

ফুল্ল। (জনান্তিকে ঐ) বলুন না—কথা'ত মিথ্যে নয়।

সোমাই। হ্যাঁ বাবা! তাই ব'ল্‌চি, বেটী যেন তোমার গে মাথার শিওরে এসে দাঁড়াল! তেমন রূপ ত বাবা কখনও দেখিনি! শুনেছি কোন রূপ দেখলে তোমারগে ভালবাস্‌তে হয়, কোনো রূপ দেখ্‌লে তোমার গে আদর ক'ত্তে হয়, কোনো রূপ দেখ্‌লে তোমার গে শুনেছি চোক দুটো তাতে ডুবে যায়, রূপের তেষ্টা

পায়, তাতে তোমার গে স’ঙ্গে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাবা এ রূপ সে রূপ নয়,—এ দেখে চোক্ ঝল্‌সে যায়, প্রাণে একটা ভক্তি ভয়ের উদয় হয়! প্রাণের ভিতর থেকে তোমার গে মা বলে ডাক্‌বার জন্য যেন আপনা আপনি একটা ইচ্ছা উঠে, মুখ দে বেরিয়ে পড়ে! এরূপ সেই রূপ! এ মূর্ত্তি সেই মাতৃ-মূর্ত্তি! ভাবতে প্রাণ শিউরে উঠে বাবা!

কাল। হ্যাঁ জ্যাটা! মার আমার ঐ মূর্ত্তিই বটে! ঐ আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমাকেও দেখা দিয়েছিলেন! তার পর কি বল্লেন?

বি-মা। (জনান্তিকে) বল না গো বল না!

সো। তার পর ব’ল্লেন,—তোমার গে খুব ভলই ব’ল্লেন! ব’ল্লেন—তোম্‌রা ওদের বরাবর পুরুত, কালকেতুকে আমি দীক্ষা দিয়েছি, সে পবিত্র হ’য়েছে, তুমিও আজ পবিত্র হলে, তোমার গে বুঝলে বাবা! আমায় ব’ল্লেন, তুমি আর বেদের বামুন রইলে না, তুমি বামুনেরও বামুন হলে, বেস্ ক’রে আমার পূজাআস্রা ক’র্‌বে, আর—আর—তোমার গে আর ব’ল্লেন (জনান্তিকে) তবে বলি মা?

ফুল্লরা। (জনান্তিকে) হুঁ হুঁ বলুন বলুন!

সোমাই। আর ব’ল্লেন, কালকেতু যেন খুব বুঝে সুঝে রাজ্যি-পাট চালায়, যেন দিবারাত্তির আমার পূজায় মত্ত থেকে তোমার গে সাংসারিক্ কাজটাজ না ভোলে!

বি-মা। তা বেস্ ত! মা ত, বেস্ বলেছেন!

কাল। বেস্ ব'লেছেন, আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমি অমূল্য নিধি পেয়ে হারাব ? দিবারাত্তির তাঁর চরণতলে ব'সে থাক্‌তে পাব' না ? ছাই রাজ্যিপাট নিয়ে উন্মত্ত হ'ব ? পোড়া সংসারের ভিতর ঘোর সংসারী হয়ে হয় ত তাঁকে ভুল্‌তে আরম্ভ কর্‌ব? এ সব ত আমার মনের মত নয়! আমি চাই, আমার আমিত্ব ভুলে গিয়ে সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে সঁপে, তাঁর আমি হ'য়ে, তাঁর জন্যেই এ জীবন যাত্রায় সিদ্ধিলাভ ক'রব! জ্যাঠা মহাশয়! এমন পাগল কি কেউ আছে, যে সুপথ পেয়ে বিপথে চলে যায়। আলোক পেয়েও অন্ধকারে ফিরে যায়।

ফুল্লরা। হ্যাগা! তোমার যদি মনে মনে এই সব ছিল, তবে মাণিকের আংটীই বা নিলে কেন? সাত ঘড়া ধনই বা নিলে কেন?

কাল। ফুল্লরা! সে কেবল তোমার দুঃখ মোচনের জন্য! তোমার বিরস মুখে সরস হাসি দেখব ব'লে, ও ছাই অর্থের লালসা করেছিলেম। তা না হলে যাঁকে দেখ্‌তে পেলে রাজরাজেশ্বর রাজ্য ছেড়ে পেছনে পেছনে ছুটে যায়, তাঁর কাছে কি আমি তুচ্ছ অর্থ যাচিঞা ক'ত্তেম? কেবল তোমার মুখ পানে চেয়ে তা করেছি; তুমি রাজ্যিপাট কর, সোণার সংসার নিয়ে থাক, আমায় আর ও জঞ্জালের ভেতর রেখো না!

ফুল্লরা। রাজ্যিপাট হবে কি ক'রে? কত কেঁদে কোকিয়ে বুন বাদাড় কাটালুম, তোমার কত হাতে পায়ে ধ'রে— রাজ্যি করবার সাজ সরঞ্জাম কিনে আনালুম, কিন্তু সুধু

তাতে তো হবে না! রাজ্যি বসাতে হলে, হাট, বাজার, ঘর, বাড়ি, দেউল, জাঙ্গাল, এসবত তৈয়ারি হওয়া চাই।

বি-মা। তা—তার ভাবনা কি সই? কাল ত কালকেতু ঠাকুরপো মার কাছে নগর বসাবার বর চেয়ে নিয়েছেন; মাএতো দিলেন, আর ঘর বাড়িগুল কোরে দেবেন না কি?

ফুল্লরা। যদি নাই দেন—তা'হলে যেমন করে হ'ক, লোকজন আনিয়ে বাড়ি ঘর দোর তৈয়ারি করাতে হবে! তা সেদিকে এঁর গা কই? কাল অবধি যখনই ওঁকে ব'লেছি, তখনই আমায় হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লেছেন ও সব আপনা আপনি হবে। কৈ আপনি হোক দেখি? এই ত সমস্ত রাত কেটে গেল, কোথায় বা বাড়ি? কোথায় বা ঘর? আর কোথায় বা সহর? বন কাটা মাঠ ঐ তো ধু ধু ক'চ্চে! আমি আরো, সকাল সকাল এই সব পাড়াপড়্‌সীদের এখানে এসে আমোদ-আহ্লাদ নাচ-গান ক'ত্তে ব'লে দি'ছিলেম্‌। সহরটী যেমন হবে আর অম্নি ওদের নিয়েগে সেঁধুবো! তা ত দেখচি সবই হ'লো।

কাল। সেকি ফুল্লরা! তুমি কি আমার মাকে মিথ্যাবাদিনী বল? তিনি যা বলেছেন, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এখনি তা হবে! এই সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সোণার রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'ত্তে এগুতে হবে। মা দয়াময়ি! ফুল্লরার কামনা পূর্ণ কর মা!

সো। ওকি! ওকি! দেখ, দেখ, চোখের পলক না প'ড়্‌তে প'ড়্‌তে ঐ শূন্যভূমি যে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো? প্রান্তর লুকাল! আপনা আপনি মহানগরী স্থাপিত হ'লো!!

(আকাশে সূর্য্যোদয়।)

(পট পরিবর্ত্তনে প্রান্তরে মহামুগরীর দৃশ্য প্রকাশ হওন।)

সো। আর কেন? সবাই মঙ্গল সঙ্গীতের লহরী তোল। মায়ের নাম করে, চল সবাই মহামায়ার এই স্থবর্ণ পুরীতে প্রবেশ করা যাক্।

(সকলের নৃত্য গীত।)

ব্যাধিনীগণ।—(আমরা) ভাল বড় ভাল বাসি ভালর ভাল
দেখলে ভাল রই।

ব্যাধগণ।— ভালর ভাল আলোর ছটায় মন্দ ভাল
বাছাই করে লই॥

ব্যাধিনীগণ।— দেখ্‌তে ভাল, শুন্‌তে ভাল,
বল্‌তে ভাল যে,
যার ভালতে, জগৎ ভাল,
বাসলে ভাল সে;—

ব্যাধগণ।— দেখি ভাল আর শুনি ভাল আর
ভালর ভাল কই।

ব্যাধিনীগণ।— গাই ভাল তাই নাচি ভাল—
ভাল বাসি না ভাল বই॥

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(কলিঙ্গ—ভাঁড়ুর অন্তঃপুর।)

(ভাঁড় চিন্তিত ভাবে আসীন।)

দুর্ম্মুখার প্রবেশ।

দুর্ম্মু। ওগো ? ওগো ? শুন্‌চো ! ওগো শুনচো ? তাই'ত কানের মাথা যে খেয়েছ দেখছি !

ভাঁ। (সচকিতে) অ্যাঁ কি ?

দুর্ম্মু। এ যে যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠ্‌লে ! তা বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে ! তুমি যেমন কুকুর তোমার মাথায় তেমনি মুগুর প'ড়েছে ? এখন ভেবে মর, জ্বালার চোটে ছট-ফটিয়ে ছুটে বেড়াও, উনুনের হাঁড়ি সিকেয় উঠুক্, দুটি অন্নের জন্তে লোকের দোর দোর ফেরো। যেমন আমায় মেরেছ এখন তেমনি আপনি মর।

ভাঁ। ঠিক বলেছ ! বড় গিন্নি ! ঠিক ঠাউরেছ। মরাই এখন আবশ্যক ! কিন্তু আমার একলা মোলে ত চ'লবেনা, সহমরণে যাবে কে ? তোমার মত এমন মিষ্টিভাষী মধুমুখী অপ্লবয়িসী মেয়ে মানুষকে সঙ্গে কোরে না নিয়ে গেলে যমরাজের সিংদরজা পেরুব কি ক'রে ? বুঝেছ

বড় গিন্নি, ভুত পেরেতের মুখে তোমায় এগিয়ে দেব আর আমি আঁচল ধোরে পিছু পিছু যাবো, আমারও মরা হবে তোমারও মারা হবে।

হৃ। তাই ত্তো! এতো কেন? ম'ত্তে হয় নিজে মরগে, আর তোমার মেয়ের যুগ্গি মালসামুখী ছোট্‌কি ছুঁড়িকে সহ-মরণে নেযাও।

ভঁা। ভাল তাই যেন হ'ল! কিন্তু তোমার দশা কি হবে? রাজ্যেত আর শ্যাল কুকুর নেই কাঁদ্‌বে কে?

হৃ। আমার ভাবনা কি? রাজা মনিব, দুহাতে খাব দশহাতে বিলুব! আর মাঝে মাঝে তোমার জন্যে সুর তুলে বিনিয়ে বিনিয়ে লোক দেখানে এক আধবার কাঁদব। তুমি চুরি কোরে ধরা পোড়েছিলে, আমিত আর ধরা পড়িনি? রাজা মনিব আমায় পুষতে পারবেন।

ভঁা। রাজা মনিব? খেতে দিলে ত এতক্ষণ? আর দেবে কোথেকে? ও রাজায় আর আছে কি? ওকেত এখন দেউলে ব'ল্লেও হয়—কাঙ্গাল বল্লেও হয়। এত বড় রাজ্যিখানা বন্যায় ডুবে ছারখার হয়ে গেল, ওরি পাপে'ত? দেশশুদ্ধ লোক কাঙ্গাল হলো, ওরি পাপে'ত! এমন নিক'ড়ে রাজ্যের রাজাই বা কি আর পাত্তরি বা কি!

হৃ। এখন তাড়িয়ে দেছে কিনা, তাই রাজা বড় মন্দ হ'য়েছে! তা বেশ হ'য়েছে! দেবেনা! একেত' এপর্য্যন্ত যত পেরেছ চুরি করেছ, ধরা পড়েছ আবার করেছ,তার ওপর এই বুড়ো বয়সে কাজ কর্ম্ম ছেড়ে ঐ প্যাঁচামুখী ছুক্‌রি

মাগ নিয়ে দিন রাত উন্মত্ত হলে তার কি আর ভালাই আছে? আমি তখনই বোলেছিলেম এতো তোমার বে করা হচ্চেনা, ঢেম্‌নি রাখা হচ্চে! কেমন! আমার কথা'ত ফল্লো? আমার সাঁপ হাড়ে হাড়ে'ত বিঁধলো?

ভাঁ। তা খুব বিঁধেছে! তুমি আমার পয়মন্ত পরিবার কি না! সাঁপের গুঁতোয় বন্যে এলো, বাড়ী ঘর ভেঙ্গে প'ড়লো, গোলার মাল ভেসে গেল, খাতক ফেরার হ'ল! ভরসা ছিল রাজা, তা তারও দন্তিদশা, পেটের জ্বালায় খেঁকি কুকুরের মত খেঁক্‌খেঁকিয়ে আম্‌লা ফয়লাদের কামড়াতে সুরু কল্লে। তাড়াবার আর তর সই'ল না, দুর্ভিক্ষ-অবতার রাজা বাহাদুরকে দূরে থেকে দণ্ডবৎ ক'রেই সরতে হ'ল। তা হ'য়েছে ভাল, সকল দিকেই সুবিধে, এখন কেবল লক্ষ্মী পূজোর দিন এই আলক্ষ্মীটি বিদেয় ক'রে, এ দেশ ছেড়ে পালাতে পাল্লেই বাঁচি।

দুর্ম্মু। আলক্ষ্মী বিদেয় দেবেকি? তোমার এমন সোনার সংসার ভেঙ্গে চুরে যাবে, বাড়ি ঘর ধু ধু ক'রে জ্বোলবে, তুমি পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়াবে, তোমার আদরের ঢেঁকি পেটের জ্বালায় পেছু পেছু ঝ্যাঁটা নিয়ে তাড়া ক'রবে, আমি না থাকলে দু পা ছড়িয়ে ব'সে এ সব দেখবে কে?

ভাঁ। তা দেখাচ্চি, রাজ্যিটা আগে ছাড়ি!

দু। ছেড়ে যাবে কোথা?

ভাঁ। কেন? অন্য রাজার দরবারে যাব।

দুর্ম্মু। অন্য রাজা তোমায় নেবে কেন? এক জনকে ফকির ক'রে মেরে ফেলে পালাচ্চ সে জান্‌তে পারবে না?

ভাঁ। রাজার পাপে রাজ্যি ধ্বংশ, আমাদের এই কলাটা! আমরা চাকর, মৌমাছির জাত, তোমার চাকে মধু থাকে—মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জুট্‌বে, নোড়বে না! কিন্তু ও ও যতক্ষণ! ও ও ততক্ষণ! ফুরুলে কৈ রাখ দেখি! মধু ফুরুলে কৈ থাকুক্ দেখি? ফুক্ করে উড়ে যাবে!

দুর্ম্মু। তা ব'লে মৌমাছি ত আর মানুষ নয়! মানুষও তোমার মৌমাছি নয়।

ভাঁ। আরে মাগি! ওটা দিষ্টান্ত! দিষ্টান্ত! রাজা গরিব হ'লো ত আর রইলো কি? ক্ষীর প'চ্‌লে কি খাওয়া যায়? কাজেই পলায়ন।

দুর্ম্মু। পালালে ত আর পেট ভ'রবে না!

ভাঁ। না হয় আধ্‌পেটা খাব। এখন তুমি স'রে পড় দিকি!

দুর্ম্মু। কেন উথলে উঠলো নাকি? ছোট্‌কি বুঝি হাম্‌লেছে? আজকে আমার পালা তা জানো?

ভাঁ। পালা ফালা বুঝিনে, বোন্তের ঠ্যালায় সব উল্‌টে গেছে! আজ থেকে বাইরে শয়ন।

দুর্ম্মু। (যাইতে যাইতে) তা বুঝেছি! ঝাঁটা গাছটা গোবরের গাম্‌লায় বুড়িয়ে রাখিগে! আজ দেখ্‌ছি শুধুতে হবে না!

ভাঁ। আমারও বোঝা আছে! নতুন কটুকে চটি যোড়াটাও এসে আজ পৌঁচেছে! বউনি হবে এখন।

[দুর্ম্মুখার প্রস্থান।

ভাঁ। (স্বগত) ভাল আপোদ! মরবেও না, মর্‌তে দেবেও না!

(শিবা ও ধূমকেতুর মারামারি করিতে করিতে প্রবেশ।)

ধূমকে। শালার ব্যাটা শালা গোদা আমি আগে—

শিবা। ওরে শালা ল্যাংড়া আমি আগে—

ধূম। তোর গোদ কামড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌বো! কৈ বল্‌ দেখি—

শি। তোর খোঁড়া হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কীচক বধ ক'রে ফেল্‌বো! কৈ তুই আগে বল দেখি!—

ভাঁ। আহা হাহা! তোরা করিস্‌ কি? ভাল কাজে পাঠিয়েছিলুম! যে হয় বল্‌ না, দাঙ্গা কোরে মরিস্‌ কেন?

শি। তাই তো বো'লচি আমি আগে বল্‌'ব।

ধূম। তা হবে না আমি আগে!

ভাঁ। ভাল তাই হোক! ওরে শিবা! ওকেই বাবু বোল্‌তে দে না।

শি। বেশ দাদা! এই বুঝি তোমার বিচার হলো! আমি মায়ের পেটের ভাই—আমি বেটা আগে বল্‌তে পাবো না, আর ও মেগের ভাই সম্বন্ধী ঐ শালার জেদই বজায় রইলো?

ভাঁ। আরে তাইতো! ও যে বড় কুটুম! গুছিয়ে বল্‌তে পারে বলুক না।

শি। তা বলুক—বুঝেছি! তোমায় বোন না দিলেতো তুমি কথা শুন্‌বে না! শালা বাবু! আর কেন? পালা সুরু কর।

আগে শালা পিছে ভাই।
বোনাই বাবা বলে তাই॥

ভাঁ। তুই বড় ত্যাঁদোড়! তুমি বল ত ভাই!

ধূম। তা ব'লব না! ও আমায় ছড়া বোলে গাল দিলে কেন?

আমায় উতোর শিখিয়ে দাও, ওকে ব'লে তবে বল'ব। না হ'লে বল্‌বোও না—কইবোও না—কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে দিদির কাছে গিয়ে নালিশ ক'র্‌ব—সে আমার মার পেটের বোন্ জানত? তোমায় কলা দেখিয়ে তাকে বার ক'রে নিয়ে যাব।

শি। শালা বাবু তাই কর—তাই কর! তা হলেই আমার উতোর দেওয়া হবে।

ভাঁ। তুই থাম্‌তো পাজি। তুমি কিচ্ছু ক'র না—ও কথা শুনো না—বল।

ধূম। কক্ষনও বলবো না! ও আবার আমায় গাল দিলে। উতোর শিখিয়ে দাও তো দাও। তা নইলে এখনি মজা দেখাব। এক্ষুণি দিদিকে গিয়ে বেগড়াব।

ভাঁ। ভাল জ্বালায় ত পড়লেম। এখন ছড়া পাই কোথা!

শি। দাদা! আমি না হয় একটা র'চে দিচ্ছি। শালা বাবু বল—

শালা বল্লি বেস্ কল্লি বদ্যিনাথের এঁড়ে।
কখনও শালা কখনও বোনাই সকল ভেড়ের ভেড়ে॥

চোরার মত দাঁত খামাটী মেরে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল, তা হ'লেই আমায় খুব গালাগাল দেওয়া হবে। আমার গায়ে—বড় বড় ফোস্কা হবে এখন দেখো!

ধূম। বোনাই বাবু! বলি? ঐ কথা বলি?

ভাঁ। আর বলে কি হ'বে? ও যখন তোমার হ'য়ে আপনা আপনি ভেড়ের ভেড়ে বলে গালাগাল খেলে, তখনি

তোমার উতোর দেওয়া হ'লো। এখন ছড়া কাটাকাটি ছেড়ে, যেখানে গিছলে সেখানের কি হলো বল।

ধূম। তাই'ত বলছি! বোনাই বাবু! মস্ত রাজ্যি গো মস্ত রাজ্যি—ত্রৈলোক্যে এমন কেউ কখনও দেখেনি—দেখ্‌বে না! মস্ত বড়! যেন কত বড় কি একটা বিরদ ব্যাপার। বড়র চেয়েও বড়—তার চেয়েও বড়—আবার তার চেয়েও বড় বল্যে তবু কুলোয় না—এতো বড়!

শি। বস্—বলাতো হোয়েছে! না আরো কিছু বাকি আছে?

ধূম। বাকি থাক্‌বে কেন? এক কথায় সব'ত ব'ল্লুম! হ্যাঁ বোনাইবাবু! সব্ বল্লুমনা।

ভাঁ। হ্যাঁ ব'লেছ! বুঝেছি, এখন যাও; তোমার দিদিকে খবর দাওগে! সেপথ চেয়ে বোসেআছে!

ধূম। এই যাই! দিদির কাছে নাহ'লে আমার মুখ ফোটেনা! ন্যাংচাব বল্‌ব! বল্‌ব ন্যাংচাব! ন্যাংচাব বল্‌বো, বল্‌বো ন্যাংচাব—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

ভাঁ। শালা গর্দ্দভ আরকি! যেমন বুঝেছে তেমনি বোঝালে এখন কি ব্যাপার তুমি বল ত ভাই? এবার তোমার বে দেবই দেব। কুলিন না হলোতো বয়েগেল কি? মৌলিকের ঘরে ও নিদেন দেবো!—বলত ভাই কিহলো।

শি। হলো ভাল, যা শুনেছ সবই ঠিক্! বন কেটে রাজ্য বসিয়েছে বটে! সে ব্যাধের ছেলেও বটে! সাতঘড়া ধনও পেয়েছে বটে! তারপ্রতি চণ্ডির কৃপাও হয়েছেবটে।

ভাঁ। ভ্যালা মোর ভাইরে! তারপর?

শি। তারপর—খুবসহর বানিয়েছে! হাট বসিয়েছে, বাজার কোরেছে, দেউলতুলেছে, জাঙ্গাল দিয়েছে, রাস্তা, ঘাট, বাগান, বাগিচা, ঘর বাড়ি, দোতালা তেতালা চৌতালা খাপরেল খোড়োর ছয়লাপ! কিন্তু লোক নেই, সব খাঁ খাঁ কচ্চে।

ভাঁ। বটে! বটে! বেস্, বেস্! এক এক জন এক এক খানা বাড়িনিয়ে বস্‌বো, চাকর বাকরদেরও এক এক খানা দিয়ে দেব! তারপর?

শি। তারপর—রাজা হয়েছেন ভেড়া, তারপাত্তর হয়েছেন ম্যাড়া, কালু ব্যাধের ডানহাত হয়েছেন মেয়েন্যাকড়া সোমাই ওঝা! রাজ্যিবসাবার লোক্ খুঁজছে! কড়ি পাতিদেবে, ঘর দোর দেবে, যায়গা জমিদেবে, যাও—মেপেনেও—চেপে বোসো—বাস্।

ভাঁ। তবে ত বেস্ হয়েছে! এ দাঁও ছাড়া হবে না! কালই চল, দুভেয়ে গিয়ে পড়া যাক্। হবচন্দ্র রাজা আর তার গবচন্দ্র মন্ত্রীকে পেটে পুরতে কতক্ষণ? কিন্তু দেখো খুব চুপি চুপি যেতে হবে, কেউ না যান্‌তে পারে!

শি। এতো শিগ্‌গির কে যান্‌তে পারবে। আর কেউ জান্‌লেই বা কোরবে কি?

ভাঁ। জান্‌লেই ভাগ বসাবে, একা খেতে দেবে না!

শি। তুমিও যেমন দাদা কে জানবে?

ভাঁ। জানবার ঢের লোক আছে! রাজ্যি শুদ্ধ কাঙ্গাল, টের পেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? বিশেষ সন্দকরি ঐ

মোড়ল ব্যাটাকে! ব্যাটা বরাবর জ্বালিয়ে এসেছে, টের পেলে এখানেও কামড়াতে কি ছাড়বে?

শি। টের পাবে কি ক'রে! সবার আগে যাব, মুখ্যু রাজার কাছে সবার আগে পৌঁছোবো, আগ মণ্ডাটি আমরা তুলে খাব! শেষে যে ব্যাটারাই যাক্ না কেন নৈবিদ্দের কলাটা মুলোটা বই আর তাদের কপালে কিছু ঘটবে না!

ভাঁ। তা হলেই ত বাঁচি! আচ্ছা রাজাটা কেমন! দেখে এয়েচিস ত।

শি। উঁহু—উঁহু—দাদা ঐটে পারিনি।

ভাঁ। কেন পারিসনি!

শি। পারিনি—পারিনি—এই পায়া ভারি বোলে, এই গোদা-পায়ের লজ্জা ত তুমি দাদা চাকুলে না!

ভাঁ। ও! তা বটে! ভাল চ—তো দেখাযাক্! যদি কাজ হাসিল হয়, তা হলে সন্ত সন্ত তোর ঐ গোদ চেঁচে দেওয়াব, না হয় সোনাদে মুড়িয়ে বেঁজী কটাতে জহরত বসিয়ে দেবো! কেমন?

শি। অম্নি সেই সঙ্গে বে—টাও দাদা ভুলে না যাও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ভাঁড়ুর অন্তঃপুর—দুঃশীলার কক্ষ।)

(ধূমকেতু ও দুঃশীলা।)

দুঃশী। তা তোর উপর ওর এত রাগ্ কেন?

ধূ। রাগ্ দিদি? রাগ শালার সেই তোর বের দিন থেকে! সেই যে আগে তোর সঙ্গে ওর বের সম্বন্ধ হ'য়ে ছেলো কি না! তার পর বোনাই বাবু সেই তোকে দেখ্‌তে গেল! দেখে শুনে বোনাই বাবুর বড্ড পছন্দ হ'ল। আমরা বোলে-ছিলেম এগার, কিন্তু তোর বয়েস তখন চোদ্দ বছর হ'য়ে ছিল কি না? বোনাই বাবু লোভ সাম্‌লাতে পাল্লে না, ভাইকে ভাঁড়িয়ে নিজেই তোকে বে কোরে ফেল্লে! এই আর গোদা শালা কোথায় আছে! রেগে কাঁই হয়ে উঠ্‌লো! ভেইয়ের কিছু কত্তে না পেরে যত রাগ শালা আমার ওপরে ঝাড়তে লাগ্‌লো! মনে কল্লে ওটা আমিই ঘটিয়ে দিয়েছি!

দুঃশী। ওঃ তাই বটে? তা তুই যাবার সময় ওকে সঙ্গে কোরে নিয়ে গেলি কেন?

ধূ। ও শালা যে বাঘ ভাল্লুকের ভয় দেখালে! চোর ডাকা-তের ভয় দেখালে! ভূত পেরেতের ভয় দেখালে!

দুঃ। তা তোকে যে কোথাও পাঠাচ্চি সে কথা বল্লি কেন?

ধূ। বাঃ সে বুঝি আমি—আমি বুঝি শালার গলা ধোরে বল্‌তে গেছলুম?

হুঃ। তবে তাকে কে বোল্লে ?

ধূ। যেই বলুক না! শুধু বোল্লে বুঝি ? আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়্লে।

হুঃ। কে ? কর্ত্তা ? না—

ধূ। বোনাই বাবুর বাবার সাধ্যি ছিল কি পাঠাতে ? সে তো তোর হুকুমে ওঠে বসে। পাঠিয়েছিল তোর সতীন! গুওটীর দেওরের সঙ্গে যে ভারি পিরীত; বেটীর বুড়ো বুড়ো চার ছেলে, হস্তিনীর মত আটটা মেয়ে, বণ্ডামার্ক ছ' জামাই, দেখিস্‌নি তবুও বেটী ভাতারের জন্যে তোর সঙ্গে ঝগড়া লড়াই ক'রে মরে!

হুঃ। তা, ওর কথায় তুই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলি কেন ?

ধূ। আবার বলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলি কেন ? ওকি খোকা, যে ওকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে না নিয়ে গেলে যেতে পারবে না ? বোনাই বাবুর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি, তুই যা শিখিয়ে দিয়েছিলি—সেই বেদিনী যা বোলে গেছল—সেই সব বল্‌চি, এমন সময়ে কোথেকে অমনি রায়বাঘিনীর মত ওটী ছুটে এলো! গোদা শালাকে আমার সঙ্গে দেওয়ার কথা নিয়ে বোনাই বাবুতে আর তাতে অম্নি ঝটাপটি লেগে গেল! বেটী ভাদ্দর মাসের তালের মত গদাম্ গদাম করে কীল মাত্তে লাগলো, বোনাই বাবুও চটাচট্ চড় হাঁক্‌রাতে লাগলো! শেষ-কালে কীলেরি জিত হলো! গোদা শালা অম্নি আমার সঙ্গ নিলে।

ছুঃ। তা নিগ্, আমি যখন প্রথম খবর দিয়েছি, তখন যাবার সময় ওদের ভাসিয়ে দিয়ে না যায় তো, ও বুড়োরি একদিন, কি আমারি একদিন। এতদিন গায়ে হাত তুলিনি, এইবার হাত ছেড়ে পা পর্য্যন্ত—

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ।)

ভাঁ। পা পর্য্যন্ত—তা বেশ—লাথিটে পর্য্যন্ত মার্‌বে ?

ছুঃ। গোদা পায়ের লাথি তুলে রেখেছি, এখনও ফেলিনি ! এবার আমি যা ব'ল্‌বো যদি না শোন, আমার কথা মত যদি না চলো, তা হলে পা ফেলা ছেড়ে তোমায় থেঁতলে রেখে—ভাইটীর হাত ধ'রে—দোর দোর ভিক্ষে ক'রে খেয়ে বেড়াব ! আর বাবু-ভেয়েদের কাছে গিয়ে তোমার ঐ কালামুখে ভাল ক'রে চুণকালি মাখাবো।

ভাঁ। দেখ, ও কথাটি বোলনা, তোমার কথামত না চল্‌চি কই ? তোমার কথায় দেওয়ানখানার চাকুরি ছেড়েছি, এত বড় সংসারটাকে এ ক'মাস এক রকম না খাইয়ে, না পরিয়ে রেখেছি। যা বল্‌ছো তাই কচ্চি !

ছুঃ। চাকুরি কি আর আমার কথায় ছেড়েছ ? প্যায়দায় ছাড়িয়েছে ! রাজার আর কিছু নেই, নিজেই সরাত, না হয় সোরে পড়েছ ! কিন্তু আদৎ কথার কি করেছ ? চাকুরিটি যেতেই আমি বল্লুম—আমাকে, আমার মাকে, আর ধূমোকে ছাড়া আর সকলকে দূর ক'রে দাও, তা দিলে কই ?

আপনার, তত কি আর আমি ওদের ভাবি! ও মাগ বল, মেয়ে বল, ছেলে বল, ভাই বল, নাতি নাতনি বল, সবাই খাবার কুটুম! ও দল্‌কে দল তাড়িয়ে দিলুন আবার যে যার এসে জেঁকে জুঁকে ব'সলো, এখন তার করি কি বল দেখি?

ভূঃ। তারও ত উপায় তোমায় ব'লে ছিলুম, তা শুনলে কৈ?

ভঁা। কবে? কি উপায়?

ভূঃ। সেই যে—যে দিন বন্যের জল কমে গেল, আট দিনের পর প্রথম রান্না হলো! সেই যে—আমার ধূমোর পাতে বোড়কি মাগী এক থাবা উনুনের পাঁস ফেলে দিছ্‌লো? সেই আমি রাগ করে ঘরে দোরদে শুয়ে রইলুম্? তুমি এসে কত কাঁদাকাটি কোত্তে, তবে দোর খুলে দিলুম, তুমি তাড়াতাড়ি বিছানায় উপর উঠ্‌তে এলে—আমি অম্নি গলা ধাক্কা দিয়ে নাবিয়ে দিলুম! তারপর সেই যে—মনে নেই? তিন সত্যি কোরে যা কোত্তে চাইলে?

ভঁা। কৈ কি বল দিকি। আমার তো মনে নেই!

ধূ। বোনাই বাবু! তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে! আমি সেই যে কোনাচ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আড়িপেতে সব শুন্‌লুম। দিদি বোল্লে, হয় ওদের বাড়ি থেকে বার কোরে দাও। না হয় দল্‌কে দল বিষ খাইয়ে মেরে ফেল।

ভঁা। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে! তা তেমন বিষ পেলুম কৈ? তা হলেত সেই রাগের মাথায় যা হয় একটা হয়ে যেত।

ভূঃ। আহা! কি আমার রাগি পুরুষ গা! বিষ পাওয়া

গেল না! তুমি কি আমায় কচিখুকী পেয়েছ তাই ঐ বোলে বোঝাচ্ছ? এত বড় সহরে বিষের আবার ভাবনা!

ধু। বোনাই বাবু! আমায় একবার হুকুম দাওনা, বাজার ঝেঁটিয়ে তোমায় ঘরে বিষের কাঁড়ি এনে বোঝাই কচ্চি!

ভঁা। তা বলি—তা বলি! বিষ ছাড়া কি অপর উপায় নেই?

দুঃ। উপায় নেই কেন? তুমি রাজি হও ত এক্ষণি উপায় হয়।

ভঁা। কি বল!

দুঃ। ঐ যে নতুন রাজার রাজ্যি হোয়েছে, সেইখানেত' চাকরি কোত্তে যাবে? কাউকে কিছু না ব'লে ক'য়ে—মাতে, আমাতে, ধুমোতে, আর তোমাতে, চল সেইখানে লুকিয়ে গিয়ে পড়া যাক্। ওরা এখানে মরুক আর বাঁচুক, সে খবর না রাখলেই হবে!

ধূ। আর দিদি, ব্যাটাবেটীরে যদি গন্ধে গন্ধে গিয়ে ধোরে ফেলে?

দুঃ। ধোরবে কি? একত যেতেই পারবে না! যদি যায়, তখন ওরা কেউ নয় বোলে তাড়িয়ে দিলেই চোল্‌বে! নতুন রাজা, সে কিছু আর অত খুঁটীয়ে খবর নেবে না!

ভঁা। হ্যাঁ এ কথাটা পাকা বটে! কানে ঠিক্ লাগল। এই মতলবই ঠিক। তাই চল আর দেরি কোরে কাজ নেই, আজ রাত্তিরেই সরে পড়া যাক্।

দুর্ম্মু। তাই চলো, মার ঘরে গিয়ে বেস কোরে পরামর্শ এঁটে ঠিক্ ঠাক্ করা যাক্‌গে—ধুমোও আয়।

[একদিকে সকলের প্রস্থান।

(অন্য দিক হইতে শিবা ও ছুর্মুখার প্রবেশ।)

শি। পাজি বেটীর পরামোশ দেওয়ার ঘটাটা শুন্‌লি বউ।

ছুর্ম্মু। হতভাগা মিন্সেরও পরামোশ নোয়ার রকমটা দেখলি ঠাকুরপো।

শি। দাদা তো বয়ে গেছে বউ। ও ঘর ভাঙ্গানি ছোটো লোকের মেয়ে দাদাকে কি আর আস্ত রেখেছে? হাঁ কোরে গিলে বসে আছে! শাউড়ি বেটী ডাইনী, বসে বসে মন্তর ঝাড়ছে, ন্যাংড়া ছেলেটাকে পাছু লাগিয়ে রেখে দিয়েছে, মেয়ে গুয়োটা এদিকে আমার ম্যাড়াকান্ত দাদার নাকে দড়ি দিয়ে যেদিকে ইচ্ছে সেই দিকে ফেরাচ্ছে।

ছুর্ম্মু। তাতো ফেরাচ্ছে, এখন আজ রাত্তিরে যে ফেলে পালাবে তার কি? এতো বড় সংসার নিয়ে যে আমি আথান্তরে পোড়ে যাব!

শি। সে কি বউ, তবে তোমার শিবে ঠাকুরপো রয়েছে কি ক'ত্তে? উনি মাগ নিয়ে সোরবেন কোথা? যেথায় যাবেন আমি যে সেথাকার হাড়হদ্দ সব জেনে এয়েছি! উনিও পালাবেন—আমরাও পাছু নেবো! দলবল নিয়ে গিয়ে ঠিক হাজির থাক্‌বো! বলি শোন—হাঁউমাঁউ কোরে গোল কোরো না। ভেতরে ভেতরে সবাইকে তোয়ের হয়ে থাকতে বল। উনিও সদরের চৌকাটে পা দেবেন, আমরাও দলবল নিয়ে খিড়কি দিয়ে লম্বা হবো! বরেলের গাড়ি ডুলিটুলি সব যোগাড় আমি এখনি কোরে রাখিগে—কেমন?—

দুর্ম্মু। তার পর ঐযে বোল্লে—সেখানে গিয়ে যদি বলে ওরা আমার কেউ নয় ?

শি। কেউ নয়ত একবার বল্লে হয়! তা হ'লে উনিই সেখানে ফাতুস হয়ে যাবেন! ভাঁড়ু দত্ত আমার ভাই, এ কথা আমি তাদের গোমাই পণ্ডিতকে বোলে এয়েছি। আর সেই হলো সেথাকার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। একবার কেউ নয় বোল্লেত হয় ? তা হলে উনিই জাল ভাঁড়ু দত্ত হয়ে যাবেন! আর আমি তখন রাজার দাওয়ান খানা থেকে, ওঁর মত আর একটা মাতব্বর লোককে ভাই সাজিয়ে নিয়েগে, সেথায় দাওয়ানী কাজে লাগিয়ে দেব। গোঁপে চাড়া দেবো, গোদে হাত বুলুবো, আর ঘরে বসে তার কাছ থেকে মাসহারা খাব। কিন্তু বউ তোমার জন্যে এতো ক'রব, এর বদলে তোমার কাছে কিছু না নিয়ে ছাড়চিনি! ধন দৌলত নয়, পোষাক আষাক নয়, খাওয়া দাওয়া নয়, তুমি যা দিতে পার, আর যা দিতে তুমি লুকিয়েও পার—জানিয়েও পার—যা দিলে তোমার বদনাম হবে না—এমন কিছু তোমার ঠেঙে নেব।

দুর্ম্মু। কি বল্! কি দিতে হবে!

শি। আগে তিন সত্যি কর দেবে!

দুর্ম্মু। ওরে দেবরে দেব—তোকে দেব না? তুই কি আমার পর? এখন বল দেখি কি দিতে হবে!

শি। আমার একটি বে দিয়ে দিতে হবে। দাদা ত দিলে না—বরাবর ফাঁকি দিলে—এখন তুমি ভরসা, তুমি না দিয়ে দিলে এবার আমি গলায় দড়ি দিয়ে মোরব।

দুর্ম্মু। এই কথা! তা তার জন্যে ভাবনা কি? আমার নন্দাইয়ের মেয়ের সইয়ের জায়ের ভাইয়ের ভায়রা ভেয়েব বেস্ একটি টুকটুকে মেয়ে আছে। এ গোল মিটুক, সদ্য সদ্য তোমার বে দিয়ে দেবো—কেমন?

[প্রস্থান।

শি। (স্বগতঃ) আঃ তা হলে ত বেঁচে যাই! টুক্‌টুকে ছেড়ে একটা কেলেটেলে পেলেই—বাস্—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(কলিঙ্গ—দেবালয় সম্মুখ।)

(বন্যা-প্লাবিত-গৃহ ও কুটীর সকলের ভগ্নাবশেষ পরিদৃশ্যমান।)

(বুলান মণ্ডল ও সাধনা উপস্থিত)

(সাধনার গীত)

আমার মা কেন গো কথা শোনে না।
শুন্‌তে পায় না—কি চায় না,
কি পেয়ে কথা কাণে তোলে না॥
কত চুপে চুপে প্রাণে প্রাণে ক'হেছি,
কত মা মা বোলে হেঁকে ক'হে ডেকেছি,
কত আশা বলী দিছি,
তৃষা ভুলে গিছি,
লালসার ফাঁসি খুলেছি,

বুক ভরা প্রীতি ঢেলে দিছি পায়,
সেধেছি—কেঁদেছি—ফিরে চাহে না।
কত নির্জনে কেঁদেছি কথা কহে না॥

বুলা। সাধনা! সত্যি সত্যি কাঁদ্‌লি যে মা?

সাধনা। কাঁদ্‌বো না? এমন ক'রে কথা না শুন্‌লে—কদিন আর না কেঁদে থাক্‌তে পারি? মায়ের মেয়ে সমস্ত দিন মায়ের পায়ের পানে চেয়ে প'ড়ে থাকি, প্রাণ ভোরে ঐ গালভরা নাম ডাকি—পাষাণী ফিরেও দেখে না। তাই মনে হয়—বুঝি এ জন্মে মা আমায় দেখা দেবে না—কথা কবে না—এ জীবনের সাধনায় বুঝি কুলোবে না! বুঝি মরণের পর দেখা দেবেন। আমার সে মরণ কবে হবে তাই ভাবি আর কাঁদি! কান্না বইতো তুমি বাবা আর আমায় সাধনার কিছু শেখাও নি! লোকে বাঁচ্‌বার জন্যে কাঁদে—আমি মরণের জন্যে কাঁদ্‌চি—এতেও কি মার মন পাব না?

বু। সাধনা! মরণের পথ দিয়ে তো সকলেই যেতে পারে—যাচ্চেও অনেকে! কিন্তু আস্‌বার সময় যখন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ ক'রেছিলে,—ঘোর অন্ধকারে বোসে যখন জোড় করে তাঁরই ধ্যানে মত্ত ছিলে, তার পর ভূমিষ্ঠ হোয়ে সেই মহামায়ার কোলে শুয়ে কেঁদে ছিলে, তখন ত ম'রে পাবার আশা করনি?

জীয়ন্তে পাবে বোলে তোমায় ত মা সংসার-চাকায় ঘুরতে দিই নি। তুমি যদি জ্যান্তে না পাবে, এই নির্ম্মল বালিকা বয়সে তোমার আধ আধ মধুর বোলে যদি তিনি দেখা না দেবেন, তা হলে আমাদের মত সংসার কীটের কি হবে? সাধনা! দয়াময়ী উনি! তোর চোখের এক এক ফোঁটা জল, ওঁর বুকে শেলের মত হোয়ে ফুট্‌চে।

সা। তা আর ফুট্‌তে হয় না, ফুট্‌লে পরে আজো বাবা একবারও নিদেন শিউরে উঠ্‌তো! সান্ত্বনা করা চুলোয় যাক্‌,—চাহনিটা নিদেন একবার আমার দিকে'ত ফেরাতো? তা কই? এতো কাঁদ্‌চি—কিন্তু ঐ দেখ বাবা! পাষাণীর পাষাণ দেহ যেমন তেমনি রোয়েছে। চক্ষে পলক নেই—ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই মেশানো রোয়েছে—মুখের ভাব একটুও ফেরে নি! দশ হাতের অস্ত্রশস্ত্র দশ হাতেই রোয়েছে—নড়েনি! মস্তকে মহাকাল যেমন নীরব নিশ্চল মহাযোগে স্থির—মাও আমার তেমনি অচল অটল। এমন ফোরে মরা কোলে কোরে আর কত কাল কাটাবো!

বু। ক্ষুদ্র বালিকা তুই মা—অগাধ সমুদ্রের মত তোর সুমুখে এখনও অনন্তকাল প'ড়ে রোয়েছে—পার পার বহুদূর! পারে পৌঁছবার তোর অনেক সময় বাকি। এখনি এতো উতলা কেন মা?

সা। উতলা হোতে যে তুমিই শিখিয়েছ! দেহের পিপাসা যত পরিমাণে নিবৃত্তি হোয়েছে, প্রাণের পিপাসা তত

পরিমাণে যে বেড়েছে বাবা! এ কথা তো তোমারি—আমার নয়—জলপাত্র সুমুখে রোয়েছে অথচ সে পিপাসা মেটাতে পাচ্চি না—এ জালার চেয়ে জ্বালা কি আর ভূভারতে আছে?

বু। তা নেই বটে! কিন্তু মা সকল কাজের সবুর আছে। এ পৃথিবীতে যে কাজটা এক দিনে এক জনের দ্বারা হয় না—সে কাজটা পাঁচ দিনে পাঁচ জনের দ্বারা সহজে হোয়ে যায়! কাজ হয়—কোন কাজই পড়ে থাকে না। তবে অসময়ে না হোয়ে সময়েতেই হয়। সেই সময়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

মা। সময় আর কবে হবে বাবা! হাঁটতে শিখে পর্য্যন্ত তোমার হাত ধোরে সহরের সর্ব্বত্র ঘুরেছি। যেখানে যত ঠাকুর আছে সব দেখে বেড়িয়েছি! কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম যেখানে যাঁর অধিষ্ঠান—এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু নিয়ে সেখানে তাঁর পায়ে ধোরে দিতে গেছি, এ পোড়া মন কোথাও ওঠেনি—কাকেও দেওয়া ঘটে নি। জাগ্রত দেবতা সব যেন আমায় দেখে ঘুমিয়ে পোড়তেন! হাসি মুখে যেতেম, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে আস্‌তেম। শেষে আমার মাকে এই খানে দেখ্‌লেম্—এই খানে পেলেম। আহা বাবা! এ রূপ তো কোথাও দেখিনি। মাতৃহীন সন্তান—ছুটে গিয়ে ঐ রাঙ্গা চরণে লুটিয়ে পোড়লেম! আমার জিনিস আমি চিনে নিলেম—কিন্তু মা তো আমায় কৈ চিন্‌লে না? আমায় জাগালে—নিজে তো জাগলে না।

বু। চেনা দাও মা! আরও ভাল ক'রে চেনা দাও! আরও ভাল হিসাবে জাগাও! মা মেয়ে কি কেউ কারুর পর হয়?

সা। পর কি আপনার আজ একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'র্ব। আজ গাছ ভোরে ফুটেছে দেখেছি—আঁচল পেতে এক রাশ সেই রাঙ্গা জবা তুলে এনে ঐ রাঙ্গা পায়ে সাজিয়ে দিয়ে দেখ্‌ব—মাকে মজাতে পারি কিনা!

(সাধনার গীত।)

রাঙ্গা চরণ দুটী চাইব মায়ের সাজাব জবায়।
রাঙ্গা টুকটুকে জবায়,
রাঙ্গা টুকটুকে দু-পায়,
সাজাব আর দেখ্‌ব ফিরে চায় কি না চায় মায়।
নয়ন কোণে চায় কি না চায় মায়॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

বু। আহা! সাধনা আমার মাতৃমায়ার ভিখারিণী! ভিখারিণীর দারুণ পিপাসা! শান্তিময়ী—এ দারুণ পিপাসার শান্তি ক'রবেন্। সংসারের কোলাহল ছেড়ে কবে ওকে কোলে ক'রে শান্তিপথের পথিক হব? ওতো আমার মেয়ে নয়, ও যে সব জ্ঞানের কথা বলে—ও আমার গর্ভধারিণী। ওর হাতে আমার মোক্ষ। দেখি—তা লাভ ক'ত্তে আর কত দিন কাটাতে হয়। মা জগদম্বে! সংসারে সুখ দিলি কই? বিপদের পর বিপদ—তার ওপর বিপদ—এই সইতে সইতেই তো এগিয়ে যাচ্চি! আরও কি বিপদ আছে—এনে দে মা! সইতে শিখেছি

সইব! যতবার সইব ততবার শিখ্‌ব—অথচ সম্পদে হয় তো পাছু ফিরে চাইব না—এই ভয় হয়।

(রোস্তমের প্রবেশ।)

রো। মড়ল মশায়! এ দিহি সব ঠিক হৈয়েছে! সাত গ্যারামের পেরজা জড় হৈয়েছে। গাংয়ে—ছিপেতে, লাতে, ছড়েতে, একশোখানা বোঝাই হৈয়েছে! চড়ন্দার সব ভর্ত্তি হ'তি লেগেছে! অ্যাহনে ক্যাবল আপনি আর আমার সাধনা মা ঠারুণ আলি পর—লা খুলি রওয়ানা হতি পারি। গণ হৈয়েছে!

বু। আমি তো খাড়া রয়েচি বাবা! আমার ঐ সাধনার ভাব্-নাই ভাবনা! ও এদেশ ছেড়ে, এই ঠাকুর ছেড়ে, কিছু-তেই যেতে চায় না। অথচ না গেলেও নয়। সাত্ গেরামের মোড়ল হ'য়ে, সাত ছেলের বাপ হ'য়ে, অন্না-ভাবে মরিই বা কি ক'রে? আর যারা আমার মুখপানে চেয়ে আছে তাদের মারিই বা কি ক'রে?

(জবাফুল অঞ্চলে সাধনা ও পশ্চাতে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

সিদ্ধি। জয় দুর্গে! জয় দুর্গে! জয় সর্ব্বস্বরূপে! জয় জয় চণ্ডী! মাতঃ চণ্ডি! করুণা কুরুমে! (প্রণাম) আহা মরি! এ মূর্ত্তি যে দেখেছি! কাল্ কালকেতুর দেব-মন্দিরে—মা তোর্ ঠিক্ এই মূর্ত্তি যে দেখেছি!

বুলা। সাধু পুরুষ! কোথায় দেখেছেন? কালকেতুর নূতন নগরে?

সিদ্ধি। হাঁ।

সা। হ্যাঁগা! সে মন্দিরে কি ঠিক্ এই রকমের মা দেখেছ?

সিদ্ধি। ঠিক্ এই মূর্ত্তি! তবে ইনি কিছু প্রভাহীন মলিন—

তাঁর প্রভায় মন্দির আলোকিত! আহা! তৃপ্তিময়ী তেজস্বিনী মূর্ত্তি!!!

সাধ। তবে বাবা! আর আমার সেখানে যেতে কোন বাধা নেই! আমি যে ভেবেছিলেম, আমি যে ব'লেছিলেম—মা আমার এখানে নেই—কোথাও গেছে—সে কথা ঠিক্—মা আমার এখানে নেই! এস এ জবায় আর এ প্রতিমার পা পূজ্‌ব না! প্রাণভরে পূজ্‌ব ব'লে তুলেছি। আমার মানস-প্রতিমা যেথায় গেছে সেথায় গিয়ে এই শত জবার অঞ্জলি দিয়ে পূজা করিগে চল। ইনি সাধু পুরুষ,—এঁর দৃষ্টি ভ্রমের নয়। আমার প্রাণ ব'ল্‌চে—মা আমার সেথায় গেছেন, প্রাণে প্রাণে আমায় ডাক্‌ছেন্! আমি আর থাক্‌তে পারি না যে! বাবা! আমায় নিয়ে চল।

বু। চল মা চল'! এ জন্মের মত এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাই চল। রাজা পিতা, বন্যার পর প্রজা বোলে তিনি যখন কোন সংবাদ নিলেন না, তখন হে মা কলিঙ্গ অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমার কোন অপরাধ নিও না! (প্রণাম) সাধু! আপনি এখানে থাক্‌বেন্ না যাবেন?

স। আমার থাকা যাওয়া আমার নয়! যার আমি, সেই নিয়ে যায়! যেথা ইচ্ছা নিয়ে যায়! মন হ'লেই হ'ল, দুই চক্ষু অমনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

সা। তা উনি কেন আমাদের সঙ্গে আসুন না। আমরা তো কালকেতুর রাজ্যেই যাচ্চি! সেখানে বেস মা দেখ্‌বেন—আমরা মা দেখ্‌ব! মা দেখ্‌তে মন্‌কে তো দৌড়ুতে আছে?

বু। সাধু! তাই আসুন!

সি। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(গুজরাট রাজসভা।)

(সিংহাসনে রাজবেশে কালকেতু-চতুর্দ্দিকে সভাসদ্ বেশে)
অন্যান্য ব্যাধগণ উপস্থিত।

(সকলের গীত)

সংসারে এ সং সাজা,
কাল ভিখারী আজ রাজা,
ঢং ধরা চাই, রং করা চাই, নাই ছুটি।
(যখন যেমন তখন তেমন)
ঢং ধরা চাই, রং করা চাই, নাই ছুটি॥
কেউ ট্যানা কেউ পোষাক পরা সং,
কান্না হাসি দুঃখ সুখের রং,
এই লোটে পায় চোক পালটে এই লুটি।
মুখ বুজে সই-ওল্‌টালে ফের মুখ ফুটি॥

বি-মা। (পার্শ্ব কক্ষদ্বারের যবনিকা ঠেলিয়া আসিয়া) ওগো! তোমরা যে গলা ছেড়ে গান লাগিয়ে দিয়েছ? একি বন? এযে রাজসভা! সইরাণী ব'ল্যে।

কা। তোমার সইরাণীকে বলগে—রাজসভা এখনও বসেনি!

[বিমলার মার প্রস্থান।

খেল্‌ছি ভাল ওঠন পড়ন খেল,
খাচ্চি ঠেলা-মাচ্চি ফিরে ঠেল ;
স'চ্চি কত-ক'চ্চি কত ভিরকুটি।
দিচ্চি কারেও-খাচ্চি কারুর কান্‌মুটি॥

সোমাই। (প্রবেশ করিতে করিতে) আরে কর কি? থাম' থাম'! একেবারে যে তোমারগে ষাঁড়ের চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছ?

কা। জগঠামশাই! এই থামলুম্‌! কিন্তু বাবা—তোমার এ রাজসভা সাঙ্গ হ'তে আর কত দেরি? এই ছাই ভস্ম গুলো গায়ে দিয়ে, এ জবড়জঙ্গ হ'য়ে যে আর থাক্‌তে পারি না! কি বল হে সভাসদ্‌গণ?

স-গণ। (সমস্বরে) হাঁ—হাঁ—গো মহারাজ! থাক্‌তে পারিনা গো মহারাজ!

সো-মা। ওরে বাবা একটু ক্ষেমা দে, সহর থেকে সব প্রজা লোক আস্‌চে, তোমারগে তাদের জন্যে খানিকক্ষণ সভ্য ভব্য হ'য়ে চেপে চুপে থাক্‌লেই বা? এ রাজ্যটাকে বসিয়ে দিতে দেনা! বেস রাজারাজড়ার মত ব'স—হাঁ অম্‌নি ক'রে! আহা হা! পা তুটো অমন ফাঁক ক'রে রেখ না! হ্যাঁ—বেস ঐ রকম বুকের ছাতি তুলে—ঘাড় সোজা ক'রে—তোমারগে তুই উরুতে তুই হাত দিয়ে—জমাট হ'য়ে বোস! তোমরা কি? ওরকম যে যার মতলব মত হ'য়ে ব'সলে চ'লবে না! এ বন বাদাড় নয়! ঠিক হ'য়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে মানুষের মত ব'স'।

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—সাঁই পণ্ডিসাঁই! মানুষের মত বসি।

সোমা। এ ব্যাটাদের এ আবার কি ঢং ?

কা। ওরা যে সভাসদ্! ওদের ঐ রকম ক'রে কথা কইতে হয়। পোদ্দার খুড়ো শিখিয়ে দিয়েছে!

সোমা। আর কথা কয় না! সব ঠিক হ'য়ে ব'স'! ঐ মোড়ল আস্‌চে! সাতশো আটশো ঘর প্রজা ওঁর তাঁবে। দেখ, ওঁকে যা ব'লতে কইতে হয় সব আমি কই'ব, 'তুমি মাঝে মাঝে কেবল এক একবার হুঁ দিয়ে যেও! আর কিছু বলবার দরকার হয়ত আমি শিখিয়ে দিলে ব'ল'।

কা। খুব বোল্‌ব ? ব'লে পালাতে পাল্যে বাঁচি!

(মুরারী পোদ্দারের প্রবেশ।)

মু। মোড়ল এয়েছে! হাজার দুহাজার প্রজা এনেছে! ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে আস্‌চে। ঐ যাঃ-সাঁই মশাই! তুমি মন্ত্রীর টুপিটা পরনি ?

সোমা। অ্যাঁ! তাইতো ? তোমারগে বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে।

(বুলান মণ্ডলের প্রবেশ।)

বুলা। (সিংহাসনতলে কিছু নজর রাখিয়া) নবীন মহারাজের জয় হোক! অধীনের নাম বুলান মণ্ডল, নিবাস কলিঙ্গ, হুজুরের দরবারে আশ্রয়প্রার্থী।

কা। (ঘাড় নাড়িয়া) হুঁ! হুঁ!

সোমা। (জনান্তিকে কালকেতুর প্রতি) গোড়ায় শুধু হু হুঁ ব'লে চ'লবে না! ওঁর আসাতে বেস সন্তুষ্ট হ'য়েছ এই কথা বল!

কা। বেস সন্তুষ্ট হ'য়েছি! (সোমাইর প্রতি) আর কিছু আছে না পালাব' ?

সোমা। (জনান্তিকে) আহা-হা! একটু থাম না। আচ্ছা মণ্ডলমশায় আপনার অভিপ্রায় কি বলুন?

বুলা। অভিপ্রায় মহারাজের রাজ্যে বাস করা! চণ্ডীর কৃপায় উনি নবরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, চণ্ডীর দরিদ্র তনয় আমরা, ওঁর অধীনে বাস ক'রে সেই ব্রহ্মময়ী মার নামের জয়পতাকা ওড়াব এই বাসনা।

কা। হুঁ! হুঁ!

সোমা। মণ্ডলমশাই বেস ব'লেছেন!

মুরা। বেস ব'লেছেন!

কা। (সোমাইর ইঙ্গিতে) বেস ব'লেছেন। কি বল হে সভাসদ্‌গণ? (সভাসদ্‌গণকে ইঙ্গিত।)

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—বেশ ব'লেছেন!

সোমা। ভাল, মণ্ডলমশাই! তোমরা তা হ'লে এসে বাস কর। শুনেছি বন্যায় তোমার গে তোমাদের সর্ব্বস্ব ভেসে গেছে। এই নগরে বাড়ি ঘর আছে বাস কর। এখনকার মত কিছু কিছু সম্বল স্বরূপ অর্থ নাও!

মুরা। (জনান্তিকে) আহা-হা! অর্থের কথাটা আগে কেন?

সোমা। (জনান্তিকে) ব'লে ফেলেছি আর কি হবে!

মুরা। (জনান্তিকে) হবে আর কি, আর এক কলসী ধন ভাঙ্গাতে হ'বে।

সোমা। তা হোক! (বুলানের প্রতি) দেখ, এক এক জন তোমারগে যত ইচ্ছা ভূমি চাষ কর, তিন সন বই রাজাকে কর দিও! র'য়ে ব'সে দিও! দেশে ডিহিদার থাকবে না! সোয়ামী—কি বাঁশগাড়ি—কি কোন বাবেবরাতে

টাকা কড়ি নেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণ সজ্জন নিষ্কর বাস ক'রবে। (জনান্তিকে কালকেতুর প্রতি) এইবার বল আমি সকলের সম্মান নেব—সকলকে সম্মান দেব।

কা। (জনান্তিকে) না, জ্যাঠা! সম্মান নিয়ে কাজ নেই দেওয়াই ভাল!

সোমা। ভাল, তাই বল!

কা। সম্মান দেব—সম্মান দেব! (সভাসদ্‌গণের প্রতি) কি বল হে সভাসদ্‌গণ?

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—মশাই, সম্মান দেবগো মশাই।

সোমা। ভাল জ্বালা, এরা করে কি? তা—তার পর মণ্ডল মশাই! এতে তুমি যদি সম্মত হও, তা হ'লে তুমিই প্রধান মণ্ডল স্থির হবে। তোমার দুই কাণে তোমার গে রাজদত্ত দুই সোণার কুণ্ডল পরান হবে। আর যেখানে যে রকমে যত প্রজা বসাতে হবে, সে সমস্তের তদ্‌বির তোমাকেই ক'রতে হবে।

বুলা। যে আজ্ঞা, আমি এতে স্বীকৃত। চণ্ডীর কৃপায় আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে, আমায় সাতটী পুত্র সন্তান, সাত-দিনে সতেরখানা গ্রাম তারা বসাতে পারে। সকল জাতের সঙ্গে তাদের সদ্‌ভাব।

কা। বাস্ জ্যাঠা! এইবার ভাগি। কি বল হে সভাসদ্‌গণ?

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো—আমরাও ভাগি।

সোমা। আহাহা! আর একটু থামনা!

কা। এদিকে যে সর্দ্দিগর্ম্মি হ'ল। আমরা ব্যাধ মানুষ, আমা-দের কি অভ্যাস আছে? কি বল হে সভাসদগণ?

স-গণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—গো! কি অভ্যাস আছে?

(কাঁচকলার কাঁদি হস্তে ধূমকেতু ও পশ্চাতে দেওয়ানজী বেশে
(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ।)

ভাঁ। (সিংহাসন তলে কাঁদি রাখিয়া) মহারাজ! (দেখিয়া) একি? কালু খুড়ো না? ও খুড়ো! তুমি রাজা হ'য়েছ বাবা? আমায় চিন্‌তে পার কি? সেই যে আমি তোমার ঠেঙে গণ্ডারের কোশাকুশী, বাঘের নখ, ভাল্লুকের রোঁয়া, সিঙ্গির সেই—সেই যে—আরবছরে ষষ্টিবাঁটার দিন জামাই ব্যাটাদের জন্যে আদখানা হরিণ—এই যে পোদ্দার পিসেও যে? তবে তো সব আপনা আপনি দেখ্‌তে পাচ্চি! ইনি? এঁকে কি চিনি না?

মু। না চিন্‌বেন না! ইনি এঁর পুরোহিত—মন্ত্রী—যাই বলো!

ভাঁ। ব্রাহ্মণ? উনি তো পিতার তত্তুল্য! প্রাতঃপ্রণাম মহাশয়! দাসকে কিঞ্চিৎ পদধূলি দিন্—(পদধূলি মস্তকে ও বক্ষে দিয়া) আঃ! আঃ! পবিত্র হ'লেম! কি জানেন্ ধর্ম্মাবতার—আমরা জাত্‌কাট্—চাষাভুষো নই—ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে—উট্ না নিয়ে ছাড়া—আমাদের কুল-কুষ্ঠিতে লেখে না।

সো। সাধু! সাধু! আপনি কায়স্থ বুঝি?

ভাঁ। শুধু কায়স্থ? কায়স্থের রাজা ঠাকুর! নিজে খাজা মৌলিক, আমলহাড়ার দত্ত। ঘোষ বোসের দুই মেয়ে ক'রেছি বিয়ে—নিজের মেয়ে দিয়েছি মিত্তিরকে। গঙ্গার দুধারি যে যেথা কায়স্থ আছে—আমার ঘরে সকলকেই পাত পাড়্‌তে হয়। সেরা মুখ্যিরও স্বহস্তে

পাক হবার যো নেই। বহু পরিবার নিয়ে ঘর করি ঠাকুর! এই দেখ না (অঙ্গুলিতে গণনা) দুটী পরিবার, তিনটী শালা, বড় পক্ষের দুটী, আর ছোট পক্ষের একটী, এক পক্ষের একটী শাশুড়ী,—তা ছাড়া দেখুন গে, রাঁড় ভগিনীটি আছেন—চার রকমের ছেলে চারটি আছেন—আটটী মেয়ে আছেন—তার ছটী পার ক'রেছি, সুতরাং ছটী জামাইও আছেন,—তাঁদের কারুর কারুর নেণ্ডী-গেণ্ডীও আছেন, তার পর দুটী গাই আছেন, দুটি বলদ আছেন, দুটী বলদে আছেন,—ছোট গিন্নি গো-দুধ খান না, তাই দুটী পাঁটীও পালা আছেন। তা ছাড়া আউতি যাউতি, কুটুম কুটুম্বিতে তো আছেই—এই বহু গুষ্টী নিয়ে তোমার কাছে এসে প'ড়েছি খুড়ো!

কাল। হুঁ হুঁ।

সোমা। বহু গুষ্টী বই কি?

মুরা। বাবা! বহু গুষ্টী নয়? যেন রাক্ষুসে রাবণের পুরী! এতো গুষ্টী পুষ্‌তে হ'লে আমি তো বাবা গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

ভাঁ। তা খুড়ো! তুমি রাজরাজেশ্বর হও বাবা! আমার ভার তোমাকে নিতে হবে। বন্যের সর্ব্বস্ব গেছে, বাড়িঘর থেকে—ঢেঁকিকুলো থেকে—কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি টাকা কড়ি পর্য্যন্ত সমস্ত তোমায় নতুন কোরে দিতে হবে।

কাল। হুঁ হুঁ।

সো। এতো আমরা আপনাকে তোমারগে দেবই।

ভাঁ। আর তা ছাড়া দেওয়ানীটি মুড়ুলীটি, এদুটী আমার চাই। হাজার ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ নিয়ে সহর ভেঙ্গে আমি আন্‌বো!

মু। তুমি আন্‌বে কি বাবা? এই মণ্ডল মশাই হাজার ঘর প্রজা এনে হাজির ক'রেছে! মুড়ুলিটী আপনি আস্‌বার কিছু আগে ওঁকেই দেওয়া হ'য়েছে, বিশেষ উনি একজন ও সহরের পুরোণ মোড়ল!

ভাঁ। কে? কে? কলিঙ্গের পুরোণো মোড়ল তো এখানে কাওকে দেখিনা!

বু। সেকি ভাঁড়ু দত্ত মশাই! বুলান্ বেচারাকি নজরে পেড়্‌চেনা? ও রাজার কাছে মুড়ুলীর লড়াইটে নিজেও গায়ের জোরে ভুলেছ', আমায়ও ভুল্‌তে বল নাকি? ছমাস যে মুখ দেখান ভার হোয়েছেল' মনে নেই বুঝি?

ভাঁ। যাও! যাও! তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্চিনা! ও হুজুর! এই তোমাদের পুরোণ' মোড়ল? ওতো চাষাভুষোর মোড়ল পাড়াগেঁয়ে মোড়ল, কায়স্থ ব্রাহ্মণ নিয়ে সহরে মুড়ুলী সে বড় শক্ত ছাতির কথা!

বু। দত্তজা! গরিব সাতপুরুষে মোড়ল, গাঁয়ে মানে জান তো? সহরই বল, গাঁ বল, সেথা মানে না—হেথা অথচ আপ্‌নি মোড়ল হ'তে আসিনি!

কাল। জ্যাটা! আর পারি না বাবা পালাই! কি বলহে সভাসদ্‌গণ? (উথানোদ্‌যোগ)

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো মহারাজ! আমারাও তাই! (উথানোদ্‌যোগ)

সো। (বসাইয়া) উঠো না! উঠো না! আর একটু থাক। এই হুকুমটো দিয়ে যাও! বল মুড়ুলী এঁর দেওয়ানী ওঁর।

মু। আর আমারটা অমনি!

সো। তোমার তো পোদ্দারি আছেই! (কালকেতুর প্রতি) বল!

কাল। তাই তাই তাই! এখন ছেড়ে দাও পালাই! এযে বাড়ছেই বালাই!

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো মশাই সাঁই—আমারাও ভেগে যাই!

(বিমলার মাতার যবনিকাভ্যন্তর হইতে বেগে প্রবেশ।

বি-মা। ওগো! এখন যেন সভা ভাঙ্গে না! সইরাণী বোল্যে পুরের ছেলে মেয়েরা একটা মঙ্গল গান গেয়ে তবে সভা ভাঙ্গ্‌বে।

কাল। ওরে বাপরে বাপ! আবার গান? আমি কিছুতে আর থাক্‌বো না (উত্থান)

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো রাজা! আমরাও না (উত্থান ও গোলযোগ)

সো। আহাহা,আর একটু থাক্‌লে ভাল হ'ত। সব মিটে যেতো!

বি-মা। ওগো থাক না! একটু থাক না! সইরাণী যে বল্‌ছে গো!

ভাঁ। আজ্ঞা হাঁ আমারও বিষয়টা বিবেচনা ক'রে দিন। শুধু দেওয়ানীতে পোষায় না!

মু। তা বই কি শুধু পোদ্দারিতে আমারও মন উঠচে না।

সো। আহাহা! থামো—থামো—থামো—একটু থাক!

কাল। আর থাকি? পাখী পিঁজরে খোলা ফুড়ুক ক'রে উড়ে যাই!

স-গণ। হ্যাঁ হ্যাঁ গো! ফুড়ুক করে উড়ে যাই!

সোমা। আহাহা থাম' থাম' থাম' একটু থাক'।

(কালকেতু ও সভাসদ্‌গণের পলায়ন।

বি-মা। ওগো থাক না! একটু থাক না! সইরাণী যে বলচে গো! গান হবে যে গো—

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—০০—

গুজরাট চণ্ডীর মন্দির পশ্চাৎ ভাগস্থ উপবন।

সাধনা ও অষ্ট কুমারীর নৃত্য ও গীত।

আমরা শুধু ভাল বাস্‌তে এসেছি।
নেব বোলে আসিনি প্রাণ দিতে এনেছি॥
ভালবাসা ফুটে-ওঠা-ফুল,
বাসে করে গো আকুল,
ঢেলেদেয় মধুবাস শুধু নেয়নাতো মূল—
প্রেমে বেচা-কেনা লেনা-দেনা তাই ভুলেছি।
শুধু ভালবাসা ভাল ব'লে ভাল বেসেছি॥

সাধ। এমনি ক'রে মন্দিরের সুমুখে, পিছনে, চারিদিকেই ভাল বেসে বেসে বেড়াব! ভালবাসা সেধে সেধে বেড়াব, ভালবাসা ভিক্ষে ক'রে বেড়াব। কেমন লো তোরা সব পারবিত?

১ম-কু। হ্যাঁ ভাই! খুব পারবো! এযে ঠাকুরের ভালবাসা, আমাদের মা, বাবা, ভেয়েরা সব্বাই এ ভাল বাসা বাস্‌তে

আস্‌তে দেয়। হ্যাঁ ভাই! এ ভালবাসা পূজো করা? না?

সাধ। চোক্‌বুজে বিড়্ বিড়্ ক'রে শাঁক ঘণ্টা নেড়ে এ পূজো নয়—ক'রতে হয় কল্লুম, তারপর ভুলে গেলুম। আমাদের ছোট্ট খাট্ট প্রাণ ব'লে যে জিনিষটুকু আছে, এ পূজোয় তারি একটু দরকার। ভাল বাস্‌তে হ'লেই—যে ভাল বাসা সত্যি ভালবাসা—বাবা বলেন যে ভালবাসা মায়ে পোয়ে, বাপে বেটায়, ভেয়ে ব'নে, সোয়ামী স্ত্রীতে স্বপ্ন ডোরে বেঁধে রাখে, সেই ভালবাসা বাস্‌তে হ'লে—প্রাণের তেষ্টা বাড়ান চাই। আমার মাকে যে সত্যি ভাল বাস্‌লে সব ভুলে আর কাউকে না ভাল বেসে—মায়া, মমতা, ভক্তি, ভালবাসার মালা গেঁথে, আমার মার গলায় যে পরাতে পাল্লে, সেত ত'রে গেল। ভালবাসা ফিরিয়ে না নিতে চেয়ে ভাল বাস্‌তে চাইলে, পথের পথিক ফিরে চায়, মাকি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে পার্‌বেন? তোদের বল্‌ছি শোন্—ঐ মরা মাকে জিয়ন্ত ক'র্‌বো, ঐ পাষাণীর মুখে মানবী মায়ের মুখ ভরা হাঁসি দেখ্‌বো।

সাধনার গীত।

আমি আপন ভেবে ভালবাসি মায়।
মহামায়ায়-মমতায়,
না দেখে না থাক্‌তে পারি
(দুটী) চক্ষু খুঁজে চায়॥

মুখ দেখে মার মনে পড়ে মা,
মুখে ফোটে নাকো রা,
চোখের বাঁধন ঠেলে জলে বুক ভাসায়ে যায়।
শেষে কান্নায় জানাই মাগো কোলে নে আমায়॥

(ধূমকেতুর গলা ধরিয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

সিদ্ধি। এই সন্ধ্যা বেলা পাঁচিল টোপ্‌কে পোড়ে পাঁচ বেটাতে কি কুমত্‌লবে এসেছিলি বল্‌?

ধূম। আজ্ঞে সন্ন্যাসী ঠাকুর! আমি তো আসিনি? আমি খোঁড়া মানুষ, মুলো মানুষ—আমি কি পাঁচিল টপ্‌কাতে পারি?

সিদ্ধি। তবে এলি কি কোরে?

ধূম। আমি তো আসিনি—মাইরি আসিনি—আমায় যে তারা ধরাধরি ক'রে পাঁচিলের ওপর দে নাবিয়ে দে গেল!

সিদ্ধি। ফের মিছে কথা? এখনি ঐ নদীর জলে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবো জানিস!

ধূম। আজ্ঞে না সন্ন্যাসী মোশায়! আমি সাঁতার জানি না—মায়ের এক ছেলে—টুপ্‌ কোরে ডুবে যাব আর উঠ্‌তে পার্‌ব না!

সিদ্ধি। হয় বল্‌—না হয় এই দিলুম ফেলে!

সাধ। ওকে অমন কোচ্চো কেন? ওও তো মার ছেলে! ওকে অমন কোল্লে মা যে মনে ব্যথা পাবে ভাই!

সিদ্ধি। তবে ও বলুক ও কে? অমন লুকিয়ে চোরের মত কেন এসেছিলি?

ধুম। তা বোল্‌ছি, তা বোল্‌ছি! আমি দত্তজায়—না, না, দত্তজা আমার——

(কালকেতুর প্রবেশ)

সিদ্ধিনাথ কর্ত্তৃক ধুমকেতুর হস্ত মোচন ও সাধনার ইঙ্গিতে ধুমকেতুর পলায়ন।

কাল। ও বাবাজী! তুমি এই যে হেথা? মার আরতির সময় হয়েছে শিগ্‌গির এস! তোমরাও—

সিদ্ধি। চলুন, আমি যাচ্চি।

(কালকেতুর প্রস্থান।)

সিদ্ধি। ঐ যাঃ—খোঁড়া ছোঁড়াটা পালিয়েছে?

সাধন। হাঁ' আমি তাকে পালাতে বল্লুম। আহা সে ব'ল্লে তার মা আছে! যার মা আছে, হ্যাঁ ভাই সিদ্ধিনাথ, তাকে কি কেউ মাত্তে পারে? মার মায়া অক্ষয় কবজ হোয়ে না তাকে রক্ষা করে?

সিদ্ধি। সাধনা! এ পৃথিবীতে খুই শিখে এয়েছ! কু-তো শেখনি মার ছেলে মেয়ে সবাই ভাল, এ ভ্রম তোমার আছে, আমার তো নাই! কাল-সাদা, ভাল-মন্দ, মিষ্টি-টক্ এই নিয়েই জগৎসংসার! পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরেছি, যেখানে গেছি, সেইখানেই এই দুয়ের অস্তিত্ব! মন্দের জ্বালায়, মন্দ দেখতে পারি না,—মন্দ সইতে পারিনা বোলে পৃথিবী ত্যাগ কর্ত্তে চেয়েছিলেম! শেষে শুনলেম আমার মায়ের নূতন রাজা নূতন রাজ্য হোয়েছে! ছুটে এলেম্! এসে দেখ্‌লেম ব্রহ্মময়ী মা আমার বিরাজিত; ভাব্‌লেম্ মায়ের এ নূতন রাজ্যে পুণ্য থাক্‌বে, পাপ যাবে, ধর্ম্ম রবে, অধর্ম্ম পালাবে!

পরম ভক্তের হাতে মহামায়া আমার রাজ্য সঁপেছেন, তাঁর রাজ্যে আমি এতোটুকু মন্দ থাক্‌তে দেব না! কাল-ভৈরব আমার সহায়, পাপের গন্ধ যার গায়ে থাক্‌বে, তাকে ঐ বড় নদীর পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব!

সাধ। তুমি বড় রাগী ভাই! পেটের ছেলে পাপী তাপী হয়ে মার পায়ে ধোরে কাঁদলে তিনি তো স্থান দেন।

সিদ্ধি। আহা সাধনা! সে অনুতাপের কান্না এ পৃথিবী ভুলে গেছে। জ্ঞানপাপী প্রেতের প্রতিমূর্ত্তি, পাপ কোত্তে তাদের দেহের একটী শিরাও কম্পিত হয় না। পাপ কোরে এক বারের তরেও তাদের প্রাণ কাঁদে না। পবিত্রোজ্জল জীবাত্মাকে তারা নির্ব্বাণোন্মুখ কোরে রাখে। অথচ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে হাসে খেলে! হাস্‌তে হাস্‌তে খেল্‌তে খেল্‌তে আপনার জনকে পর ভেবে, সেই পরের সর্ব্বনাশ কোরে বসে। সাধনা, তুমি জাননা—তাদের জন্য এ জগৎ সৃষ্ট হয় নি। মহাশক্তি, মা জননী সেই সব দুর্জ্জন-দলনীরূপে এ জীব-জগতে আবির্ভূত হোয়েছেন। জ্ঞানপাপী কুষ্ঠরোগী—তাকে স্পর্শ কোল্লেও পাপ আছে।

নেপথ্যে মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি।

সাধ। ঐ চল আরতি আরম্ভ হ'ল! আয় ভাই তোরাও সকলে আয়।

সকলের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

গীত।

মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে স্বপন দেখি সব।
স্বপ্নে জনম স্বপ্নে মরণ শুনি স্বপ্নে মাভৈঃ রব ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—oo—

গুজরাট্—ভাঁড়ুর বাটী।

দুঃশীলা ও ভাঁড়ুর প্রবেশ।

দুঃ। তা হবে না! মাসে মাসে লক্ষি টাকা জমান না হোলে আমার মন উঠ্বে না! মন না উঠ্লে জানো তো? তাই ক'র্বো! কর্‌ক'রে লক্ষি টাকা ক'রে আমার হাতে এনে দেবে, আমি ঝনাত্ ক'রে অম্‌নি মায়ের পায়ের কাছে ঢেলে দেবো; মা অম্‌নি গণ্ডা গণ্ডা ক'রে ভাগ ক'রে তুলে রেখে দেবে। মা আগে গুণ্‌তে জান্‌তো না, এখন্ কেমন টাকা গুণ্‌তে শিখেছে দেখেছো তো?

ভাঁ। তা হবে! তা হবে! নানা রকমে টাকা ঘরে আস্‌ছে ঠিক্ গুনে গেঁথে রাখ্‌তে পাল্লেই হবে। বেদের ছেলের রাজ্যি করা আর খোঁড়া ভাঙ্গড়োর পাহাড় ডিঙ্গানো দুই সমান, এও পারে না ওও পারে না! নিয়েচি! সব শালার গালে চড় মেরে সব ক্ষমতা হাতে ক'রে নিয়েচি। জানো তো রাজ্য এখন আমার হুকুমেই চল্‌চে! আমি মারি

ধরি, কাটি, লোকের উড়িয়ে পুড়িয়ে দিই, ঘর জ্বালিয়ে দিই আর যা ইচ্ছে তাই সর্ব্বনাশ করি, কারো সাধ্যি নেই যে এককথা বলে। কেবল ডরাই ঐ মোড়ল ব্যাটাকে! ব্যাটা বাগে পেলেই বড় কুট্ কুট্ ক'রে কামড় দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে আর আমার পাকা মতলব সব ফাঁকা ক'রে দেয়। ঐ বুড়ো ভুঁড়ো বেটাকে দেশ ছাড়া ক'ত্তে পাল্লে তবে আমার স্বোয়াস্তি হয়। গায়ে ফুঁ দিয়ে ব'সে ব'সে ভাণ্ডার লুটী, কোন ব্যাটাকে চোকে কানে দেখ্‌তে দিইনা।

দুঃ। তা তোমার এতো ক্ষমতা তুমি কেন ওকে তাড়িয়ে দাওনা?

ভা। তাড়াতে পাত্তুম কিনা দেখ্‌তুম—কি বোল্‌বো—গোদা ভাই শালাই আমার মাথা খেয়েছে! ওই গিয়ে সেই আস্‌বার দিন চাষা বেটাকে খবর দিয়ে আমার আগে এনে পৌঁছে দেছ্‌লো! তা না হ'লে ওর মোড়লী পাওয়া ঘোরাতুম্। আর তাড়াতে পাত্তুম কি না দেখ্‌তুম।

দুঃ। ওই গোদাই তো যত নষ্টের মূল, বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেছো, যে যার সব আলাদা হ'য়ে আছে, ওর কি দরকার যে বোড়্‌কীকে সঙ্গে ক'রে এনে আমার বাড়ীতে ঢোকে? বোকেছি গাল্ দিইছি ঝেঁটা দেখিয়েছি কিছুতে কিছু না? মাগী অম্‌নি খেঁকী কুকুরের মত খেঁক্ খেঁক্ ক'রে আসে আর গোদা পোড়ার মুখোর গালে হাঁসি ধরে না।

ভাঁ। আরে ওটা বেহায়া—বেহায়া! ওতো আমার ভাই নয়, ও আমার শালা—

(শিবার সহিত দুর্ম্মুখার প্রবেশ।)

শিবা। কি দাদা! ভাই শালা? তা বেশ! এখন এ মাগ শালীর কি ক'রবে বল দেখি? ওকি এর দোর তার দোর ক'রে বেড়াবে, আর তুমি ছুক্‌রী মাগ নিয়ে দেওয়ানী ক'রবে?

দুঃ। আবার আমায় নিয়ে টানাটানি? উনি বলুন আর না বলুন, আমি তবে বলি—বুড়ো বয়সে ভাতার নিলেনা, যাদের দরদ্ বেশী তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ুক না; যাদের বিয়িয়েছে তারা নিয়ে গিয়ে খাওয়াক্ না?

দুর্ম্মু। শিবু ঠাকুর পো! তুই হেথা কোন কথা কইতে বারণ ক'রেছিলি, কিন্তু আমি তো আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে! ওরে বেটী বুড়ো সোহাগী! ও বুড়োকে তুই পেটে—না তোর মা পেটে—

শিবা। বউ! একটু থামোনা! তোমার খোরাকী আমি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বার ক'রে নেব! উনি যাবেন কোথা? সহজে না হয়, এ গোদা শিবা ওগোরওলাদেরও চেনে, যেখান দে টাকা বেরোয়্ সেখানেও গতায়াত আছে।

ভাঁ। আমি যদি এক পয়সা না দিই তুই কি করবি?

শিবা। কি আর ক'র্‌বো? তোমায় প্রতি পায়ে হোঁচোট্ খাওয়াব। সোজা পথে তো চলোনা, তুমি যে বাঁকা পথ ধোর্‌বে সেই বাঁকা পথ গিয়ে আগ্‌লাবো, তোমায় উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে স্বোয়াস্তী পেতে দেবনা।

দুর্ম্মু। শুধু তাই, হতভাগা মিনষের রাজার কাছে যাব, রাণীর কাছে যাব, মন্ত্রীর কাছে যাব, সেনাপতির কাছে যাব সব্বারই কাছে যাবো, গিয়ে ওকে তোর ছ্যাঁচোড়্—

জোচ্চোর—দাগাবাজ—জালিয়াত ব'লে পোরচে পাড়বো, আর বোল্‌বো দেওয়ান হ'য়ে পর্য্যন্ত মাগ ছেলেকে খেতে দেয় না, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর একটা ছুলের মেয়েকে বার ক'রে এনে তাকে সপরিবারে পুষ্‌ছে, কেমন? কেমন রে অনামুখো, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে? এই হ'লে তোর মুখের মত হবে? আসল মাগকে অন্ন দিবি, নকল মাগের ভেড়া হওয়া এড়াবি? কেমন?

ভাঁ। রাজবাড়ীতে গেলে দরোয়ানে দূর ক'রে দেবে।

দুঃ। আমরাও এই বাড়ীতে কাল অবধি দরোয়ান বসাবো।

শিবা। কেন? লেংড়া ভেয়ে আঁটেনা, এবারে কি দরোয়ান পাহারা চাই?

(ধূমকেতুর প্রবেশ।)

ধূম। বোনাই বাবু! রাজবাড়ী থেকে সাঁই পণ্ডিত এয়েছেন।

ভাঁ। অ্যাঁ, কেন? এত রাত্রে? কৈ চ দিকি দেখি।

[ধূমকেতুর সহিত ভাঁড়ুর প্রস্থান।

দুঃ। ওগো! এরা এখানে থাক্‌বে নাকি?

দুর্ম্মু। থাক্‌বো না তো কি র‍্যা ছুঁড়ী ডাইনি, থাক্‌বো না? শুধু থাক্‌বো? ছেলে মেয়ে ডেরিডাবরি সব নিয়ে এসে জেঁকে ব'স্‌বো, তোকে আর তোর মাকে আর তোর একঠেঙ্গে ভাইকে কোণঠাসা ক'রবো, তবে ছাড়বো। হাততোলা দুটী দুটী খেতে দেবো, ছেলে মেয়ের অকল্যাণ করবোনা, কিন্তু তাও ধানে ভাতে।

তুঃ। তাইতো? বুড়ো প্রাণে আর কত? এই দিচ্চি ঝিকে ডেকে, ঘরের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে, নাচদোর পার ক'রে দেবে এখন।

[বেগে প্রস্থান।

শিবা। বউ, বড় বেগতিক; ওকে না তাড়িয়ে বড় ভাল কাঁদ্‌তে পাচ্ছো না।

দুর্ম্মু। কেন? খুব গলা ছেড়ে কেঁদে, সাতবাড়ীর লোক এক বাড়ীতে জড় ক'রে, পোড়া মিন্‌সের গলায় কাপড় দে টান্‌লে হবেনা?

শিবা। উঁ হুঁ বউ! তাতে কোন কাজ হবে না।

দুর্ম্মু। তবে এই সময় ঐ সাঁই পণ্ডিত এয়েছে, ওর সমুখে মড়াকে খুব সট্টে পট্টে ধরিগে?

শিবা। যাবে যাও! কিন্তু হাউ হাউ ক'রে যেন কতকগুলো বোকোনা! ঐ বকাই তোমার কু—

[দুর্ম্মুখার প্রস্থান।

ধুমো শালা এলো আর গেল নাকি? শালাকে লোভে ফেলে আসল কাজটা করাতে পাল্লে যে বাঁচি। এই যে ভেড়ো যায়নি।

(ধূমকেতুর প্রবেশ।)

ধূম। ছি বাবা ছি! এমন সময়ও বোবে গিয়েছিলে, গিয়ে মারের চোটে হাড় ভেঙ্গে আস্‌তে হ'ল, পাঁকে বড়বড়িয়ে পাও বোসে গেল, পদ্মফুলও তোলা হ'লো না।

শিবা। তুই যে ভাই নিজের কাজ আগে বাজাতে গেলি, কাজেই ঠ'কে এলি! আমি ব'ল্লেম মুরারী এতো ক'বে ধ'রেছে, তার এটা ক'রে দে, আমিও তোর ওটা ক'রে দিই। সাধনাকে পাইয়ে দিই!

ধূম। সে তো করাই আছে হে! এই আজ সকালে—দিদি আপনাআপনি বোল্‌ছিলো—মুরারী যদি একলাক টাকা দেয়, তা হ'লে—

শিবা। সে তাই দেবে! তা হ'লে ঠিক কর্, তোরও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

দুর্ম্মু। (নেপথ্যে।) ওরে, হতভাগা মিন্‌সে আমায় লাথি মেরে চোলে গেল রে, ওরে আমায় ফেলে দিয়ে গেল রে, ওরে আমায় মেরে ফেলে গেল রে!

শিবা। অই! চ'—চ' দেখি চ'—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটী—ফুল্লরার উপকক্ষ।

(পত্নীর কেশাকর্ষণ করিয়া মুরারী পোদ্দারের প্রবেশ।)

মু-প। ওরে ছাড়্ ছাড়্! ছাড়্, মিন্‌সে ছাড়্।

মুরা। বল্ ভাগ দিবি কি না? আপনার বেলা আঁটিসুটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি। আমার রোজকারের ভাগ

নেবার জন্যে হাঁ ক'রে ব'সে থাকবি, আর তোর রোজ-কারের বেলা বুঝি আমায় কলা দেখাবি ঠাউরেছিস্? বল্ ভাগ দিবি, তবে তোর চুল ছাড়বো।

মু-প। তুই গোছা গোছা ক'রে চুল ছিঁড়ে আমায় নেড়া ক'রে ফেল্লেও দেব না।

মুরা। তবে তোকেও আমি ব'লতে দেবনা! আমার কাছে খবর নিয়ে তবে তো তুই বলতে এয়েছিস্? আমার খবর দেবার দাম না দিলে কিছুতেই ব'লতে দেবনা, এই চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তার পর আমি এসে, বউ রাণীমাকে ব'লে, তোর পাওনা গণ্ডা নিয়ে নেব, তখন ফ্যা ফ্যা ক'রে মরবি।

মু-প। (হঠাৎ হাত হইতে চুল ছাড়াইয়া) ওগো রাণী বৌমা গো, রক্ষা করগো।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

মুরা। (স্বগতঃ) এহেহে, বড্ড ফস্কে গেছে, শালীর গায়ে জোরই কি কম। যাক্, আমিও বাবা ওৎ ক'রে রই-লেম, টাকা নিয়ে ফিরেছে কি ধ'রেছি চুলের গোছা। ঐ বই আর কিছুতেই শালীকে কাবু করতে পারি না, এবার আচ্ছা ক'রে বাগিয়ে ধ'রব, যাতে পিছলে না পালাতে পারে। ধ'রে—কেড়ে নিয়ে—দে দৌড়। ঐ যে বৌরাণীমাকে সঙ্গে ক'রে এদিকে আসছে। কি বলছে না? ঐ যে শালী হাত পেতে কি নিলে, ঐ যে তাড়াতাড়ি পেট্‌কোঁচড়ে বেঁধে রাখলে।

ফুল্লরা ও মুরারী পত্নীর প্রবেশ।

মু-প। এই মিন্‌সেকে জিজ্ঞেস কর বৌমা! এই মিন্‌সেকে জিজ্ঞেস কর।

মু। হাঁ মা বৌরাণী! আমার মাগী যা ব'লচে সব্ ঠিক্! আমিই তো গিয়ে খবর আন্‌লুম্—মেয়েটা হ'চ্চে মোড়লের, তা কেউ বলে পেটের মেয়ে—কেউ বলে পালিত মেয়ে। আর ঐ যে আর আটটা ছুঁড়ি জুটেছে ও কটাই. বামুণের মেয়ে।

ফু। কে জানে খুড়ো মশাই! কি যে হ'চ্চে আমিতো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না! আমি এতো সাধ ক'রে সোণার সংসার সাজালুম, আমার সকল যে বৃথা হয়! যাঁর জন্যে এতো, সেই যদি এ সব ফিরে চেয়ে না দেখ্‌লে, তবে আর কি নিয়ে, কাকে নিয়ে, রাজ্যিপাট করি।

মু-প। তা বৈ কি মা! শুধু পাটরাণী হ'য়ে পাটের শাড়ী প'রে বেড়ালেই তো রাণীগিরি হ'ল না? রাজার রাণী রাজা বিনে যে কাঙ্গালিনীর চেয়েও অধম!

মুপ। তা হাঁা বৌ রাণী মা! রাজা তো মাঝে মাঝে ঠাকুব বাড়ী ছেড়ে আসেন, তখন তুমি দুকথা বেস গুছিয়ে ব'ল্‌তে পার না?

ফু। আসেন বটে খুড়িমা! কিন্তু সে কেবল নেম্ রক্ষে করা। একে তো হপ্তার ভেতর যে দিন খুসি সেই দিন আসেন্—তাও সঙ্গে নিয়ে আসেন একদল নাগা সন্ন্যাসী! দণ্ড খানেক্ গিয়ে সিংহাসনে ব'সে কাচারি করেন; তারপব আমার সঙ্গে দেখা হোক্ ভাল, না হোক্ ভাল, হেঁড়ে

গলায় চীৎকার ক'রে মার নাম ক'ত্তে ক'ত্তে আবার সেই ঠাকুর বাড়ীতে ফিরে যান্! তাই বলি, যদি মা'কে নিয়েই তুমি চব্বিশ ঘণ্টা থাক্‌বে, তবে এ সব কেন? আমাকে এ জব্দ করবার দরকার কি? আর এমন ক'রে দ'গ্ধে মারাই বা কেন?

মু-প। সেকি বৌমা! যে দিন আসেন্—সে দিন রেতে থাকেন না?

ফু। রেতে থাকা মা সেই কুঁড়ে থেকেই ঘুচেছে! সে কথা আর বল কেন? আমি যাই মেয়ে—তাই মুখ্ বুজে স'য়ে থাকি! অন্য হ'লে ঐ দুঃখে দড়ী কল্‌সী নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ম'ত্তো।

মু-প। আহা! তাইতো গা! তা তোম্‌রা সব কাছে থাক কিছু ব'ল্‌তে পার না?

ফু। আরে মাগী কাছে থাকি কতক্ষণ? থাক্‌তে পাই কত ক্ষণ? হপ্তার মধ্যে দণ্ড খানেক বইতো নয়! তা তাও কি তাকে একা পাই? পাঁচ জনের পাঁচ কথাতেই কাবার। হুপ্ ক'রে আসেন, হুপ্ ক'রে জান্!

মুপ। তা বৌমা! এর এখন উপায় কি?

ফু। আম্‌রা মেয়ে মানুষ—আমরা আর উপায় ক'র্‌বো কি মা? আমরা দুঃখ হ'লে কাঁদ্‌তে জানি, সুখ হ'লে হাস্‌তে জানি! কিন্তু কি ক'রে যে কি হয়, তাতো কিছু বুঝতে পারি না। সেই জন্যেই বিধাতা মেয়ে মানুষের পুরুষ বই আর গতি রাখেন নি! তা আমার পুরুষ তো আর আপ্‌নার হ'লনা—কাজেই আমাকে কেঁদে বেড়াতে হ'চ্চে!

মুপ। তা-মা! শুধু কেঁদে কেটে আর কদ্দিন্ কাটবে? যে রকমে হোক্ ওঁকে সংসারী করাই এখন তোমার কাজ। লোকে পূজাআশ্রাও করে সংসার ধর্ম্মও দেখে! উনিও যাতে তাই করেন্—তারি একটা পরামর্শ কর মা তারি. একটা পরামর্শ কর!

খু। হ্যাঁমা! সেই জন্যেই জ্যাটামশায়কে দিয়ে দেওয়ানজিকে ডাক্তে পাঠিয়েছি! খুড়োমশায়ও এখানে আছেন,—কজনে পরামর্শ ক'রে—আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার কোত্তে পারেন ভালই, নইলে এই রাজ্যিপাট্ সোণাদানা সব ফেলে আমিও বিবাগী হ'য়ে চ'লে যাব।

(সোনাই ও ভাঁড়ুর প্রবেশ।)

ভাঁ। খুড়িমা! সাঁইমশাইর কাছে তো সকলই শুন্লেম্ এর ভেতরের আদৎ কথাটা কেউ বুঝেছেন্? আমরা সেই ছেলেবেলা থেকে সহুরে রাজ্সভায় ঘুরে ঘুরে পায়ের গোড়ালী খোইয়ে ফেলেছি! কোন একটা কার্য্য হ'তে লাগ্লে তার একটা কারণ বার করা বরাবরই আমাদের অভ্যেস,—এর ভেতরেও একটু সূক্ষ্ম কারণ আছে মা জননী!

সো। আমারও যেন তাই বোধ হয়! তা না হ'লে-তোমারগে এত্তোটা হবে কেন?

খু। আমার পোড়া কপালে কারণের অভাব নেই! এই শোনোনা খুড়ির ঠেঁয়ে।

সো। কি গা? বলতো?

মুপ। ওকি জান সাঁইমশাই ঠাকুর! ও সেই ঠাকুর বাড়ীর

কথা! সেথায় সেই যে চোক্ ডেব্‌ডেবে বুনো মেয়েটা তারির কথা।

ভাঁ। ওগো খুড়ি মা! আমিতো সেই কথাই ব'ল্‌চি! ওটা এই বুধান্ মোড়লের কু'ড়নো মেয়ে! এ সব্ চাল্ ঐ চাষা বেটার! কোন গতিকে মেয়েটাকে দিয়ে খুড়োর আমার মুণ্ডুপাত ক'ত্তে পাল্যেই রাজ্যিপাট্ বল—ধন দৌলত বল—হুকুম হাকাম বল—সকলই ওর হাতে এসে পড়্‌লো তখন তুমিই বা কে? আমিই বা কে?—আর এই সাঁইমশায়ই বা কে? সকলকেই নাকের জলে চোকের জলে হ'য়ে এ দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে!

মু। তা কি হ'তে পারে? মোড়ল কি এতো নেমক্‌হারামী ক'ত্তে পারে?

ভাঁ। পারে কি না পারে তা তুমি কি বুঝ্‌বে বাপু! পরের ধনে পোদ্দারি করে বেড়াও বইতো নয়! একটা রাজ্যি চালাতে হ'লে—তার চারদিকে নজর চাই। বিশেষ ও চাষা বেটার চাল্‌চোল্ আমি গোড়া থেকেই দেখ্‌চি খারাপ। ঐ যে মিষ্টিমুখ্ ও বড় সহজ নয়! ওর পেটে পেটে হীরের ছুরি। এই গোড়া থেকে ওকে দমন ক'ত্তে না পাল্যে এর পর ওকি কিছু রাখ্‌বে? সমস্ত চিবিয়ে খেয়ে পেটে পুরে হজম ক'রে ফেল্‌বে! তখন আবার ঐ চাষার বিক্রম দেখ্‌বে। আমি কায়েৎ বাচ্ছা, আমি ও বেটাকে চিনি না?

খু। তবেই তো! কি হবে বাবা? তুমি আমার পেটের ছেলে

এর যা হয় একটা উপায় ক'রে—আমায় এ দায় থেকে বাঁচাও!

ভাঁ। উপায়? উপায় খুড়ি? উপায় এই ভাঁড় দত্তর মুটোর ভেতর! ওকে একেবারে দেশছাড়া ক'ত্তে পারি, তা হ'লেই সব দিক্ রক্ষা হয়।

সো। তাই বা কি ক'রে হয়? ও'র তাঁবে হাজার দুহাজার ঘর প্রজা র'য়েছে।

ভাঁ। আহাহা! আপনি বুঝ্‌লেন্ না। তাড়ানো কৌশলে চাই! কারুর গায়ে আঁচও লাগ্‌বে না, অথচ ও ব্যাটা পালাতে পথ পাবে না!

ফু। তা কি হবে?

ভাঁ। খুব হবে খুড়িমা! ঐ যে মেযেটা, ওটার জন্যে বুড় মবে ওটাকে কোন গতিকে সরাতে পাল্যেই বুড়োও স'র্‌বে—রাজাও ভাল হবে।

ফু। তা তাই বাবা! যা—ভাল হয় কর। তোমার ওপরই আমার সর্ব্বস্ব ভার!

ভাঁ। ভারতো? সে ভাল! চলুন্ তবে—কিসে কি হয়, কেমন ক'রে কি করা যাবে, তার একটা বিশেষ পরামর্শ করা যাক্‌গে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বুলানের-বাটীর সম্মুখে বটবৃক্ষতল-পার্শ্বে ভগ্ন শিবমন্দির।

বৃক্ষতলে বুলান ও রোস্তম উপস্থিত।

রোস্ত। কওতো কত্তা, ওর বাড়ী উঠুয়ে নদীর মোহানায় ভাসায়ে দিতে পারি, ওরে থাম্‌কা ধ'রে আনে ওর বুকি বাঁশ ড'লে ছাড়্‌তি পারি। চোকির পালটে ওর গোণা-শুষ্টিরি জাহান্নমে পেটিয়ে থুড়িলাপ খাতি পারি। হাজার জোয়ান মোর পাছে, তোমার লেগে হরদম্‌ মজুত্‌। তুমি গরিবির বাপ দাদা কত্তা! তোমার কি ডর?

বুলা। ডর্‌ কর্‌তে হয় বই কি বাবা রোস্তম! কুমীরের সঙ্গে বাদ ক'রে জলে বাস করা বিড়ম্বনা বই আর কি ব'লতে পারি। হয় ওকে জল ছাড়্‌তে হবে, না হয় আমাকে ডেঙ্গাতে পালাতে হবে। সব গাঁ হ'তেই অত্যাচারের খবরাখবর পাচ্চি, নতুন নতুন নায়েব পাঠাচ্ছে, এক এক বেটা যেন মূর্ত্তিমান্‌ যমদূত, প্রজার রক্ত শোষণের ঠিক্‌ ব্যবস্থা ক'র্‌ছে। এ রাজধানীতেও যথেষ্ট উপদ্রব চ'ল্‌ছে যত সব অকর্ম্মার দল, কলিঙ্গ থেকে এসে জুটেছে—রাজা সদাশিব সংসারের কোন খবর রাখেন না,—তারা যা কোচ্চে তাই হোচ্চে। আর ভাঁড়্‌দত্ত হ'য়েছে তাদের সর্দ্দার, দাওয়ানীতে সর্দ্দারিটা চোল্‌ছে খুব। টাকাটা সাঁকের করাতে ফেলে আস্‌তে'যেতে কাট্‌ছে।

রোস্তম। অত্যিচার তো ক'র্‌তিছে কত্তা? টাকাওতো লুট্‌তিছে

এদিকে তুমিও সইতেছ দেখ্ছি। কিছু কর্‌বাও না, কত্তি দেবাও না; এ সমিস্তিডে মুই সম্‌জাতি নারলাম।

বুলান। ওরে বাবা! এর পর বুঝ্‌তে পারবি, আমার মত বয়েস পা, আমার মত সংসারসাগরের ঝড়ঝাঁটি সইতে শেখ, দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করতে জান, শোক তাপ স'য়ে স'য়ে পাষাণ হ'য়ে যা, তবে আমার মত সকল দিক্ বুঝে সাবধানে কার্য্য ক'রতে শিখ্‌বি।

রোস্তম। তবে কি বোঝব' কত্তা, ঐ পাগলা এঁড়েটার রশি তুমি আরও ঢিল দিয়ে দ্যাখ্‌বা? অত্যিচারটা আরও পেকিয়ে তুল্‌তি দেবা? ও গাই বাছুর ধোরে আগে টান দেবে, লাঙ্গল ব্যাচ্‌পে, গরু ব্যাচ্‌পে, গোলার ধান লুটিয়ে দেবে, তারপর লাঠির চোটে মরদগার মাথা ফেটিয়ে চোখির সাম্‌নে জরু ছাওয়ালরে বেইজ্জত করবে, এই গুলো না ঘট্‌লেই আর তোমার চ্যাতন হ'চ্ছে না, কেমন কত্তা, এই তো বুঝি না কি?

বুলান। তা নয়রে বাবা! তা নয়, এতো বড় পুণ্যবান্ রাজা, দেখ্‌ছি ওঁর পুণ্যের তেজে পাতকীকে আপ্‌নাআপ্‌নি পালাতে হয় কি না? ভাণ্ডার লুটছে, মাথার ওপর ধর্ম্ম, রাজ্যের বুকে চণ্ডীর আসন, গুটীপোকা একদিন আপ-নার জালে আপ্‌নি বাঁধা পোড়বেন। রোস্তম! আমি শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষায় চুপ্ করে বসে আছি।

রোস্তম। ক্যাবল তা না কত্তা! মুই এর একটা হদিস্ বার করেছি, তুমি আর এহনে সোজায় হ্যাঙ্গামা কোত্তি চাও না, দুকথা জোরে কতি গেলে তোমার রা হরে যায়,

নিজির জেদ্ বজায় কোত্তি এগোনের মত মামলা কোত্তি কি দরবারে লড়াই কোত্তি তোমার আর মন সরে না। মুই এর অগুেরা পেয়েছি কর্ত্তা, গোসা হোও না, তোমার ঐ দিবেরাত্তির ধম্ম ধম্ম করে ছুটে বেড়ানো টা।

বুলান। রোস্তম! তুই ঠিক্ বলছিস্ বাবা! আর এই সংসারের মিছে কাজের জন্যে মিছে হ্যাঙ্গামা কত্তে প্রবৃত্তি হয় না। এখন আর এক পথের পথিক হ'তে সাধ হয়েছে, সে পথ দিয়ে যেতে হলে—পৃথিবীর যত কিছু কাজ, সমাজের যত কিছু বিধি, কাঁটা খোঁচার মত পায়ে বিঁধে, পাশ কাটিয়ে যেতে পারাই সমজ্দারের কাজ। সাতসাত্টী উপযুক্ত ছেলে আমার, আমাকে তো তারা এ কার্য্য থেকে এই জগতের ঘানিগাছ থেকে ঘাড়ের জ্যোল্ খুলে নে এক রকম অবসর দিয়েছে, তবে যতদিন বাঁচবো সংসারে থাকবো, দুঃখীর অশ্রুজল, পীড়িতের কাতরতা, আতুরের যাতনা, পাপীর অনুতাপ, অভাগার হাহুতাশ, এ সব দেখে নিশ্চিন্ত থাকব না! ভগবান্ যত দিন এ দুর্ব্বল দেহে বিন্দুমাত্রও শোণিত রাখ্বেন, ততদিন সেই শেষ বিন্দু দিয়েও যতটুকু উপকার কত্তে পারবো করবো। অত্যাচার প্রবল হ'লে, আমি কি রোস্তম নিশ্চিন্ত থাক্ব?

(শিবার প্রবেশ।)

শিবা। মোড়ল দাদা! তোমার সাধনা এখনও ঠাকুরবাড়ী যাইনি তো?

বুলান। না, কেন ভাই শিবু?

শিবা। কারণ আছে দাদা! কারণ আছে, চল বাড়ীর ভেতর উঠে চল বলি। কথাটা দাদা তোমার গোপনীয়।

[সকলের বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান।

(ধূমকেতুর সহিত দুঃশীলার প্রবেশ।)

ধূম। (প্রবেশ করিতে করিতে।) হ্যাঁ দিদি! তার হাতে লোয়ার সিন্দুকের চাবি, সে যাকে দেবে সেই পাবে। বোনাই বাবুকে শুদ্ধ তার হাত দিয়ে টাকা নিতে হয়, অমনি নয়! পোদ্দার মশায়ের মান্ কত?

দুঃশী। লাক্ টাকা আন্‌বে তো?

ধূম। আন্‌বে বৈ কি দিদি। আন্‌বে না? না হ'লে এদিকেও যে না,—জানে না? ঐ, ঐ মন্দিরের ভেতর গিয়ে তুই একটু ব'স্, এল বলে।

[দুঃশীলার মন্দির মধ্যে গমন।

(বাড়ীর মধ্য হইতে শিবার প্রবেশ।)

শিবা। এয়েছিস্? এনেছিস্?

ধূম। আনিনি? ঐ ভাঙ্গা মন্দিরে এনে মাল মজুত করেছি। মরদ্ কি বাত্, হাতি কি দাঁত, আমি বাবা আমার কথা রাখলুম্, এখন তোমার কথা রাখ।

শিবা। দাঁড়া! আগে মুরারী এসে ওকে নিয়ে যাক্, তারপর দাদার মতলব তো শুনেছিস্? সেটার নিষ্পত্তি হ'ক্ তারপর তোর জিনিষ তোরই আছে।

ধূম। হ্যাঁ দাদা! বোনাই বাবু শালাকে না ঠকাতে পাল্লে তার গ্রাস্ থেকে আজ্ পাওয়া দুষ্কর। শুনেছি সব

লোকজন চারপাশে লুকিয়ে রেখে সেজেগুজে আস্‌বে, ঠাকুরবাড়ী যেতে পা বাড়ালেই সাধনাকে লুফে নিয়ে চ'লে যাবে।

শিবা। দাদাকে তুই সে কথা ব'লেছিস্‌তো?

ধুম। তা বলিনি? বলিচি, রাজী হ'য়েছে, আমার সঙ্গে এসে এই মন্দিরে লুকিয়ে থাকবে, আমি বাইরে থাক্‌ব; সাধনা বেরুলেই আমি ওকে ব'লে লোকজনকে নিয়ে খবর দোব, তারা ধোরেনে যাবে, উনি শেষে গিয়ে মজা মারবেন, এই মতলব আঁটা হ'য়েছে।

শিবা। তা বেড়ে হ'য়েছে, শেকল টেনে দিয়ে তোতে আমাতে যেমন কথা আছে তুই শেষ নিয়ে সরে প'ড়বি। এখন যা, আমি মুরারীকে দিয়ে এদিক্‌ কাবার করি, তুই দাদাকে এগিয়ে আন্‌তে যা।

[ধুমকেতুর প্রস্থান।

শিবা। (স্বগতঃ) যা শালা যা! আমি আজ্‌ এক ইটে 'দুই পাখী মারবো।

(মুরারী পোদ্দারের প্রবেশ।)

মুরা। কৈ হে ইয়ার! ব'লে এলে তো, এখন লুকুই কোথা? আমি কি বাবা এ সব কাজ ক'ত্তে পারি? গেরস্তর মেয়েটাকে লেটেল দিয়ে ধ'রে আনা? ভাঁড়ু দত্তর মতলবেই তো এইটে ঘটল, শেষ দেখি সঙ্গে না এলে বৌরাণী মা রাগ করেন্‌, কাজেই আস্‌তে হ'ল, এখন কর্‌ ভাই আমায় পরিত্রাণ কর্‌, কোথাও লুকিয়ে চুরিয়ে রাখ, ওদের কাজ হ'য়ে গেলে, শেষে দলে গিয়ে মিস্‌ব।

শিবা। তোমার জন্যে ইয়ার জায়গা তো ঠিক্ ক'রে রেখেছি, ঐ ভাঙ্গা মন্দির দেখ্‌চ, ওরির ভেতর সেঁধিয়ে থাক, জনপ্রাণীতেও সাড়া পাবে না।

মুরা। আঃ, বাচালি ইয়ার! বেশ যায়গা!

শিবা। শিগ্যির যাও, শিগ্যির যাও! লোক জন নে দাদা এসে পোড়্‌লো।

[মুরারীর মন্দির মধ্যে গমন।

রোস্তম মিয়া।

(বাটীর মধ্য হইতে রোস্তমের প্রবেশ।)

এই ডান দিকের বোনে একদল, আর বাঁদিকের বোনে একদল। তুমি পাঁচ সাত জন নিয়ে তাড়া দিলে সব বেটা ভোজপুরে ছুটে পালাবে। তুমি যাও, আর দেরি ক'রো না, মোড়ল দাদার মান বাঁচাও।

রোস্তম। তা হবে এহনে কত্তা! কও তো মুই এদের সাথে ক'রে অমনি অমনি গাঁয়ে চলে যাব। মোর স্যালাম্‌ডা দিও।

[রোস্তমের প্রস্থান।

শিবা। এই যে শালা ছুটে আস্‌ছে।

(ধূমকেতুর বেগে প্রবেশ।)

ধুম। দিদি আর পোদ্দার চোলে গেছে তো?

শিবা। হঁ্যা হ্যাঁ! এই মাত্তর এই দিক্ দিয়ে—

ধুম। বোনাই বাবু আস্‌ছে! আমি তবে নিয়ে আসি—

শিবা। (স্বগত) এইবারে রং বাধ্‌ল, আমি একটু গাছের আড়ালে গাঢাকা হই।

[বেগে পুনঃ প্রস্থান।

(বৃক্ষান্তরালে অবস্থান ও ধূমকেতুর সহিত ভাঁড়ুদত্তের প্রবেশ।)

ধুম। এই যে, এই মন্দিরে তুমি ঢোকনা বোনাই বাবু! আমি দোরের পাশে দাঁড়িয়ে চৌকী দিই। যেমন বেরুবে, অমনি ছুট্টে গিয়ে খবর দোব।

ভাঁড়ু। দেখিস্! যেমন তাল ফাঁক দিস্‌নি!

(ভাঁড়ুর মন্দির মধ্যে প্রবেশ।)

শিবা। (বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া।) দে শালা দে, শিকৃলি এঁটে দে!

ধুম। তা আর ব'ল্‌তে। (মন্দিরের দ্বারের শিকৃলি বাহির হইতে আঁটিয়া দেওন।)

শিবা। এইবার আসুন, আমি ততক্ষণ লেংড়া বেটাকে ধরি। (ধূমোকে ধারণ।)

ধুম। এ কেন দাদা?

শিবা। চোপ্ শালা।

(বুলানের দ্বার হইতে প্রবেশ।)

(নেপথ্যে লোকজনের পরিত্রাহি চীৎকার ও দাঙ্গা হেঙ্গামার কলরব।)

বুলান। ওকি শব্দ ভাই?

শিবা। রোস্তম মিয়া একধার থেকে সব ব্যাটাকে দোরস্ত ক'রে খেদাচ্চে তারির শব্দ, ওদিকে তুমি কাণ দিও না দাদা। এদিকে তোমার সিংভাঙ্গা ষাঁড়কে দেখো। (ধূমোর প্রতি।) খোল শালা, শিকল খোল।

ধুম। একি ভাই শিবা।

শিবা। চোপ্ শালা। ফের?

(ধুম্রো কর্ত্তৃক শিকল খুলন ও দুঃশীলার প্রবেশ ও প্রস্থানোদ্যোগ্।)

যাও কোথা? দাঁড়াও ঐ খানে, ইনি দাদা আমার ভাঁড়, দাদার দ্বিতীয় পক্ষের পুণ্যি! লাক্ টাকার লোভে পোদ্দারকে জাত দিচ্ছিলেন। এই শালা ভাই এর ঘটক, পোদ্দার বেচারি এর কিছু জানে না, আমার কথাতে এসেছে, ওহে ইয়ার! বেরিয়ে এসনা।

(মুরারীর প্রবেশ।)

মুরা। হ্যাঁ হে ইয়ার! এক হ্যাপা থেকে বাঁচাতে গিয়ে আর এক হ্যাঁপাতে ফেলে দিচ্ছেলে, এটা কি উচিত? হ্যাঁগো মোড়ল মশায়?

শিবা। তা হোক্। একটু পাপে তো ছিলে? তা সে কথায় আর কাজ কি? এখন তোমার গায়ে তো আঁচও লাগ্‌লো না, অথচ ইয়ারের একটু কাজ হ'ল। এখন যাও, সোরে পড়, দাদাকে একবার টেনে বার করি।

মুরা। আচ্ছা ইয়ার! একবার দেখা করিস, সমিস্যেটা বড় বোঝা গেল না।

[প্রস্থান।

শিবা। ডাক্ শালা তোর বোনাই বাবাকে ডাক্। গলায় কাপড় দে টেনে নিয়ে আয়। মেয়ে বার ক'ত্তে এয়েছে জানে না? লুকিয়ে থাক্‌লে কি যমে ছাড়্‌বে?

ধুম। বোনাই বাবু বেরিয়ে এসো, না হোলে গলায় কাপড় দে টেনে আন্‌তে ব'ল্‌ছে।

(অবনত মস্তকে ভাঁড়ুর প্রবেশ।)

শিবা। দাদা বুঝলে? পরের কুলে দাগা দিতে এয়েছিলে, এখন নিজের সামলাতে পার্‌লে কি? নষ্ট মেগের ভাতার ভিখারী হ'লেও যা আর দেওয়ান হ'লেও তা। বিশেষ বুড়ো বয়সের মাগ। আহা! দাঁড়িয়ে আছেন দেখো, যেন ভাজা মাছটী উল্‌টে খেতেও জানেন না। মোড়ল দাদা! ঘরে যার এই, সে যে মহা অনাচারী হবে তার আর অসম্ভব কি?

বুলান। দত্তজা, ছিঃ! তোমায় আর ব'ল্‌বো কি? ছিঃ!! যে জন্যে এয়েছিলে, তাতে আর তোমায় ব'ল্‌বো কি? ছিঃ!!!

শিবা। তবে আর কি? এখন যাও! ঐ কুলের ধ্বজা কাঁদে ক'রে ঘরে ফেরো। আর এই কুকুরের কুকুর তস্য কুকুর বহিনকা ভাই শালাকে পুষ্যিপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করগে! সত্যি মাগ ছেলে আর ভাইভগ্‌নিররা ভেসে যাক্। যাও—যাও না! আর লজ্জা কেন? এগোও! আমায় আবার পেছনে পেছনে ঢাক বাজাতে বাজাতে যেতে হবে তো?

[দুঃশীলা, ভাঁড়ুর ও ধূমকেতুর প্রস্থান।

বুলান। শিবু ভাই! তুই আজ্ আমায় কিনে রাখ্‌লি, তোর ঋণ এ জন্মে পরিশোধ ক'ত্তে পারব না।

শিবা। এ জন্মেই পারবে দাদা! দেখে শুনে এই আইবুড়ো শিবার একটা বে দিয়ে দিলেই পার্‌বে! আমি যারই উপকার করি না কেন, তোমায় দাদা সত্যি ব'ল্‌তে কি

বিয়ের লোভেই করি। এখন আসি—সহরময় না রাষ্ট্র ক'র্‌লে তো আমার ঘুম হবে না।

[প্রস্থান।

(বাটীর ভিতর হইতে গাইতে গাইতে সাধনার প্রবেশ।)

গীত।

হেথা সবাই কেন কাঁদায় মা আমায়।
অপরাধী নহি ত কখনও কারু পায়॥
ব্যথা কভু দিইনি কারেও,
কভু কারো যাইনি ধারেও,
আছি স'রে—আপনি লুকায়ে আপনায়,
কেউ কাঁদালে কাঁদি'ত—তারও শুভ কামনায়॥

বু। আর কাঁদিস্‌নি মা!—আর কাঁদিস্‌নি! আমার প্রাণ থাক্‌তে পাপের নিঃশ্বাস তোর্‌ গায়ে লাগতে দে'ব না। আমার মাথা এখনও খাড়া আছে—আমি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছি—আমার ডানার নীচে তুমি—তোমার ভয় কি মা?

সা। ভয় নয় তো বাবা! আমি ভয়েতে ত কাঁদ্‌ছিনে! ওরা মানুষ—আমার মায়ের সব ছেলেপুলে—ওরা ভাল হ'লে আমার সুখ হয়,—আমি যেমন ভালবাসি আমায় তেমনি ভালবাস্‌লে আহ্লাদ হয়। তা না, মার বাছা আমি—আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! মা হয়ত ওদের ওপর রাগ করবেন—ওদের হয়ত কত হানি হবে! বাবা!

সেই দুঃখেই আমার কান্না পাচ্ছে! আমি কাঁদচি আর মনে মনে বল্‌চি—মা! পাতকী তরাও! মা! পাতকী তরাও! চোরার মত পাপের বুকে কেঁচা মেরে এ পৃথিবী থেকে পাপ উঠিয়ে দেও। সোণার পৃথিবী সোণার হ'ক, তোমার মত সোণার প্রতিমা বুকে রাখবার যোগ্য হ'ক, অমৃত-ধারায় ধুইয়ে দিয়ে—সোণার সত্যযুগ এনে দেও!

বু। মা! তুই মানবী ন'স্—তুই দেবী। তুই বালিকা—কিন্তু ক্রুদ্ধ কেশরী তোর কাছে অবনত! আজকের এ ঘটনায় আমার উন্মত্ততা এসেছিল—সংসার রঙ্গক্ষেত্রে আর এক অঙ্ক অভিনয়ের বাসনা জন্মেছিল! অত্যাচার দমন ক'র্ত্তে রক্তপাতের কল্পনা পর্য্যন্ত এসে সুমুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তুই মা—আমার এ বৃদ্ধবয়সে মোক্ষপথ যাত্রীর সাথী! প্রতিপদে পদস্খলনে মোহান্ধ পিতার তুই যে মা যষ্টিস্বরূপা, তোতে ভর ক'রে আবার প্রকৃতিস্থ হলেম, সংসার কোলাহল সন্তানেরা করুক, তাদের বাহুবলে অত্যাচারী অনাচারীর দমন হ'ক। পাপীর পতনে পাতকের শাস্তি হ'ক।

সা। কিন্তু বাবা! পাপীর পতনে পাপের শাস্তি হ'লে, আমাদের এক মায়ের ছেলে, আপনার ভাই বহিন পাপী বেচারীরা যে ভেসে যায়! তারা কেন ভাল হ'ক না! আমি ত মায়ের কাছে কোন কামনা করিনি—যদি তাদের ভাল হয়, তারা বলুক—আর নাই বলুক, আমি রোজ দিবা রাত্তির মার কাছে ধন্না দিতে পারি—কেঁদে গড়াগড়ি

দিতে পারি,—আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকু দিলে যদি হয় আপন ইচ্ছায় তাও দিতে পারি।

(সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

বু। আজ বাবা! আপনার কিছু বিলম্ব হ'য়েছে—আমি রিপুর পুরীতে বাস করি—সাধনা আমার সম্বল—রিপুর লক্ষ্য আমার ঐটির উপর! উটিকে যেন না হারাই—এইটিই ক'র বাবা! তোমার হাতে দিয়ে—তোমার সাথে পাঠিয়ে—মায়ের মেয়ে—মার চরণে সঁপে রোজ নিশ্চিন্ত থাকি, যতদিন বাঁচি—ততদিন তাই যেন থাকতে পাই!

সি। আপনার সুপবিত্রা সাধনা, এমন পুণ্যময়ী ধর্ম্মেগঠিত কন্যা-রত্নের উজ্জ্বল প্রভায় রিপুর পাপদেহ কতক্ষণ থাকৃতে পারে? মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মীভূত হ'য়ে যায়! পাপের চিহ্ন মাত্র থাকে না! পাপীদমন আমার কার্য্য—অন্ধকার রাত্রে আমার ত্রিশূল—অগ্নিময় হ'য়ে পাপ দগ্ধ করে! সূর্য্যালোকে—প্রকাণ্ড দিবায়—পাপীর চক্ষে মুকুরের ন্যায় হ'য়ে পাপের প্রতিবিম্ব দেখায়! চণ্ডীর রাজ্য—পাপের নয়! চণ্ডীর সাধনা—পাপীর নয়! সাধনা স্বর্গের সোপান! আপনার ভয় কি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সা। আমি যাই বাবা! মার কাছে খুব কেঁদে আসি।

বু। চল মা! আমিও যাই! আজ জাতের দিন,—মা আজ দিবারাত জাগ্রত! রাজদর্শনও হবে, মার কাছে কেঁদে আসাও হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(আলোকমালায় সজ্জিত চণ্ডীমন্দিরের পুরোভাগ।)

(মন্দিরোপরি সোমাই ওঝা ও কালকেতু আসীন)

এবং

নিম্নে ভাঁড়ুদত্ত, ধূমকেতু, মুরারী ও অষ্টকুমারী
উপস্থিত।

ভাঁ। তা আপনি যে রকম আদেশ করবেন তাই হবে।

কাল। আঃ! বাঁচাও দেওয়ানজী!—বাঁচাও! সই ফই যা ক'ত্তে হয় তুমি ক'র।

সো। তা তোমারগে—তা তোমারগে সবই হ'লে চ'লবে কেন?

মু। তা বৈ কি? পাকা পাকা সই সাবুদ—চাকরে চলে কি?

ভাঁ। কেন চল্‌বে না? কলিঙ্গের পোনেরো আনা সই আমরাই কত্তুম, ওঁকে সব সময় ব্যস্ত কর্‌লে চল্‌বে কেন? উনি রাজা মানুষ—পূজাআশ্রা করবেন, না দিবারাত্তির এব্বির পেছনে লেগে থাক্‌বেন? তা ও'ত হ'ল! এখন হুজুরকে আমার আর একটী আবেদন শুনতে হবে! এই যে আপনি এখানে ব'সে থাকেন, যার ইচ্ছে সে এসে সকল সময় আপনাকে বিরক্ত করে, সেটা দেখতে পারি না। বিশেষ রাজারাজড়াদের সে রকম চাল নয়! কারুর কোন কথা থাকে—কাজ থাকে—কর্ম্মচারিদের কাছে যাক্, এইটী আপনি হুকুম ক'রে দিন, তা হ'লে আর

কোন গোল থাক্‌বে না, আপনাকেও আর বিরক্ত হ'তে হবে না।

কাল্‌। বেস্‌ ব'লেছ তুমি। চাকর বাকরদের হুকুম দিয়ে দাও, আমার কাছে কেউ না আসে।

ভাঁ। ওরে শুন্‌ছিস্‌ তো সবঁ? রাজার হুকুম তামিল না হ'লে আমি এক এক ব্যাটাকে ধ'রবো—আর শূলে দোব!

মু। কর্ম্মচারীরাও কেউ আস্‌তে প্যাবে না?

ভাঁ। তা অবিশ্যি কালে ভদ্রে আস্‌তে পার্‌বে। কিন্তু তাও ছোট কাউকে আস্‌তে হ'লে তার বড়কে জানান দিয়ে আস্‌তে হবে! কেমন হুজুর? ঠাকুর দেখ্‌তে কেউ আস? নাট্‌মন্দিরের ওধার থেকে দর্শন ক'রে চ'লে যাও!

সো। তা ব'লে তোমারগে হপ্তায় হপ্তায় এই জাতের দিন অত ক'টকিনে ক'ল্যো কি ভাল দেখায়?

কাল্‌। তুমি জ্যাঠামশায় থামোত! ও ব্যক্তি আমার হিত ক'চ্চে, মার্‌ পূজোয় যাতে মগ্ন হ'য়ে থাকৃতে পারি—তারির উপায় ক'চ্চে! তুমি পুরোহিত, তোমার এতে বাধা দেওয়া কি ভাল? আমার এ সব জঞ্জাল যত পরিষ্কার হয়, ততই আমি এগুতে পারি!

ভাঁ। আজ্ঞে তা বই কি হুজুর! বিশেষ এই যে এক মাসের কথা বলছিলেন—এ মাসটাতে যাতে আপনাকে কেউ বিরক্ত ক'ত্তে না পারে—আমি তারও উপায় ক'চ্চি!

কাল্‌। এক মাস তো আমার চাইই—জনপ্রাণী আস্‌তে পাবে না! আমি একাসনে মায়ের পা দুখানি কোলে ক'রে ব'সে থাক্‌বো!

ভাঁ। অবিশ্যি থাক্‌বেন্—আমি তার ঠিক ব্যবস্থা ক'রে দেব! আরও একটি কথা হুজুরকে ব'লে যাই। এই সব কারণে অনেকে আমার শত্রুতা করবে—সুযোগ পেলেই আপনার কাছে কোন গতিকে আমায় অত্যাচারী, অনাচারী ব'লে রটাবে—সে গুলোতে আপনি বড় একটা কাণ দেবেন না!

কাল। কাণ দোব? তাদের লাঠী ঠেঙ্গা নিয়ে তাড়া ক'র্‌বো।

ভাঁ। যে-আজ্ঞে হুজুর! তবে আসি? এস মুরারি! কাগজের তোব্‌ড়াটা ঐ আমার ধূমকেতুর হাতে দাও!

[ভাঁড়, মুরারী ও ধূমকেতুর প্রস্থান।

কাল। এ একমাস আমি এখান থেকে কিছুতেই নড়্‌বো না—তা তোমার রাজ্য উড়েই যাক্—আর পুড়েই যাক্!

(সিদ্ধিনাথের সঙ্গে বুলানের প্রবেশ।)

কালু। কেও? সিদ্ধিনাথ! তুমি আস্‌তে আস্‌তে আসনা? ব্যাপার কি? সঙ্গে কে?

সি। একটু আস্তে আস্তে এসেছি বটে, কিন্তু এসেছি থাক্‌তে পারিনি তো? সঙ্গে আপনার রাজ্যের মণ্ডল রাজদর্শনে এসেছেন।

কাল্। ভাল, দেখাতো হ'য়েছে? কিছু বলবার থাকে তো আমার দেওয়ানের কাছে-গে বলুন্!

বু। মহারাজ আমায় যে পদে রেখেছেন—এ পদে দেওয়ানের কাছে আমি জবাবদিহী নই, আমি আপনার প্রজার প্রতিভূ,—শত সহস্র সন্তানের প্রতিনিধি! আপনি

পিতা—তাদের জ্বালা যন্ত্রণা তাদের সুখ দুঃখ তাদের হর্ষ বিষাদ নিজের ক'রে নিয়ে আপনাকে জানানোই আমার কাজ। আমার কথা আপনাকে শুন্‌তে হবে,—আমার কান্না আপনাকে মুছাতে হবে—আমার জ্বালা আপনাকে জুড়ুতে হবে।

কাল্। ওগো বাবু! আমার সময় নেই! আমার মাকে ছেড়ে যতক্ষণ থাকি—ততক্ষণই আমার বৃথায় যায়! আমার মার কথা ভিন্ন যে কথা শুনি—সে কথা আমার কাণে পৌঁছায় না! আমার মা নিয়ে আমি থাকি, তোমরা বাবু ভাগাভাগি ক'রে পাঁচ জনে রাজ্য করগে! আমাকে আর জড়াতে এসো না।

সো। তবু মোড়ল মশাই কি বল্‌তে এয়েছে, মানিমানুষটো তোমারগে—কি-ব'লতে এয়েছে শোনই না!

কাল্। জ্যাঠামশায়! তোমার পায়ে পড়ি—আমার কাজে আর বাধা দিও না। শিগ্যির শিগ্যির আমায় পরিত্রাণ কর! আমার মাকে ডাকা ব'য়ে যাচ্চে।

বু। মহারাজ! ডাকুন! আমরাও প্রাণ ভ'রে ডেকে যাই—উনিই আমাদের নিস্তার ক'রবেন!

[প্রতিমা প্রণাম ও প্রস্থান।

সো। মণ্ডলমশাই তোমারগে একটু দুঃখিত হ'য়ে গেলেন! যেন কিছু কথা ছিল তোমারগে ব'ল্‌তে পেলেন্ না।

কাল। তুমি জ্যাঠা থামতো—আমার মার কাজে আর বাধা দিও না।

সো। ওরে বাবা—বাধাই যদি দেব—তা'হলে আর এত দিন

ধরে তোকে তন্ত্র মন্ত্র অষ্টাঙ্গযোগাদি শিক্ষা দিয়ে— তোমারগে বৈরাগ্য উপদেশ দেব কেন? ওটা কি জান বাবা—সংসারি লোকে বোঝে না ব'লে—তোমারগে তাদের কাছে তাদের মতন কইতে হয়—তা না হ'লে তুমি যে পথে চ'লেছ—তোমারগে এই পথই ঠিক—এ তুমিও জান—আমিও জানি, আর তোমারগে ওই মা বেটিত জানেই।

(বিমলার মাতার প্রবেশ।)

বি। ওগো ওগো! সইরাণী আপ্‌নাআপ্‌নি পাল্‌কী ক'রে এয়েছেন!

কাল্। সেকি! এই রাত্তিরে এখানে পর্য্যন্ত তাড়া ক'রে আসা কেন? হাঁ্যাগো জ্যাঠা! একি? মিছি মিছি সময়টা যাবে দেখ্‌চি!

(ফুলরার প্রবেশ।)

ফু। আমি এয়েছি!

কাল্। তাতো দেখ্‌তে পাচ্চি! না এলেও হ'ত।

ফু। না এলেও হ'তো? এই কি তোমার কথা হ'ল? আমি তোমার এই কথা শোন্‌বার জন্যে কি এতদূর এলেম? এত দিন এত জ্বালা স'য়ে তোমার কাছে এক দণ্ডের তরে জুড়ুতে এলেম, তুমি এই তাচ্ছল্যের কথা ক'য়ে কি তার প্রতিফল দিলে? ঘৃণার হাসি হেসে—বিদ্রূপের চাউনি চেয়ে—আমায় এই সমাদর ক'লো? ছিঃ—ছিঃ— ছিঃ! অভাগিনী আমি, এমন কপাল নিয়েও ভাবতে এয়েছিলেম, একদিনের তরেও সোয়াস্তি পেলেম না!

প্রথম জীবনে অন্নের জন্যে লালায়িত, একদিন পেয়েছিত' তিনদিন পাইনি! তারপর এখন সহস্রের অন্ন সংস্থান আমার হাতে, আজ আমি পতির সোহাগের জন্যে যে কাঙ্গালিনী সেই কাঙ্গালিনী। দেখ, স্ত্রীলোকের সকলে পর হ'তে পারে, মা বল, ভাই বোন্ বল, শ্বশুর শ্বাশুড়ী বল, সকলেই একদিন না একদিন পর হ'তে পারে, কিন্তু যে স্বামী জীবন মরণের সাথী, ইহকাল পরকালের অবলম্বন, পাপ পুণ্যের সমভাগী, আজ সেই স্বামী তুমি আমার পরের চেয়েও পর হলে? এ দুঃখ কি আমার রাখ্‌বার জায়গা আছে? এ জ্বালা কি আমার মেটাবার স্থান আছে, এ যন্ত্রণা কি আমার জুড়াবার উপায় আছে?

কাল্। বলি, স্বামী ত' তোমার মরেনি? আজ না হয় কাল্, কাল্ না হয় পরশু পাবেত'? আছে ত'?

ফু। কৈ আছে? এ থাকা যে না থাকার সমান। আমি কত আশা ক'রেছিলেম, মনে মনে কত কল্পনা ক'রেছিলেম, তা হ'ল কই, ক'ত্তে দিলে কই? অর্থ পেলে, রাজ্য নিলে, লক্ষ প্রাণীর আশা ভরসা স্থল হ'লে! মনে ছিল জীবনে বড় যাতনা পেয়েছি, বড় কষ্ট পেয়েছি, যাতনা কারুর আর রাখ্‌বোনা, কষ্ট কারুর আর দেখব না, দুজনে গিয়ে যেখানে যার দুঃখ দেখব তার দুঃখ ঘোচাব' যাতনার দায়ে যার চক্ষে শতধারা বইবে তার সে চোক্ষের জল মোছাব, তা তুমি আমায় ক'ত্তে দিলে কই? সকলই উল্‌টে দিলে! সিংহাসন পেয়ে সকল ভুলে গেলে, নিজেকে নিজে ভুল্‌লে! শেষ চিরসঙ্গিনী সুখের সুখিনী

দুঃখের দুঃখিনী আমি, আমাকে শুদ্ধ ভুলে গেলে? পায়ের তলে পোড়ে প্রাণের দায় আমি এসে কাঁদচি একবার আমার দিকে চেয়েও দেখ্‌চ'না!

কাল্‌। এঃ! কাঁদুনী যে ক্রমে বাড়্‌তেই লাগ্‌ল'।

ফু। হাঃ পোড়া কপাল! এ কান্না টুকুও তোমার সইল' না? আর কাঁদব'না! এ জ্বালার কথা আর তোমার কাছে ব'লতে আসব' না! বুকের ব্যাথা বুকে রেখে নির্জ্জনে গিয়ে কাঁদিগে! তুমি সুখে থাক, সুখে থাক, সুখে থাক।

[বিমলার মার সহিত ফুল্লরার প্রস্থান।

কাল্‌। আঃ বাঁচ্‌লুম্‌! সুখেত' থাক্‌ব'ই বটে, মার নাম করি আর সুখে থাকি। কেমন সিদ্ধিনাথ।

(কালকেতুর গীত।)

কালকেতু। (ওরে) মা-বৈ-যে আর আমরা কারু নই।
মা-বৈ-ভবে-কেউ না কয় মা-ভৈঃ॥

সাধনা ও কুমারীগণ। মায়ের পায়ে দোষ করি যত,
মায়ের মায়া-দেখ্‌তে পাই তত,
(মায়ের) মুখভরা রাগ বুকভরা প্রেম ওই।

কালকেতু। মা-যে- মিষ্ট মুখে, শিষ্টে ভাষে,
দুষ্টে তোষে ইষ্ট কথা কই॥ (কহি)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুজরাট রাজ-অন্তঃপুর।

(বিমলার মাতা ও ফুল্লরার প্রবেশ।)

ফু। যদি না আসেন ?

বি-মা। আস্‌বেন্ না কি ? আমরা এতো ক'রে ম'চ্চি দিন গুণে গুণে—এক দিন নয়, দু দিন নয়, পুরোপুরি একটা মাস কাটালুম্—তার পর মন্দির থেকে বেরুবার পর দিন অত হাতে পায়ে ধ'রে এলুম্—এততেও যদি না আসেন, তা হ'লে তোমায় আর জলে ডুবতেও ধ'রে রাখ্‌ব না, গলায় দড়ি দিতেও বারণ ক'রব না।

ফু। সই ! এত সাধনাতেও যদি না আসেন, এবারও যদি আশা ভঙ্গ হয়, তা হ'লে তো ম'রেও সুখ পাব না ! এ প্রাণের পিপাসা না মিট্‌লে পরলোকে গিয়েও তো ত্রাণ পাব না ? এ নরকের চেয়ে সে নরকের জ্বালা যে ঢের বেশী, সেখানে যে আরও ছট্‌ফট্ ক'ত্তে হবে।

বি-মা। বালাই ! নরকে যাবে কেন সই ? তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন ? সে ছুঁড়ি কি এই এক মাসের ভেতর পরের ধন একেবারে ভুলিয়ে নেবে ? থাকুক্ না একমাস—এক

সঙ্গে—এক মন্দিরের ভেতর! সেখানে তো আর একলা ছিল না? আর একটা বাঘছাল পরা ছোঁড়াত ছিল! আর বিশেষ এত তন্তর মোন্তর—বশ করার জন্যে এতো ছিটে ফোঁটা—সবই কি আমাদের মিছে হবে? তাতে আবার আজ বড়ো উজোচ্ছ, নিজে হাতে রেঁধে স্বোয়ামীকে খাইয়ে তার পাতে পের্‌সাদ পাবে, এটাও তো তাঁকে বিবেচনা ক'ত্তে হবে?

ফু। তা যেন ক'ল্লেন, এলেনও,—তারপর চ'লে গিয়েই যদি পর হন্, তা হ'লে কি হবে?

বি-মা। তা আর হ'তে হয় না! এমন ক'রে নেয়েধুয়ে, এই কাঁচা সোণার রং কাঁচা সোণায় মুড়ে, এই মেঘের মত কালো ঢেউ খেলানো চুলের রাশ্ এলিয়ে, এই হরিণের মত টানা টানা ভাসা ভাসা চক্ষু ছুটীতে চেয়ে, বড় বড় গজমুক্তোর মত ছুচার ফোঁটা জল ফেল্লে, কত মুনিঋষির মাথা ঘুরে যায়, কত পর এসে পায়ে ধ'রে আপ্‌নার হয়;—আর তিনি স্বোয়ামী, মাথার মণি, আপ্‌নার চেয়েও আপনার, তিনি কি না ম'জে থাক্‌তে পার্‌বেন্?

(সোমাই ওঝার প্রবেশ।)

সো। তা মা! তোমার গে সব ঠিক্ হ'য়েছে, ইনি আস্‌চেন্—

ফু। আস্‌চেন্? আঃ!—বুক্ থেকে যেন একখানা পাষাণ স'রে গেল!

সো। আস্‌চেন্—কিন্তু তোমারগে একা আসচেন্ না, সঙ্গে

সেই সিদ্ধি ছোঁড়া আর তোমারগে সেই সাধনা ছুঁড়িও আছে!

ফু। তবেই তো সই! কি হবে?

বি-মা। হ'বে আর কি? তারা শুদ্ধু বশ্ হ'য়ে যাবে। এই যে—

(সাধনা সিদ্ধির সঙ্গে কালকেতুর প্রবেশ।)

কাল। এ কি রূপ! এ কি মূর্ত্তি! এ যে আমার জগজ্জননী মাতৃপ্রতিমা! আহা হা! এ প্রতিমার পায় দেবতার মাথাও যে লুটিয়ে পড়ে! (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)।

বি-মা। ওমা! একি গো?

সো। তাই তো! তোমারগে—তাই তো!

ফু। (হস্ত ধরিয়া তুলিয়া) এ কি সর্ব্বনাশ্! প্রভু! একি ক'ল্লে? আমি যে তোমার প্রসাদভিখারিণী পরিণীতা পত্নী! কার কুহকে ভুল্লে? এ ভুল ক'ল্লে? একেবারে ভুলে গেলে?

কাল্। শক্তি তুমি,—ভোলানাথের তোমায় ভুল হয় না, আমি কে ছার! তুমি প্রাণেশ্বরী! এই প্রাণের সিংহাসনে ব'সে আছ! তুমি মহাপ্রকৃতি! এই জড় দেহের শিরায় শিরায়—শোণিতে শোণিতে—অস্থিমজ্জাতে তুমি বিরাজ ক'চ্চ! তুমি সহস্র দল-বাসিনী! এই সহস্রারে বাস ক'রে অচেতনকে চেতন করাচ্চ, নিদ্রিতকে জাগা'চ্চ, মনোরাজ্যের মোহান্ধকারে আলোকের সহস্র রেখা পাত ক'চ্চ! তোমায় ভোলা কি সহজ কথা? তোমায় ভুলিনি! আগে ভুল্ চক্ষে দেখেছিলেম্, এখন সে ভুল

শুধ্‌রেছে! আগে ঠিক্‌ চিন্‌তে পারিনি, এখন আর লুকুবে কোথা? চিন্ময়ীরূপিণী! এখন আর লুকুবে কোথা? তোমায় চিন্তে পেরেছি।

বি-মা। তা হ্যাঁ সয়া! সইকে আমার চিন্তে পেয়ে, অমন ক'রে গড়ইবা কল্লে কেন? আর ঐ ছাই কথাটা ব'লেই বা ডাক্‌লে কেন?

কাল্‌। ও কথা যে মধুমাখা কথা! এ জগতে যত কথা শিখেছি, সব কথার মূলেই যে ঐ কথা! আমি যে জগৎময় ঐ রূপই দেখি! রমণীর মাতৃভাব কি সুন্দর! কি মধুর! কি মনোহর! আহা! প্রাণ উথ্‌লে উঠছে, প্রাণ ভোরে একবার ডাক্‌তে ইচ্ছে হ'চ্চে, জয় মা জগদীশ্বরি!

সা, সিদ্ধি। জয় মা জগদীশ্বরি!

কাল্‌। একবার করুণা কটাক্ষে চাও! কোলে নাও! মাতৃ-নামের জয় জয় কার হোক্‌!

ফুল্ল। জ্যাঠামশায়! একি? আমার এ সর্ব্বনাশ কে ক'ল্লে? সোণার স্বামী আমার এ কি হ'ল? আমার পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধ্‌লে যিনি বুক পেতে দিতে চাইতেন, এ কঠোর কথা ব'ল্‌তে আজ তাঁকে কে শিখালে? আমার সে স্বামীকে কে এমন ক'রে দিলে? আমি তো জ্যাঠা মশায় জ্ঞানে কখনও কারও অনিষ্ট করিনি, কারুকে ব্যথা দিতে চাইনি—কারুর আপনার নিধি পর করিনি! তবে আমার অদৃষ্টে এ মহাপাতকীর সাজা কেন? (রোদন)।

সো। তাই তো মা! তোমারগে আমি তো এর কিছু সোম্‌ঝে উঠ্‌তে পাচ্চি না।

বি-মা। আমরা মেয়েমানুষ—তোমরাই বল দশ হাত কাপড়ে নেংটো! আমরা পাচ্চি, আর তুমি এটা সম্‌ঝাতে পাল্লে না পুরুঠাকুর? পেরেছো! তাই বল যে কিছু ব'ল্‌তে কইতে পাচ্চ না! কোথাকার এক হতভাগী সব্বনাশী এসে, আমার সইয়ের সর্ব্বস্বধন কেড়ে নিচ্চে, এমন রাজরাণীকে পথের ভিখারী ক'চ্চে, এটা তো তোমরা কেউ দেখেও দেখ্‌চ না—শুনেও শুন্‌চ না! এর পর যে একটা খুনোখুনি হবে তার কি?

সো। তা কেন? তোমারগে তা কেন হবে?

বি-মা। তা কেন হবে, তোম্‌রা পুরুষ মানুষ, তোম্‌রা কি বুঝ্‌বে? মেয়েমানুষ হ'তে—তো মেয়েমানুষের জ্বালা জান্‌তে! আমরা সকল সইতে পারি, কিন্তু ঐটীতে যেন আমাদের গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়, আমরা পাগল হ'য়ে যাই, প্রাণের জ্বালায় ছুটে বেড়াই, বাঘিনীর মূর্ত্তি ধ'রে যে সব্বনাশী জ্বালা দেয়, তার বুক্ চিরে রক্ত খেয়ে ফেলি—তাতে না হ'লে শেষে বুকে ছুরি মেরে স্বোয়ামীর পায়ের কাছে প'ড়ে প্রাণ দিই! জান পুরুঠাকুর! সইকে কি আমি তা না করিয়ে ছাড়্‌বো নাকি? দেখি না সয়া সইকে আমার আরও কত তাচ্ছিল্য ক'ত্তে পারে—ঘেন্না ক'ত্তে পারে—অপমান ক'ত্তে পারে।

কাল্। হুউয়ো! এরা খেতে দিতে পাল্লে না! চ ভাই! আম্‌রা এ মা ছেড়ে সে মার কাছে দৌড়ে পালাই!

[কালকেতু ও সঙ্গে সঙ্গে সাধনা সিদ্ধির প্রস্থান।

বি-মা। হ'ল! বড্ডো উজ্জোনো হ'ল! আহা সই! এমন পোড়া কপালও ক'রে এয়েছিলে তুমি?

ফুল্ল। উঃ! মাগো! কি হ'ল মা! আর যে সইচে না! বুক্ যে ভেঙ্গে যায় মা! উঃ! সোণার স্বামী আমার— মাথার মণি আমার—প্রাণের নিধি আমার—জীবনের সর্ব্বস্ব আমার—উঃ! মাগো—

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন ও ফুল্লরাকে ধারণ।

বি-মা। একি হ'ল! একি হ'ল! ওগো! তোম্‌রা দেখনা সই আমার এমন হ'য়ে প'ড়্‌ল কেন?

সোমা। তাইতো আহাহা! তাইতো! তোমারগে এ রকম হ'ল কেন?

বি-মা। ওগো! দাঁতি লেগে গেছে যে গো! ওগো! দেখ না নাকে যে নিশ্বেস প'ড়্‌ছে না! ওগো দেখ না—কি ক'ত্তে হবে ক'র না।

সোমা। তাইতো মা! তোমারগে কি করি মা! আমারতো দেখে শুনে পেটের ভেতর তোমারগে হাত পা সেঁধিয়ে গেছে!

বি-মা। ওগো! ধর না! হাতাহাতি ক'রে সইকে ধ'রে শোবার ঘরে নিয়ে যাই চল না! না হয় দাসিদের ডেকে দাও না!

সোমা। তাই দিচ্চি—এইযে—

দাসিগণের প্রবেশ ও ফুল্লরাকে-বহন করিয়া লইয়া প্রস্থান পশ্চাতে সোমাই ও বিমলার মার প্রস্থান।

(অন্য দিক্ হইতে বুলানের প্রবেশ।)

বু। ওগো! কে-গা? ওদিকে কে গা? আমার রাণী মা

ঠাক্‌রুণকে একবার খবর দিতে পার? তাইতো! ওরা কেউ তো কথা কাণেও তুল্লে না! আমার এম্‌নি দুর-দৃষ্টই বটে! আর একটু এগিয়ে না হয় দেখি—ওঁকে না ব'লে—এমন দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়ও পাপ আছে—

(সোমাই ওঝার পুনঃ প্রবেশ।)

বু। এই যে পণ্ডিতমশায়! রাণীমার সঙ্গে যে আমার এক্‌বার সাক্ষাতের প্রয়োজন!

সোমা। কেন?

বু। কেন, তা তাঁরির কাছে নিবেদন ক'র্‌ব!

সোমা। কি শুনিই না! তোমারগে কথাটাই কি?

বু। শুনে তো কিছু ক'ত্তে পার্‌বেন না! আমার শোনাতে কি? ব্যাপার বড় গুরুতর দাঁড়িয়েছে! দত্তজার উপদ্রবে প্রজালোকের আর তিষ্ঠান ভার! তাদের রোদনে রাজা বধির, আপনি বধির—এখন কেবল একবার রাণীমাকে জানাতে বাকি, তিনি কোন প্রতিবিধান করেন ভাল,—নতুবা তারা নিজেনিজেই এ দারুণ অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা ক'র্‌বে! আজই ক'র্‌বে!

(বিমলার মার দ্রুত প্রবেশ।)

বি-মা। ওগো! এস'না গো! আমি যে মহা আথান্তরে প'ড়েছি!

সোমা। চল—চল।

[বিমলার মার সহিত সোমাইর প্রস্থানোদ্যোগ।

বু। আমায়ও নিয়ে চলুন—রাণীমাকে জানান্ না দিয়ে আমি যে সে কাজে হাত দিতে পাচ্ছি না!

বি-মা। তুমি এখন কোথা যাবে গো? আমাদের এই সর্ব্বনাশ, এখন কি তোমার কথা কয়বার সময়?

বু। কথা না কইতে পেলে, আজই যে—এখনি যে—মহা সর্ব্বনাশ ঘ'টে যাবে।

বি-মা। হ'কৃগে বাবু তোমাদের সর্ব্বনাশ,—রাণীমার সঙ্গে এখন কিছুতেই দেখা ক'ত্তে পাবে না। পাবে না—পাবে না—পাবে না! স'রে যাও! আর এক দিন এসে তখন দেখা ক'র!

বু। ওগো ঠাক্‌রুণ! তা হবে না এখনি দেখা করা চাই!

বি-মা। ওগো বাবু তা হবে না—এখন তিনি কিছুতেই দেখা ক'রবেন না, তুমি চ'লে যাও!

[সোমাই ও বিমলার মার প্রস্থান।

বু। আমার এম্‌নি দুঃসময়ই বটে! সহজে যাতে মিটে যায় তার জন্যে বহু চেষ্টা ক'ল্যোম, কিছুতেই কিছু হ'ল না! শেষ চেষ্টা তাও নিস্ফল হ'ল! যাদের হাতে অসংখ্য প্রজার জীবন,—তারা কেউ ফিরেও চেয়ে দেখ্‌লে না; সুতরাং অত্যাচারে যারা জর্জ্জর, অনাচারে যাদের প্রাণ কাতর, আর তাদের কি ব'লে নিরস্ত ক'রব? মা জগদীশ্বরী জানেন—শান্তির বহু চেষ্টা ক'ল্যোম,—কিছুতে হ'ল না! বিগ্রহের নরকদ্বার কাজে কাজেই উন্মোচিত হ'ক্, বিদ্রোহের জলন্ত শিখা কাজেকাজেই অত্যাচারী অনাচারী নারকীকে জীবন্ত ভস্মীভূত ক'ত্তে অগ্রসর

হ'ক্! বিক্রমপ্রকাশে বিরক্ত প্রজাপুঞ্জের কাজে কাজেই মানসম্ভ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ক!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০০—

গুজরাট—চণ্ডী-মন্দিরের পুরোভাগ।

(সিদ্ধিনাথ ও সাধনা উপস্থিত।)

(সাধনার গীত।)

এরা পাপের ভরা মাথায় কেন বয়।
কেন আপ্‌নি হেনে বাণ গো—
আপন্ বুক্ পেতে দে সয়॥
কেন নিজের নিজে পর হয়, যায় আপনারে ভুলে,
গরল খায় নিজে তুলে,
কেন বিমল প্রাণে মাখায় মলা, যায় না গো ধুলে;
কেন আগুণ জ্বেলে আপন হাতে আপ্‌নি ভস্ম হয়॥

সি। দেখ সাধনা! যারা পাপ করে, তাদের পাপ করাটা রোগ, ও রোগ একবার ধল্লে আর ছাড়ে না, ও রোগী মাত্রেই পশু হ'য়ে যায়! পশুর মধ্যেও আবার হিংস্রক পশু! ওদের ধ্বংস সাধনই প্রশস্ত! আমি তো এই বুঝি।

সা। আমি ও রকম কথনও বুঝি না—বুঝ্‌তে পারি না—জান ভাই সিদ্ধিনাথ—আমি বুঝ্‌তে জানি না! ওদের সব কত জ্বালা, কত যাতনা, আমি ওসব সইতে পারি না। কেঁদে মরি আর মনে করি, ওরা সব আমার পাছু পাছু আসুক্, আমার সঙ্গে মায়ের এই মুক্তিমণ্ডপে গড়াগড়ি দিক্, ওদের সব পাপ ভাল হ'য়ে যাবে! ওরাও আমাদের মতন মা বই জান্‌বে না—মা বই চিন্‌বে না—মা বই ব'ল্‌বে না! মার দোহাই দিয়ে গড় গড় ক'রে স্বর্গে চ'লে যাবে।

সি। পাপীরা প্রায় মায়ের সেই সু ছেলে মেয়ে কি না? মার নামে তাই ছুটে এসে পাপের হাত থেকে নিস্তার পাবে! তারা কি আসে না? আসে—দলে দলে আসে—তীর্থে এসে মনে করে, এক বোঝা পাপ নেবে গেল! আবার ফিরে গিয়ে একটু আধ্‌টু ক'রে বোঝা বাঁধতে সুরু করে! পাপীর কি সে জ্ঞান আছে সাধনা? পাপীর কি সে চৈতন্য মরণের আগে হয়? তাই—বুঝি—তাদের নির্ম্মূল ক'ত্তে পার্‌লে যারা এখনও পবিত্র আছে, যাদের গায়ে এখনও পাপের গন্ধ বেরোয়নি এমন সব সোণার পুতলী—সোহাগের ছেলেমেয়েরা—সোণার সত্যযুগ এনে ফেল্‌বে! মায়ে পোয়ে, মায়ে ঝিয়ে দেখাদেখি চ'ল্‌বে! জগন্মাতার এ জগতের খেলাঘরে সরল বালকবালিকার ভালবাসাবাসি খেলা চ'লবে! কথায় বার্ত্তায়, আমোদে প্রমোদে, হাসিতে খুসিতে, আচারে ব্যাভারে, অপবিত্রতার কাল ছায়া প'ড়্‌তে পাবে না!

প্রাণ, মন, দেহ, আত্মা সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে আয়নার মত হবে! যে যার প্রতিবিম্ব দেখ্‌তে পাবে, দেখাতে পাবে! পাপের নাম উঠে যাবে! এর পর যে সব সন্তান জন্মাবে তাদের পুণ্য ব'লে কিছু বেছে নিতে হবে না। তারা যা ক'র্‌বে তাই পুণ্য, পুণ্য বই আর কিছুরই সত্তা থাক্‌বে না।

সা। পাপীকে মেরে নির্ম্মূল ক'রে তবে তো অমন হবে? মার্ ছেলে মেয়েদের মেরে অমন ক'ত্তে নাই যে ভাই সিদ্ধিনাথ! তাদের মারলে যে তোমার পাপ হবে?

সি। পাপ হয় আমার হবে। খেদো সোণা গালিয়ে খাঁটী ক'রে নিতে অনেক আগুণের তাপ সইতে হয়! আমি তা সইব তবু ছাড়্‌ব না!

সা। তোমার কেমন ঐ জোরের কথা! তাই তোমার সঙ্গে এক্ একবার বনে না! তুমি পাপীদের—হয় বল মারবে না, না হয় বল আমাদের ভালবাসাবাসি ভাসিয়ে দিয়ে পাগল হোয়ে আমি কেঁদে বেড়াই! তুমি যত পার পাপী মেরো, আমার বুকের এক একখানি কোরে হাড় খসিয়ে নিও!

সি। সাধনা! তাকি হয়? আমাদের এ ভালবাসাবাসি কি ভাসানো যায়? তুমি আমি মায়ে এক্, এ একের একটী খোস্‌লে আর একটি কি থাক্‌তে পারে? তুমি চাও পাপের নাশ, আমি চাই পাপীর নাশ, মা কি চান্ চল শুনিগে!

(উভয়ের মন্দির মধ্যে প্রবেশ)

(একপার্শ্ব হইতে মুরারী পোদ্দারের গলায় দড়ি দিয়া টানিতে টানিতে মুরারী-পত্নীর প্রবেশ।)

মু-প। বল্ পোড়ারমুখো বল্! এই ঠাকুরের সাম্‌নে তাঁবা তুলসী হাতে নিয়ে সত্যি কথা বল্—সে ভাঙ্গা মন্দিরে কেন গেছ্‌লিরে ড্যাক্‌রা বল্‌তো?

মু। আহাহা! লাগে যে! হ্যাঁচকাস্ কেন? বল্‌চি! তুই যা মনে ক'রেছিস্ তা নয়, এই দেবতার স্বমুখে ধর্ম্মতো বল্‌চি! যত নষ্টের মূল আমার শিবু ইয়ার! সেই জানিস্ তো? সেই জন্যে;—ব'ল্যে তোমায় মন্দিরে লুকিয়ে রাখবো, ঢুকিয়েও দিলে! ঢুকে দেখি ঐ তাড়কা রাক্ষসীর মূর্ত্তি, হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এল! এমন সময় দোর ঠেলে তার ভাতার শালা হাজির! ভাতার আর কে? ঐ দত্ত বেটা কি না?

মু-প। তা হবে না! এইখানে হাঁটুগেড়ে ব'সে গড় ক'ত্তে ক'ত্তে বল, আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি! আমিও নাহয় তোর সঙ্গে গড় ক'চ্চি!

মু। আচ্ছা, তাই ক'চ্চি! দড়ি খুলেনে! ভাঁড়ু দত্ত বেটা মাগ্‌ভাতারে প'ড়ে মিছিমিছি আমার এই খোয়ারটা ক'ল্যে! (উভয়ের গড় করিতে করিতে) আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি! আমি কিছু জানিনি!

(ভাঁড়ু দত্ত, ধূমকেতু, ও ভুঃশীলার একান্তে প্রবেশ)

ভা। এই তোর পায়ে ধরি ছোট! তুই একবার এই তাঁবা তুলসী হাতে ক'রে এইখানে দাঁড়িয়ে বল—সে দিন সেই

ভাঙ্গা শিবের মন্দিরে ঠাকুর দেখ্‌তে গিছ্‌লি—তোর ধর্ম্ম নষ্ট হয়নি। তা হ'লেই আমার মন্ ঠাণ্ডা হবে! বিশ্বাস হবে যে তুই আমার যে সতীলক্ষ্মী, সেই সতীলক্ষ্মীই আছিস্! গোদা ভাই শালা আমার মিথ্যে কথা রটিয়েছে!

(বীরবেশী রোস্তমকে সঙ্গে লইয়া শিবার প্রবেশ।)

শিবা। এই যে দাদা! দাদা! তোমায় রোস্তম্ মিঞা খুঁজ্‌চে! একেবারে গরু-খোঁজা ক'রেছে! তুমি যে এ সময় এখানে এসে ভাঙ্গা মাগ্‌কে জোড়া লাগাচ্চ মিঞা তো তা জানে না! আমি ঠিক্ খবর রেখেছিলুম কি না? সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলুম্!

ভাঁ। তা এখানে কেন? এখানে কেন? বাড়ীতে গিয়ে—

সো। কি কৈসরে বজ্জাত! নেমকহারাম! সে বাড়ীতে তোর কি আর ঢোকবার যো রাখেছি? সেথা পাশ্‌শো পাঠান জোয়ান খাড়া—বাড়ীর বনিয়াদ উট্টয়ে বড় গাঁয়ের জলে ফ্যালায়ে দেবে! হাজার মোগলাই জোয়ান পাচ হাতিয়ার কাঁধে রাজার কোটার চার ধার ঘেরোয়া করিছি। আর দুহাজার শড়কিওয়ালা হিন্দু জোয়ান সাথে নিয়ে এই চণ্ডিমার দেউল ঘেরোয়া ক'রলাম! তোর সয়তানি আর চল্‌বে না। তোর গদ্দান্ ধরে রাজার কাছে নিয়ে হাজির কর্‌বো। তোরে এই দ্যাস্ ছাড়া করবার হুকুমনামা বার কৈরা তবে ছাড়্‌বো; রাজা যদি সহজে হুকুম না দেয়, মোরা জবরদস্তি হুকুম ন'বো।

(ভাঁড়ুর গলা ধরিয়া মন্দিরের সুমুখে অগ্রসর হওন)

ভাঁ। ওরে মেরে ফেল্লেরে! গুও্যো বেটা মেরে ফেল্লেরে গোঁয়ার বেটা মেরে ফেল্লেরে।

(পরিত্রাহি চীৎকার)

(মন্দির মধ্য হইতে কালকেতু, সিদ্ধিনাথ, সাধনার প্রবেশ)

কাল। কি হ'য়েছে! কি হ'য়েছে ?—

রো। হুজুর! বন্দা আপনার রাইয়ত, পাচ সাত হাজার রাইয়ত বন্দার সাথে আসে হুজুরে হাজির আছে! হুজুর! এই ভাড়ু দত্ত মোয়া সবাই জানি—কলিঙ্গিরাজার দেওয়ানে ভাড়ামি ক'রে খাতো। এহানে হুজুরির কাছে আইসে ফাকি দিয়ে দ্যাওয়ান হ'য়ে হুজুরির কাঙ্গাল রাইয়তের ভিটে মাটি চাটি কর্ত্তিছে! আপনার দৌলততো দশ হাতে লুটতি লেগেছে, কেন পোদ্দার মশাই কওনা? এহোন যে মুয়ে গুয়ো দিয়ে রয়েচো ?

মু। হাঁ-তা-লুট্‌ছে বটে! মিছে সব বায়নাক্কা তুলে শাঁকের করাতের মত দত্তজা আমার যেতে আস্‌তে কাট্‌ছে!

রো। তা ছাড়া গেরামকে গেরাম জালিয়ে দেচ্চে, যারে ইচ্ছে নেটেলা পেটিয়ে ধরি আনত্তিছে, হক না হক বেইজ্যাত কর্ত্তিছে! সব কেছেরিতে পাচপো বছরের লাগরা জুতা টাঙ্গানো আছে, তারির বাড়ী মার তো মার বেদম মার—দলে দলে একেবারে মাইরে মাইরে মাইরে ফেলাচ্চে! বড় ছোট সবাকার মান সম্রম একেবারে জাহান্নমে পেটিয়ে দেচ্চে। প্যাটে খাতিতো পাচ্চেই না, তার ওপোর এই হাব্রাম খোর বেটা,

আর এর সাথির— চাইর পাশশো বেটা নোটো, গেরামে গেরামে দলে দলে গেরোস্তগার জাত কুল খাইয়ে বেড়াচ্চে! গাঁকে গাঁ কান্নার ধূয়ো ধরেচে! হাট বাজারে হাটুরে মহাজন ব্যাপারি খরিদদার সবাই হাহুতাশ কত্তি লেগেচে! দানাপানি আর ধম্ম—এ আর কেউ রাখ্‌তি পাচ্চে না! হুজুর মালিক—এর বিচারের ভার খোদাতাল্লা আর ঐ চণ্ডি মা আপনারি হাতে দেছেন্‌, যা কত্তি হয় করুন। এক উওরে রাহেন তো মোরা দলে দলে দ্যাশ ছেড়ে যাই। নয়তো ক'ন ওরে চ্যাবাইয়া খাইয়ে ফেলাই পিরথিমিডে জুড়োক।

কাল্‌। কি-বল সিদ্ধিনাথ?

সি। মার রাজ্যে অতবড় অত্যাচারীর জীয়ন্ত বলিদানই শ্রেয়!

সা। আহাহা! নরবলি বল কেন ভাই সিদ্ধিনাথ! না-ভাই রাজা! তুমি আমার কথা শোনো, ওকে বরঞ্চ নির্ব্বাসন কর! অনুতাপ ক'রে কেঁদে এলে আবার তখন নিও!

কাল্‌। ভাল তাই করগে! মার রাজ্যে আমার পোকাটী মাকড়টী পর্য্যন্ত খারাপ না থাকে (কাল কেতু, সিদ্ধিনাথ, ও সাধনার মন্দির মধ্যে গমন)

ভাঁ। ধর্ম্মাবতার! একতরফা শুনে—

রো চুপদে হারামজাদা! এহনি যে ভাবে আচিস—এই এক কাপড় পরনে—সহরের মধ্যি দিয়ে না—আশ পাশদে—ভাগাড় দে—কাটা খোচার বনদে—চুপি চুপি মুখ খান ঢেহে বড় নদীর পারে চ'লে যা। এই ছাড়ান দেলাম, ভাল মানসির মত দে পিট্টান।

ভাঁ। একবার সবার সঙ্গে দেখা না ক'রে—

রো। সবারে আর দেখপা কি? সগ্‌গোলার এই হাল—! তোমার দলের কাররি ছাড়াননি, দেখা কর্ত্তি গেলি—কেন আর বল্লামের খোচা থাইয়ে মরবা? তোমারে চস্তা চাপড়ডার উপর দিয়ি গেল, সাধনা মার হুকুম না হলি সকল সুমুন্দির মত তোমারেও খোচাইয়া মারতাম। যাও পেলিয়ে বাচ।

ভাঁ। তবে কাষেই যেতে হ'ল! ছোট! আয় ভাই! তোর হাত ধ'রে এয়েছিলেম, তোর হাতে ধ'রেই যাই—

দুঃশী। আমি কোথায় তোর সঙ্গে গোভাগাড়ে মোত্তে যাবো?

ভাঁ। আয় না ভাই! এ অসময় অমন করিস্ কেন? (হস্তধারণ)

ধুমো। আহা ও যাবেনা ব'লচে তবু কেন টানচো? আয় দিদি! তুই আমার সঙ্গে আয়, আমার এয়ারের বাড়ি থাক্‌বি, মা থাক্‌বে, এক এক খান গয়না দিবি, বেচে আন্‌ব, খাবো দাবো, মজা লুট্‌বো! (অন্য হস্তধারণ)

ভাঁ। আয় আমার সঙ্গে আয়! (টানন)

দুঃশী। উহুহু! হাত ভেঙ্গে গেল।

ধুমো। আয় আমার সঙ্গে আয় (টানন)

দুঃশী। চনা—টেনে নিয়ে চনা!

ভাঁ। রোস্তম্‌মিয়া! তোমার পায়ে পড়ি, একে আমার সঙ্গে যাইয়ে দাওনা! ছাড়্ শালা খেঁাড়া।

ধুমো। ছাড়্ শালা বোনাই!

[ধুমোর দুঃশীলাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

ভাঁ। ঐ যাঃ! নিয়ে গেলযে—টেনে নিয়ে গেলযে—

শি। টান্‌বে কেন? আপনি গেল দেখ্‌লে না? এখন চল—সুখের সময় তো কাছে রাখনি, দুঃখের সময় চল তোমার সঙ্গ নিই!

রো। তাই নিয়ে যাও সাথে এরে গোদা মক্কেল মিয়া! আর বিলম্ কর্ত্তি পাবা না!

ভাঁ। রোস্তম মিয়া আর একটু সবুর—

রো। এঃ—খেদায়ে না দিলি দেখ্‌চি যাবানা (গলাধাক্কা দিতে দিতে) চল্—চল্ বেটা পাজী! ফের এদিকে তাকাস? চল্—চল্ বেটা গোলাম্!

[রোস্তমের ভাঁড়্‌কে ঠেলিয়া লইয়া প্রস্থান ও পশ্চাতে শিবার প্রস্থান।

মু। হ'ল ভাল, ষাঁড়ের শত্তুর বাঘে মাল্যে! যমদূতের মত এসে ব্যাটারা ধ'রেছিল! রাজা না তাড়ালে কি ওরা ছাড়্‌তো? একটা মহারক্তারক্তি ব্যাপার ঘোটে যেতো। ওদের পেছনে মোড়লের সাত সাতটা ছেলে র য়েছে। এখন বেশ হ'য়েছে, চ শিগ্যির শিগ্যির চ। সাঁই মশাইয়ের কাছ থেকে দেওয়ানীটে নিয়ে নিইগে চ!

মু-প। তা চ! দাওয়ানের মাগ্ হ'য়ে আমি কিন্তু আর মাটিতে পা দেবনা! তা এখন থেকে ব'লে রাখ্‌চি।

মু। সে কি? কাঁধে চ'ড়্‌বি নাকি?

মু-প। তাইতো চ'ড়্‌ব! চ'ড়ে—তুই কাণ পাকিয়ে ধ'রে—টগাবগ্ টগাবগ্ ঘোঁড়া হাঁকিয়ে বেড়াবো—বড়মান্‌সের মেগেরা বুড় ভাতার নিয়ে না করে কি?

মু। তাই কর্‌বিস্ বাবু! এখন চ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(বুলানের বাটীর সম্মুখস্থ বটবৃক্ষতল।)

(বুলান ও সোমাই ওঝার প্রবেশ)

বু। তার পর্? তার পর্?

সো। তার পর তোমারগে ভাঁড়ুকে তাড়াবার তিন দিন পরে, এই তোমারগে কাল্ আর কি—খবর এলো—কলিঙ্গ রাজার ফৌজ্ এসে সহরের চার্দিক্ ঘিরেছে, অবসর খুজ্ছে;—কাজেই আজ্ মন্দিরে ছুটে গেলেম! তা সেখানে তোমারগে কেবা কার কথা শোনে! কাল্কেতুকে যত বলি কলিঙ্গের কোটাল এসে সহর ঘিরেছে, সে ততই তোমার গে আমার মুখ পানে ক্যাল ক্যাল ক'রে চেয়ে থাকে! কথাটা যেন তোমারগে বুঝ্তেই পারে না ভাগ্যে ছিল সেই সিদ্ধিব'লে সন্ন্যাসী ছোঁড়াটা—কাণে কাণে কি ব'ল্যে! অমনি তোমারগে ছেলের যেন ঘুম ভাঙ্গলো! দুই চক্ষু জবাফুল ক'রে "জয় মা জগদীশ্বরী" ব'লে হুঙ্কার ক'ত্তে ক'ত্তে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো! ঐ শরীর যেন তোমারগে ক্রুদ্ধ কেশরীর মত ফুলে উঠ্‌লো। ধনুর্ব্বাণ কৈ ধনুর্ব্বাণ কৈ ব'লে হাঁক পাড়্তে লাগ্‌লো! সিদ্ধিনাথ সঙ্গে ক'রে নিয়েগে কেল্লার ভেতর অস্ত্রাগারে প্রবেশ ক'ল্যে, আমি তোমারগে সৈন্য সামন্ত গুণোকে সাজ্গোজ ক'রে বেরুবার জন্যে হুকুম দিতে গেলেম! ফিরে এসে দেখি

রাজাও নাই, সে সিদ্ধিনাথও নাই! ছুট্টে তোমারগে তোমার কাছে এলেম্।

বু। ঠাকুর মশাই! আমিও কি নিশ্চিন্ত ছিলেম্? কাল্ সংবাদ পেয়েই আমার সাত ছেলেকে খবর দে আনিয়ে রোস্তমকে ডাকিয়ে নিজ হাতে পাঁচ হাতিয়ার বেঁধে দিলেম্! দু হাজার তীরন্দাজ আর দু হাজার সড়কীওয়ালা সঙ্গে দিয়ে কেল্লার দিকে পাঠিয়ে দিলেম্, তারা রাজাকে নিয়ে রণোন্মত্ত অসুরদের মত জয় জয় শব্দে হুহুঙ্কার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে রণে অগ্রসর হ'য়েছে!

(শিবার প্রবেশ।)

শি। এই যে মোড়ল দাদা! ছি ছি ছি! এমন্ জান্‌লে আমি কি এখান থেকে এক পাও নোড়্‌তুম্? এখনি গন্দানাটা গেছ্‌লো আর কি!

বু। কেন ভাই শিবু! কি হ'য়েছে? কোথা গেছ্‌লে?

শি। সে কথা দাদা কেন আর জিজ্ঞাসা কর? আমার মরণ তাই অমন কুচক্রী ভেয়ের সঙ্গ নিয়ে ছিলুম্! এখান থেকে দূর হ'য়ে গেল, দেখলুম্ কেউ সঙ্গে যায় না, কি করি—এক মায়ের পেটে জন্মতো? কাজেই থাক্‌তে পাল্লুম্ না। সঙ্গে সঙ্গে গেলুম্ সেই কলিঙ্গ রাজার রাজ্যে! মনে কল্লুম্ দাদা আমার ঢিট্ হ'য়েছে, সেখানে কোন চাক্‌রি বাক্‌রি নিয়ে থাক্‌বে! ও হরি! তা কোথায়? রাজার সুমুখে গিয়ে যে মূর্ত্তি সেই মূর্ত্তি! রাজাকে মিছি মিছি কতক গুলো লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে একেবারে আগুণ ক'রে তুল্‌লে! রাজা সহর কোটালকে ডেকে এই রাজ্য জয় ক'র্ত্তে হুকুম দিলে!

দাদাকেও সেই সঙ্গে পাঠালে! আমি বেটা মাঝে থেকে মারা যাই আর কি? দাদার ওপর ভারি ঘেন্না হ'ল, নেমক্ হারাম ব'লে ঝগ্‌ড়া ক'রে চ'লে আস্‌তে চাইলুম্! তা কি ছাড়ে? দু বেটা কালান্তক্ যমের মত ফৌজের হাতে আমায় সঁপে দিলে! সে ব্যাটারা কি কিছুতে ছাড়ে? শেষ্ আজ খানিক্ আগে, যখন খুব্ রমারম লড়াই চ'ল্‌তে লাগ্‌লো সেই সময় দু-বেটার চোখে না দু মুটো ধুলো দিয়ে দে-দৌড়! দৌড়্‌তো দৌড়! একেবারে ভোঁ দৌড়! দুই গোদা পা নিয়ে থপ্ থপ্ ক'রে আস্‌তে আস্‌তে, পড়্‌বি তো পড় একেবারে এখানকার পাঠান ফৌজ্‌দের মুখে, তারা তখন তরোয়াল ভাঁজ্‌তে ভাঁজ্‌তে এগুচ্চে, কেটে ফেলেছিল আর কি? ভাগ্যিস সেখানে ছিল রোস্তম মিয়া, তাই ছাড়ান পেয়ে উঠিতো পড়ি—পড়িতো উঠি, গড় পেরিয়ে এই ধার বাগে সটান দিলুম্! কি ব'ল্‌বো মোড়লদা! এখনো এই দেখনা মাথার চুলের আগা থেকে পায়ের তেলোর শেষ্ পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে!

(সাধনা ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

সা। ভাই সিদ্ধিনাথ! তুমি বড় নিষ্ঠুর! দেখ বাবা! সিদ্ধিনাথ আজ আমায় বড্ড কাঁদিয়েছে!

বু। কেন মা? সিদ্ধিনাথ তো তোমায় কাঁদায় না! তোমার চ'ক্ষের জল মুছাতে সিদ্ধিনাথ আমার সর্ব্বদাই তো প্রস্তুত।

সি। দেখুন, ব্রহ্মময়ী মায়ের রাজ্যে আজ মহাসমারোহ! বিরাট মহা যজ্ঞের ঘটা! গড়ের বাইরে—চারিদিকের যজ্ঞকুণ্ডে মহান্ সমরাগ্নি প্রজ্বলিত। ধর্ম্মবলে বলিয়ান মহা মহা বীরগণ "হোতা"—কুৎসিৎ কদাচারী পাপভারে ক্লিষ্ট মহাপাতকীগণ মায়ের এ মহা যজ্ঞের "আহুতি"! এই প্রকাণ্ড ব্যাপার চ'লচে—আমি এতে না হেসে—আনন্দে না নেচে—কেমন ক'রে থাকি বলুন্?

সো। তা হ্যাঁ বাবা সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমরাত্তো তোমারগে গড়ের উপর থেকে লড়াই দেখ্ছিলে, কি রকমটা হ'চ্ছে তোমারগে শুনিই না।

সা। ও বাবা! লড়াই এমন নিষ্ঠুরের কাজ—নির্দ্দয়ের কাজ—মহাপাতকীর কাজ জান্লে কি আমি দেখ্তে যেতুম? আহা মরি—বিনি অপরাধে পরের তরে ভাই ভাইকে মাচ্চে—বাপ্ ছেলেকে মাচ্চে—ছেলে বাপকে মাচ্চে—কেউ কারুকে চিন্চেনা! রক্তে মাখামাখি হ'য়ে—আহা হায়রে—কত দুখিনী বিধবায় অশ্রুময়ী ক'রে—জন্মের মত ফেলে—এ জন্মের মত কালের কোলে শুয়ে পোড়ছে—আমি কি তা দেখে থাক্তে পারি? আমার প্রাণ কি এম্নি পাষাণ, যে ঐ মহা শ্মশানে ব'সে হাস্তে পারি? সামান্য একটী পিঁপ্ড়েকে মাড়িয়ে ফেলে আমি কত কান্না কাঁদি, তা তো তুমি জান সিদ্ধিনাথ!

সি। সাধনা! তুমি আমি মহিষমর্দ্দিনী মায়ের ছেলে মেয়ে, তা কি তুমি ভুলে যাচ্চ? কান্নায় যদি পাপের শাস্তি হ'ত তা হ'লে মা আমাদের দশ প্রহরণ ধারিণী—সিংহবাহিনী

রূপে অবতীর্ণা কেন? পাপীর বিনাশ সাধন ব্যতীত এ জগতে কোন অবতারই পাপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় নি! দেবীযুগে দৈত্যের সমরই বল, সত্যের সুরাসুর রণই বল,—ত্রেতায় লঙ্কাভিযানই বল,—দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র প্রভাসই বল—সকলই পাপীর শোণিতপাত ব্যাপারে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। পাপীর শোণিতপাতে বসুন্ধরার ভার লাঘব হয়, অনুর্ব্বর ভূমি উর্ব্বর হয়; এ রণক্ষেত্রে তাই হ'চ্চে! মায়ের এ রাজ্যে আর পাপের চিহ্ন মাত্র থাক্‌বে না। সাধনা—সিদ্ধি—তোমাতে আমাতে মিলে যাবো! মিশে যাবো! মায়ের মহাপ্রাণে মহাপ্রাণীদের আসন্ ক'রে রাখ্‌তে—আর কোন বাধা বিপত্তি থাক্‌বে না!

[নেপথ্যে রণবাদ্য।

(রক্তাক্ত কলেবরে কালকেতু, পশ্চাতে সৈন্যসহ রোস্তমের প্রবেশ।)

সো। মহারাজের জয় হ'ক্!

বু। মহারাজের জয় হ'ক্! শত্রুকুল নির্ম্মূল তো?

কাল্। নির্ম্মূল বটে! কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার্থে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

বু। কি বলুন!

রো। উনি আর কইবেন্ কি? কত্তা গো! তোমার ছোট ছাওয়াল বাবুডি, মরদের মত কাম দেখায়ে, রাজার লেগে জান দিয়ে, বর্ষার খোচাটা নিজের বুকি ধ'রে লিয়ে, পাচ হুরির বুকে মাথা রাহে স্বগ্যো যাতি লেগেছে! আর কমবক্ত আমাদের কেমন ক'রে রাজার জান সামলাতে,

নিজের জান দিয়ে, জীদের লড়ায়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে এ মাটীর বানানো কায়াডা ছেড়ে পেলিয়ে যেতে হয়, তাই শিখিয়ে দেচে!

বু। উঃ! মাগো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ)।

কাল্। স্বার্থপর আমি! তোমার বড় সর্ব্বনাশ ক'রেছি! তোমার বুকের পাঁজর খসিয়ে নিছি! আমায় ক্ষমা কর!

বু। ও কথা ব'ল্‌বেন না! আপনি প্রভু আমি ভৃত্য মাত্র! আপনি পিতা, আমরা আপনার পুত্র মাত্র! প্রভুর কার্য্য—পিতার কার্য্য আপনি ক'রেছেন; পুত্র আমার ভৃত্যের কর্ত্তব্য পালন ক'রে বীরধামে গমন ক'রেছে। আপনার রক্ষার্থ একটী কি? একে একে যদি ঐ সাতটী সন্তানের সাতটী শির আবশ্যক হ'তো, তাও ওরা অব-হেলে দিত! রাজভক্তি যাদের শরীরের শিরায় শিরায় শোণিতে শোণিতে প্রবাহিত, রাজভক্তি ভিন্ন যারা অন্য পুণ্য কার্য্য জানে না, রাজভক্তি যাদের ধর্ম্মসংহিতার সমাজসংহিতার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বিরাজিত, রাজকার্য্যে তাদের প্রাণ দান মহা সন্তোষের হেতু, বিষাদের তো নয়! মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল ক'রে, দেবতা-তুল্য রাজার জীবন রক্ষা ক'রে, পুত্রতো আমার অমর হ'য়ে, অমরের সঙ্গে, অমরাবতীতে বিরাজ ক'চ্চে! চক্ষের জলে তাকে বিদায় দিলেম্! কিন্তু প্রভু! প্রাণে তো আনন্দ ধরে না! অমন গুণবান্ পুত্রের পিতৃ পদবীতে স্থান পেয়ে আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল!

কাল্। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার রাজভক্তি! ধন্য তোমার স্বদেশ-হিতৈষীতা!

সা। ও ভাই রাজা! আজ তোমাদের তো মহা আনন্দের দিন! মাকে ছেড়ে আর কতক্ষণ থাক্‌বে? চলনা সবাই গিয়ে—প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে—আমোদ আহ্লাদ করিগে।

কাল্। সাধনা! মায়ের কাছে ছিলেম্, বেস ছিলেম্. সংসার সমুদ্রে ডোবা ওঠা ভুলে গেছ্‌লেম্, মার বুঝি তা সইলো না, ঠেলে ফের সংসার সমুদ্রে ফেলে দিলেন! এখন দিন কতক ফের ডুবি উঠি, হাত ধ'রে তুলে নিয়ে যান আবার যাবো।

সো। বটে? আবার সংসার কোর্ব্বে? তবে তোমারগে চল সুভালাভালি ফিরে এলেতো চল! বৌরাণী মা মালা চন্দন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বরণ ক'রে ঘরে তুল্‌বেন্।

কাল্। চলুন্—এ ভগ্নতরী ভেসে যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুরস্থ ধ্যান-ঘরের পুরোভাগ।

(ফুল্লরা উপস্থিত।)

ফুল্ল। (স্বগতঃ) না জানি কি সর্ব্বনাশই ক'ত্তে ব'সেছি! যাঁকে পাবার জন্যে এতো ক'চ্চি, যদি তাঁর কোন

বিপদ্ ঘটে? আমা হ'তে যদি তিনি কোন বিপদে পড়েন? তা হ'লে আর দাঁড়াবো কোথা? সইয়ের কথা শুনে এতো দূর এগিয়েছি, এখন ফিরিই বা কি ক'রে? ফিরে যাই বা কোথা? তারি কথায় এ রাজ্যি-পাটের আশা ত্যাগ ক'রেছি, এ ধনদৌলতের মায়া ভুলে গেছি! তারি কথায় আমার দেবতার মত স্বামীর সঙ্গে, দিবারাত্তির একত্রে থাক্‌তে পাব ব'লে, বনবাস-বাসের ব্যবস্থা ক'রেছি। কিন্তু যে উপায়ে তা ক'ত্তে ব'সেছি, সে কথা মনে ক'ত্তেও যে বুক কেঁপে উঠ্‌ছে। কলিঙ্গের ফৌজ্ কাল হেরে পালিয়ে আজ আবার এসেছে, সইয়ের পরামোশে আমি তাঁকে এ কথা জান্‌তেও দিলুম্ না! সাতহারা ঘরের ভেতর ধ্যানঘর—মেঘের ডাক পর্য্যন্ত সেথা সেঁদোয় না, সেই খানে তাঁকে বসিয়ে রেখেছি। এদিকে সহরের যেখানে যত সন্তিসামন্ত, এ বাড়ীর যেখানে যত চৌকি পাহারা, সইয়ের কথায় সকলকে রাজার হুকুম ব'লে বিদায় দিয়ে সহরের বার ক'রে দিয়েছি! কলিঙ্গের রাজা এসে রাজ্যিপাট সব দখল ক'রে নিক্—স্বামীর হাত ধ'রে আমি যে বনবাসিনী সেই বনবাসিনী হইগে! রাজার রাণী হওয়ার চেয়ে আমি ভিখারিণী হ'য়ে সুখে থাক্‌বো! সেখানে আমার সোণার স্বামীকে কেউ পর ক'ত্তে পার-বেনা! ঐ যে কলিঙ্গ ফৌজের রণবাদ্যি আবার বেজে উঠল, তাইত কি হবে, মা, কি হবে? (নেপথ্যে রণবাদ্য)

ব-মা। ঐ ঐ রণবাদ্যি থামল'! এইবার বুঝি ওরা আস্‌ছে।

(বিমলার মার প্রবেশ।)

এ সাতমহলের ভেতর ত' পুরুষ মানুষের গন্ধও নাই; গড়গড়িয়ে আস্‌বে এখন। ও সই! এ দিকের আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি। এক ঘড়া ধন নিয়ে খিড়কীর আঁব বাগানে রেখে এয়েছি, বীরের তিনটে তীর আর ধনুক খানা ব্যানা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রেখেছি! এখন কেবল ওরা এসে দখল ক'রে বসুক, আমরাও চল তোমার বীরের হাত ধ'রে নাচ্‌দোর দে সেই বন পানে পালাই!

ফু। ওরা এসে যদি কোন অত্যাচার করে?

বি-মা। অত্যাচার ক'রবে কি? এত বড় রাজ্যিপাট্, ধনদৌলত অমনি ছেড়ে দিয়ে গেলুম, আবার কি? আর, অত্যাচার ক'রবে কার উপর? আমরা চলে গেলে, কে আর তাদের অত্যাচার সইতে থাক্‌বে?

ফু। আচ্ছা সই! উনি যদি পালাতে না চান? তা হ'লে কি হবে?

বি-মা। পালাতেই হবে। না পালিয়ে ক'রবেন কি? কৈ, চল দিকিনি তোমার বীরকে একবার দেখে আসি! কেমন তিনি না যেতে চান্?

(উভয়ের ধ্যান-ঘরে প্রবেশ।)

(অন্যদিক দিয়া ভাঁড়ু দত্ত পান, ফুল, চন্দন, লইয়া জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। এ নির্ঘাৎ ভূতো বাড়ী, আমিত' বাবা আর এগুচ্চি না।

ভাঁ। আরে কও কি ঠাকুর? সাতটা গড় পেরিয়ে এখন সাতটা মহল পেরুতে পিছু'চ্চ?

ব্রা। একটা আদটা মনিষ্যির দেখা পেলে, বাবা, এমন সাতমহল কি, বিশমহলেও ডরাতেম না! কেবল গড়ই পেরুচ্চি, কেবল গড়ই পেরুচ্চি! কেবল মহলই পেরুচ্চি, কেবল মহলই পেরুচ্চি! আর সব যেমন থাকবার তেমনই আছে, কিন্তু একবেটাও মনিষ্যির চেহারা নজরে ঠেক্‌ল না! মনিষ্যিহীন এই প্রকাণ্ড হাতী-শালা, ঘোড়াশালাওলা, দপ্তরখানা-দেওয়ানখানাওলা আর রান্নামহল থেকে রংমহল পর্য্যন্ত সাতমহলওলা বাড়ী যদি না ভূতো' বাড়া হবে তবে কি ভূত মশাইরা "রাম রাম" নাম ক'ল্যেম? (নাক কাণ মলন) ঐ সেই মশাইরা তবে কি বাসরঘরে, বে-বাড়িতে, শ্রাদ্ধবাড়িতে, পূজোবাড়িতে, যেখানে অনেক লোকের আমদানী হয় সেইখানে গে বাসা নেবে? এ বাড়ী যদি ভূতো বাড়ী না হয়, আমি কলিঙ্গ-কোটালের পুরুতপদ থেকে, বেরাহ্মণের তালিকা থেকে খারিজ।

ভাঁ। আর যদি এই মহলেই মানুষ দেখ্‌তে পাও, ঠাকুর? তা তা হ'লেত' এগুতে চাইবে?

ব্রা। এই সাতমহলের গুহ্যিদ্বারে যদি এসে বাবা কোন মনিষ্যি দেখা দেয়, তা হ'লে তিনি হয় ভূত নয় পেত্‌নী। "রাম রাম" নাম ক'ল্লুম? (নাক কাণ মলন) এ ওঁদেরই রাজ্য; ভাঁড়ু! কেন বাবা বেহ্মহত্যা ক'রবি? আমায় ছাড়ান দে পাছুবাগে চাইতে নেই—চাইবো না; উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে গড়ের বাইরে গিয়ে দম ফেলে বাঁচি।

ভাঁ। ঠাকুর এত' ডরাও কেন? লোকজন নেই দেখেও যখন এত'টা আসা গেছে তখন আর একটুর জন্যে কেন বল আমাদের সব আঁটা মতলব ফস্কে দেবে? কোটালকে জানতো? তোমার যজ্‌মানটীকে চেন তো? হেরে পালাতে হ'চ্ছেলো, আমার মতলব শুনে পথ থেকে ফিরে, তোমায় রাজপুরুত সাজিয়ে, আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেছে, জানতো? ফাঁকতালে কাজ হাঁসিল ক'রে নিতে চায় বোঝতো? না ক'ত্তে পাল্যে তোমার তরমুজের বোটার মত টিকিটি-শুদ্ধু নেড়ামাথাটী কাটা যাবে; আমাকেও শূলে চ'ড়ে সিঙ্গে ফুঁকতে হবে, বুঝ্‌লে? বিশেষ ভজকটো ক'র না—যা বলি তা শোন! ইশারায় বুঝে নাও, তুমি আমি ছাড়া আস্‌পাশ দে আমাদের আরও অনেকে এগিয়ে আস্‌ছে! তুমি এই খানে থাক, পালিও না। আমি ঐ দোরের কাছে গিয়ে ডাক পাড়ি! থাকে তো—পালিয়ে গিয়ে না থাকে তো এইখানেই আছে! ও খুড়ি! খুড়ি মাগো! (কাণ পাতিয়া শুনিয়া) ঐ যে ভিতরে যেন ফুস্‌ফুস্‌ ক'রে কথার আওয়াজ হ'চ্চে না? হ'চ্চে বৈ কি। এইখানেই আছে! (উচ্চৈঃস্বরে) ও খুড়ি! খুড়িমা গো! সু-খবর নিয়ে তোর ক্যাঙ্গলা ছেলেটা এয়েছে যে মা!

(বিমলার মার সহিত ফুল্লরার কক্ষদ্বার হইতে প্রবেশ।)

বি-মা। কে গা? দত্ত ছেলে বুঝি?

ভাঁ। হ্যাঁ গো মা! হ্যাঁ! আমি নয় তো আবার কে?

ছেলে না হ'লে আর এতো জোর কার? এই খুড়ি মা, আমার গর্ভধারিণী মা! বলে—"কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কদাপি নয়"। এই বিপদ—এ সময় কি আমি মায়ের কাছে না এসে থাক্‌তে পারি? তা খুড়িমা, ধর্ম্ম যেখানে জয় সেখানে! কলিঙ্গের রাজাকে কি কম বুঝিয়েছি? কত হাতে পায়ে ধ'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে এ যুদ্ধু রদ করিয়েছি, জান গা খুড়িমা! বড় হ'লেই তাঁর পাঁচ বেটা শত্তুর হয়! কলিঙ্গ রাজার কাছে সেই রকম পাঁচ বেটাতে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে এটা করিয়েছিল কি না! আমি তো কিছু লাগানো ভাঙ্গানো করিনি! কাজেই সে সব উল্‌টে দিয়ে দিনরাত প'ড়ে থেকে কেঁদেকোকিয়ে খুড়োর ওপর তাঁর মন ফিরিয়েছি! এই দ্যাখ তিনি পুরুত্‌ পাঠিয়ে দিয়েছেন! ওঁর হাতে প্রেসাদি পান আর রাজটীকার ফুল চন্নন আছে! খুড়োকে ডাকুন্‌, তিনি এসে হাত পেতে নিন্‌,—বাস্‌, সব জঞ্জাল মিটে যাক্‌। রাজায় রাজায় ভাব না থাক্‌লে কি খুড়ি কাজ চলে?

বি-মা। তবেই তো? তা হ্যাঁগা! তোমাদের কলিঙ্গের রাজা মশাই কেন একেবারেই রাজ্যিখানা দখল ক'রে নিন্‌ না! আমি, আমার সই, আর সয়া তিনজনে পাশের মধুবনের ভেতর কুঁড়ে বেঁধে থাকিগে! আমাদের সৈন্যিসামন্ত তো কেউ গড়ের ভেতর নেই, তোমরা একটু জোরজার দেখালেই আমরা সয়াকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

ফু। ও সই! তা কেন? কলিঙ্গের রাজা যখন প্রেসাদি পান পাঠিয়েছেন—তখন আর ও দারুণ কথায় কাজ্ কি? যে জন্যে রাজ্যত্যাগ ক'রে বনবাসে যেতে চাচ্ছিলেম, কলিঙ্গরাজ সম্রাট্ বাপের বড়,—আর ইনি আমার পেটের সন্তানেরও বাড়া—এঁরাই তার উপায় ক'র্‌বেন্! রাজা হ'য়ে রাজকার্য্য ছেড়ে—সংসারধর্ম্ম ছেড়ে—উদাসীনের মত হ'য়ে থাক্‌তে, রাজার রাজা সম্রাট যিনি, তিনি যদি না দ্যান্ তা হ'লেই তো আমার কামনা পূর্ণ হয়। রাজাস্বামীকে আমার রাজা-স্বামীরূপেই পাই।

বি-মা। তা বেস্! তবে তাই হোক্! ওঁদের কিন্তু বোলে দিয়ে যেতে হবে, সয়া আমার ঘরে থাক্‌বে—রাজ্যি-পাট ক'র্‌বে আর জাতের দিন ছাড়া অন্য কোন দিন ঐ মন্দিরের ত্রিসীমানায় যেতে পার্‌বে না!

ভাঁ। এই কথা? আমি সব ঠিক ক'রে দোব! এখন বলতো খুড়ি! খুড়ো আমার কোন্ মহলে আছেন? এই মহলে বুঝি? এই মহলে না? এই দিক্‌কার এই ঘর গুণোর ভেতর সেই মাঝখানকার পাথুরে ঘরে বুঝি? বল না? আমি পেটের ছেলে—আমায় ব'ল্‌তে কি?

ফু। হ্যাঁ, সেই ঘরেই আছেন! তা আমি না হয় ডেকে আন্‌চি।

(উভয়ের কক্ষমধ্যে প্রবেশ।)

ভাঁ। ঠিক থেকো ঠাকুর! কাঁপ্‌ছো কেন?

ব্রা। কাঁপছি কেন? সব শুদ্ধু পপাত ধরণীতলে হইনি যে এই ঢের! বাবা ভাঁড়ু! তোমায় ব্যাগত্তা করি—তোমায় জোড়হাত করি—আমায় ছাড়ান দেও, আমি সরে পড়ি। তুমি বাবা ভূতের রোজা—তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি! রাজার রাণী শাকচুন্নী—আর তার সই ঐ মাগী পেত্‌নী! ডাক্‌তে গেল রাজাবেটাকে সে বেটা মোরে ভূত হ'য়ে আছে! "রাম রাম"—আবার নাম কল্লুম? (নাক কাণ মলন)।

(বেগে বিমলার প্রবেশ।)

বি-মা। দত্ত ছেলে! সব্বনাশ হয়েছে।

ভাঁ। কি? কি? খুড়ো ওখানে নেই নাকি?

বি-মা। ওগো তা নয় গো, তা নয়! ধ্যানঘরের ভেতর ব'সে-ছিলেন,—সই গিয়ে খবর দিলে, তোমার কথা বল্যে, অমনি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন্। এমন সময়, জানগা দত্ত ছেলে, জানলার ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুল্ল-তার মত একটা ঘোরালো আলো এসে সয়ার মাথার চার্ দিকে ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্ব'লে আবার জান্‌লা দিয়ে বেরিয়ে মিলিয়ে গেল! অমনি, জানগা দত্ত ছেলে, সয়া আমার চৌচাপটে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গেল, আমি তাই ব'ল্‌তে এলুম।

ভাঁ। তাই তো! এটা কি রকম হ'ল?

ব্রা। ও বাবা ভাঁড়ু! তোমার খুড়ো দেখ্‌চি তবে তা নয়! বেহ্মদত্তি? তুমি বাবা মজালে দেখ্‌চি! এখনি

থড়ম পায়ে দিয়ে খট্ খট্ ক'রে এসে বেলগাছে তুলে, খুলিটী খুলে, মাথার ঘিটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে, ঠেলে ফেলে দে—

(ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর প্রবেশ।)

কাল। বাহুর বল গেল, দেহের সামর্থ্য গেল, মা জগদীশ্বরী কি ক'ল্লি! সন্তানের শক্তিসামর্থ্য তেজ-বল একেবারে হরণ ক'ল্লি?

ভাঁ। ও খুড়ো! তোমার তেজ কি যেতে পারে বাবা? কলিঙ্গরাজ তোমার তেজ শুনেই তো সন্তুষ্ট হ'য়েছে—তোমার সঙ্গে সন্ধি ক'রে পাঠিয়েছে। এই পুরুতের হাতে প্রেসাদি পান, আর রাজটীকার জন্যে ফুল চন্নন দিয়ে দিয়েছে। মজা ক'রে নিজের রাজ্য নিজে ভোগ কর, পাঁচজনকে প্রতিপালন কর। এই ধর—হাঁটু গেড়ে বোসে, মাথা পেতে, সম্রাটের প্রেসাদি পান নেও।

(কালকেতুর হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন।)

বি-মা। ওগো দত্ত ছেলে! সেই কথাটা অমনি ব'লে দাও।

ভাঁ। হ্যাঁ বল্চি! আগে কাজ হাসিল করি। (সঙ্কেতসূচক বংশীধ্বনি করণ)।

(কলিঙ্গ কোটাল ও সৈন্যগণের দ্রুত প্রবেশ এবং কালকেতুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ।)

ফু, বি-মা। ওমা! একি গো! ওমা একি গো! ওকি কর গো! ওঁকে বাঁধ কেন?

কাল। কৈ? বন্ধন কৈ? ফুল্লরা! তোমরা যে বন্ধনের চেষ্টা কচ্চিলে—তার কাছে এ বন্ধন তো অতি তুচ্ছ! মমতার ডোরে প্রাণের বন্ধন—মায়ারজ্জুতে সংসারের বন্ধন—আর সামান্য লৌহের শিকলে দেহের বন্ধন—এতে যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ! এ বন্ধন একদিন সহজে ছিঁড়্‌তে পারবো! কিন্তু ও বন্ধন যে মরণ পর্য্যন্ত সঙ্গের সাথী হবে! ও বন্ধনের চেয়ে এ বন্ধন ভাল!

ভাঁ। ও কোটাল মশায়! শেকলের বন্ধন ছিঁড়তে চায় যে! বেস্ ক'রে বাঁধ—আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেল! দুই হাঁটুতে কনুয়েতে এক সঙ্গে ক'রে, কোমরের সঙ্গে হাতির শিকল দিয়ে, মোড়ম্বা ক'রে বেঁধে ফেল! খুব এঁটে বাঁধ,—গলায় আচ্ছা ক'রে জিঞ্জির লাগাও! লাগিয়ে, কোমরের শেকলে এঁটে দিয়ে, দুই হাতে হাতকড়ি পরিয়ে, দোরস্ত ক'রে নিয়ে চল! হাঁ, ঐ ঠিক্,—ও রকম না হ'লে কি এই বুনো বয়ারকে বাগিয়ে নেওয়া যায়? কেমন হে বাবু কালকেতু! যা ব'লে গেছলেম্—তা হ'ল তো? তা ঘোটলো তো? আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হ'য়েছেল—চোকে কাণে যে দেখতে পাওনি। এখন? এখন আর কে রাখে? ব'লে গেছলুম—যদি হরি দত্তের বেটা হই—জয় দত্তের নাতি হই, তা হ'লে তোমার ঐ হাতীঘোড়া হাটে বেচাবো, গুজরাট দখল ক'রবো, আর ঐ তোমার ফুল্লরাকে হাটে হাটে পসরা দিয়ে মাংস বেচাবো, তবে ছাড়বো। তা হ'ল তো?

কাল। মা জগদম্বার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তুমি কে? ভিখারী না হ'লে মার প্রসাদ তো পাব না! মা ভিখারী কোচ্চেন, তুমি কে? ভাল মন্দের বিচার তিনি কোচ্চেন, এ বন্ধন তাঁরি, তুমি কে?

ক-কোটাল। উনিই এ সমস্তের মূল, তুমি যে এতো ব'লচো, আমার রাজাকে না জানিয়ে রাজ্যিপাট্ ফেঁদে ব'সেছো, তুমি বাপু কে?

কাল। ভাই কোটাল! আমি কে? আমি কেউই না। এ ধনসম্পদ মা চণ্ডী আমায় দিয়েছেন, তাঁরি আদেশে এ বন কাটিয়েছি, তাঁরি ধন ব্যয় ক'রে আমি প্রজা বসিয়েছি, আমি কিছু জানিনা! সামান্য ব্যাধের ছেলে আমি, এর ভালমন্দ আমার মা-ই জানেন তাঁর চরণতলে প'ড়ে আছি, সর্ব্বস্ব তাঁকে অর্পণ ক'রেছি! এর ভালমন্দ তিনিই জানেন, আমি তাঁকে বইতো আর কাকেও ভালবাসিনা, আর কাকেও ভক্তি করিনা, আর কাকেও ডরাই না!

ক কোটাল। ডরো কি না ডরো, একবার রাজার সমুখে তোমায় নিয়ে গেলে বুঝ্‌তে পার্‌বো! হাতীর পায়ের তলে, কি বাঘের মুখে, কি শূলের আগায়, কি জল্লাদের টাঙ্গির ঘায় যখন প'ড়্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পার্‌বো তোমার কত সাহস?

ভাঁ। তাই চলনা কোটাল মশায়! নিয়ে চলনা, আর দেরি কেন?

ফুল্ল। ওগো, রক্ষা কর, ওঁকে নিয়ে যেওনা! ওঁর কোন অপরাধ নাই। ওগো! তোমাদের হাতে ধরি, সর্ব্বস্ব

নেও ! এ হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, ধনদৌলত, রাজ্যিপাট্ সব্বস্ব নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দাও ! আমি কাঙ্গালিনী ছিলেম, কাঙ্গালিনীই থাকি ; আমার কাঙ্গাল স্বামী কাঙ্গাল হোক্, আবার বনে গিয়ে বাস ক'র্‌বো। ওগো ! তোমাদের পায়ে ধরি, অভাগিনীকে অনাথিনী ক'রনা— ওঁকে ছেড়ে দাও ! এ জন্মে আর কখনও ওঁকে এ জায়-গার ছায়া মাড়াতে দে'বনা ! ওগো, তোমাদের কাছে, গলায় কাপড় দে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমায় স্বামীভিক্ষা দাও ! ওগো ! সর্ব্বস্ব নিয়ে আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও !

কোটা। আমি, মা, রাজ-আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র। আর বিলম্ব ক'ত্তে পারি না ! ওহে ! বন্দীকে নিয়ে চল !

[বন্দীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

সুভ্র, বি-মা। ওগো সত্তি সত্তি নিয়ে গেল যে ! রক্ষা কর গো ! হায় হায়, কেউ নেই যে রক্ষা করে ? হায় হায়, কি ক'র্ত্তে কি কল্যোম্, কি হ'তে কি হ'ল ? বুক্ থেকে যে ছিঁড়ে নিয়ে গেল গো ! ওগো ! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো !

(উভয়ের উভয়দিকে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গুজরাট্ চণ্ডীমন্দিরের সম্মুখ।

(সাধনা ও সিদ্ধিনাথ।)

সিদ্ধি। প্রেত! প্রেত! প্রেত্! সাধনা। এই অমানিশার ঘোরান্ধকারে প্রেতের নৃত্য হ'চ্চে! অত্যাচারিতের হাহাকারে তাড়নার হুহুঙ্কারে মিশে প্রলয় সঙ্গীতের সংহারতান,উঠ্‌ছে! অত্যাচার আর বাধা মানে না, রাজ্যে নিরাশ্রয় অনাচারের উন্মাদিনী স্রোতস্বিনী দু-কূল ভাসিয়ে গর্‌জাতে গর্‌জাতে ছুটে আস্‌ছে! গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর সে পৈশাচিক তরঙ্গের মুখে প'ড়ে কে কোথায় ভেসে যাচ্চে, তার নির্ণয় হ'চ্চেনা! প্লাবন! প্লাবন! সাধনা! সে মহাপ্লাবনে সব ভেসে যাচ্চে। ধর্ম্মকর্ম্ম, ধনমান, আশা, বাসনা, সাধনা, কামনা, ইহকাল, পরকাল, মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব, এমন কি, কুলমহিলার সোণার সতীত্ব পর্য্যন্ত ভেসে যাচ্চে—কিছুই তিষ্ঠুতে পাচ্চেনা—অনাহত স্রোত অবিরাম বইছে!

সাধ। তাই তো ভাই সিদ্ধিনাথ! এমন বিপদ তো কখনও হয়নি! মায়ের এ সোণার রাজ্যে এমন সর্ব্বনাশ যে হবে, এতো স্বপ্নেও ভাবিনি।

সিদ্ধি। সাধনা! যাকে নিয়ে রাজ্য, যাদের নিয়ে সংসার, আর তারা তো মায়ের নেই! মাকে ছেড়ে ছুষ্ট তৃষায়, কি রাজা, কি প্রজা, সবাই সংসারের মায়া-মরীচিকায় মোজেছে! রাজা গেছে, প্রজা যাচ্চে, রাজ্যও যায়! সম্পদ যারা চেনে না, সম্পদ যারা উপভোগ ক'ত্তে জানে না, সম্পদের মূলে যাদের দৃষ্টি নাই, সে হতভাগাদের বিপদ বই আর কি সম্ভব হ'তে পারে?

সাধ। আচ্ছা ভাই সিদ্ধিনাথ! তারা যেন অভাগা ছেলে—মহামায়া মা তো আমাদের সবারই মা, জানতো ভাই, 'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কু-মাতা কদাপি নয়!' তাই ভাবি, তিনি আর হেথায় নেই! মা থাক্‌লে, ছেলেপুলেদের এমন বিপদ কি ঘট্‌তে পারে?

সিদ্ধি। সে কি সাধনা! জাননা? ইচ্ছাময়ী মার ইচ্ছাই যে সম্পদ্‌বিপদের মূল, তাঁর অনাদরে এ সংসারে বিপদ আসে, আবার তাঁরি আদরে বিপদ ত্রাসে ছুটে পালায়! বিপদের পর সম্পদ এলে, বিপদবারিণী মায়ের নাম অমনি চারিধারে বেজে ওঠে! মর্ত্ত্যের মাতুনি সংক্রামক হ'য়ে, স্বর্গ পর্য্যন্ত ছুঁয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে! তাই আমি ভাবি, মা কোথাও যাননি—সেই খেলা ক'রবার জন্য, সেই রঙ্গ দেখা'বার জন্য এই বিপদের অবতারণা!

সাধ। তাতো নয় সিদ্ধিনাথ! মা তো আমাদের নিদয়া নন্! কান্নার রঙ্গ দেখ্‌তে তো তাঁকে কখনও দেখিনি, কখনও শুনিনি! আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্চি, তিনি হেথায় নাই! ওই দেখ কান্তিময়ী মা জননীর সে জ্বলন্ত

ছটাতো আর নাই ; সে দীপ্তিমান্ শতসূর্য্যের জ্যোতি তো আর নাই !

সিদ্ধি। নাই ? নাই সাধনা ? সত্যিই তো নাই। তাই তো, তবে কি হবে ! অধর্ম্মের ক্ষয় আর ধর্ম্মের জয় তা হ'লে কই হোল ? সাধনা ! এ জন্মের আগেকার কথা মনে কর, সেই আগেকার কথা ! সেই কৈলাসে পদ্মার পরামর্শে, মা আমাদের ভোলানাথকে ভুলিয়ে অভিশাপ দিইয়ে, শচীপতির সাধের সন্তান নীলাম্বরকে ব্যাধের ঘরে জন্ম দিইয়ে,ধর্ম্মের সরল সৌন্দর্য্যে গঠিত ক'রে, তার মুখ দিয়ে জগৎকে মধুমাখা 'মা' নাম বলাতে এসেছিলেন ! তা কই হ'ল ?

সাধ। ইচ্ছাময়ী মা আমাদের, তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন, তাঁর কার্য্য তিনি কোল্যেন না ! তা, হ্যাঁ ভাই সিদ্ধিনাথ ! আমাদের এখন কি হবে ? মার নাম যায়, রাজ্য পাপে ডোবে, এখন তুমি আমি কি করি, ভাই ?

সিদ্ধি। মার খেলা ফুরোয় যদি, তুমি আমি কে ? সাধনা. মাকে পাই ভাল,নইলে তুমি আমি এক হোয়ে যাব। এক হ'য়ে, জ্ঞান সাধনা, এক হ'য়ে তার পর ঐ মন্দির, মহামায়ীর ঐ পাষাণ প্রতিমা, ওইখানে ওঁরই পাশে——

(রোরুদ্যমানা ফুল্লরার বেগে প্রবেশ।)

ফুল্ল। ওগো কে আছ গো ! রক্ষা কর—রক্ষা কর ! পাপীষ্ঠরা এখানে পর্য্যন্ত তাড়া ক'রে আস্‌চে !

সিদ্ধি। কৈ ? কারা ? কোথা ?

ফুল্ল। ওগো ! ওই যে ! ওই যে বাঘের মত গর্জ্জন কোত্তে

কোত্তে আস্‌চে! ওই যে রাজ্যের যত পুরুষকে ধনে প্রাণে মেরে, কুলমহিলার ধর্ম্ম খেতে খেতে, জ্বলন্ত মশাল হাতে রক্তমুখী হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে! ওগো! ওরা যে বড় অধর্ম্মী, ওরা এ দেবতার দেউল মান্‌বে না! ওদের পাষণ্ড দলপতি ভাঁড়ুদত্ত চাতুরী কোরে আমার স্বামীকে হরণ ক'রে নে গেছে, রাজ্য ছারখারে দিচ্ছে, শেষে অনাথিনী আমি, আমার উপর অত্যাচার কোত্তে বাড়ি থেকে পথ, পথ থেকে বন, বন থেকে মাঠ, মাঠ থেকে এ পর্য্যন্ত তাড়া কোরে আস্‌চে! ওগো! কোনও উপায় কর, এলো যে! ওগো, মার কাছে এসেও কি এ অভাগিনীর পরিত্রাণ নাই?

সিদ্ধি। কি? এখানেও পরিত্রাণ নাই? এ মায়ের কোলে সন্তানের পরিত্রাণ নাই, কে বলে? জগন্মাতা মাগো! এ বুকভাঙ্গা নৈরাশ্যের কথা কাণ পেতে শুন্‌ছিস্ কি? তোর আশ্রয়ে এসে তোর ছেলেমেয়ে পরিত্রাণ পাবে না? এ কলঙ্কের কথা কাণ পেতে শুন্‌চিস্ কি? বল্, বল্ মা অসুরনাশিনী! বল্ মা! এ কলঙ্কের কথা তোর কেন শুনি? কেন শুনি? কেন শুনি? শুন্‌তে পারি না যে মা, সর্ব্বশরীরে যে বিদ্যুৎ ছুটে যায়।

(নেপথ্যে কোলাহল।)

ফুল্ল। ওই,—ওই বুঝি ওরা এলো?

সাধ। তাইতো! এসে পোড়্‌ল যে! ভাই সিদ্ধিনাথ! আমি দৌড়ে সিংদরজাটা বন্ধ কোত্তে ব'লে আসি!

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে পুনঃকোলাহল।)

সিদ্ধি। ওই—ওই মহাশক্তি মাগো, এলো যে! অসুরের দল এলো যে! অসুরনাশিনী! জাগ্‌ মা, জেগে আমায় খড়্গ দে! তোর হাতের খড়্গ তোর সন্তানের হাতে দে! অসুরের রক্তে তোর পা ধুইয়ে দি!

(সিদ্ধিনাথের মন্দিরে প্রবেশ ও সাধনার পুনঃপ্রবেশ।)

নেপথ্যে। (একজন) ওই যাঃ—দরজা বন্ধ কল্যে যে।

নেপ-ভাঁ। দরজা ভেঙ্গে ফেল্‌, চুলের ঝুঁটী ধোরে বের ক'রে নিয়ে আয়! তার পর এইখানে দশের সুমুখে বেইজ্জত্‌ কোরে, ওলয়ারের আগায় টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে, গাদায় মিশিয়ে দে! প্রতিহিংসার এতটুকু বাকি রাখ্‌বো না। ভাঙ্গ্‌, ভাঙ্গ্‌, দরজা ভেঙ্গে ফেল্‌!

(মহাকলরব ও আঘাতের শব্দ।)

(খড়্গহস্তে মন্দির হইতে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ।)

সিদ্ধি। খড়্গ পেয়েছি! শতসহস্র অসুরাবতার-পাতের মহা খড়্গ এই আমার হাতে! এই জীয়ন্ত খড়্গে অসংখ্য বলি এনে মায়ের পায়ের তলে ফেলে দেব!

(নেপথ্যে কোলাহল ও দ্বারভঙ্গের শব্দ।)

সিদ্ধি। ঐ যে! ঐ যে বলি এলো! আপনি এলো, জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) জগদীশ্বরী! এই নে, আবার আনি! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) অসুরনাশিনী! এই নে,

আবার আনি! জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) দনুজদলনী! এই নে, আবার আনি! জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) জগদম্বে! এই নে, আবার আনি! জয় মা! (নেপথ্যে গমন ও ছিন্ন শির হস্তে পুনঃপ্রবেশ) মহিষমর্দ্দিনী! এই নে, আবার আনি!

(মন্দির হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী চণ্ডী-মূর্ত্তির প্রবেশ।)

চণ্ডী। ওরে বাবা! থাম্, পাতকীর শোণিত-পাতে পাতকী কমে, নিঃশেষ হয় না। অনুতাপের অস্ত্রে পাতকী তরে, পাতক বলি দিয়ে, কই, কেউতো তরাচ্চে না! আমার সোণার সংসার ভেঙ্গে যাচ্চে! আমার পুণ্যের রাজত্বে পাপ ঢুক্‌ছে! আমার ধর্ম্মভীরু ছেলেপুলেরা অধর্ম্মের স্রোতে ভেসে যাচ্চে! ওরে, তাদের ত কেউ ফেরাচ্চে না! এ ঘোর অন্ধকারে আলোকের পথ কেউ দেখাচ্চে না! তারা সবাই ভুল বুঝ্‌চে! সুপথ ভেবে কুপথের দিকে ছুটে যাচ্চে! আপন আপন ছুরি আপন আপন বুকে মেরে, আত্মহত্যা-মহাপাতকে লিপ্ত হোচ্চে! পরকে আপনার ক'চ্চে, আপনারকে পর কোচ্চে! এ মহাভ্রম তাদের কেউ বুঝিয়ে দিচ্চে না। এ মহা ভুল তাদের নিজের নিজের সত্বা পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিচ্চে! কেউ স্মরণ করিয়ে দিচ্চে না! কেউ রক্ষা কোচ্চে না! এমন জ্বালা, আমি মা হ'য়ে, কেমন কোরে সইতে পারি, বাবা?

সিদ্ধি। মা! একি মা! এ রহস্য, কেন মা! জগদীশ্বরী! তোমার জগৎ, তোমার জীব, তুমি সবার অন্তরে থেকে এ অন্তরের কথা কেন কইচ মা? মহামায়া! এ তোমার কোন মায়া মা? এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ওপর নীচে, ভেতরে বাইরে, যেখানে যা আছে, তোমার অগোচর তো কিছু নয় মা! তুমি জগতের স্থাবরজঙ্গম, তুমিই জীব দেহে প্রাণ; আত্মময়ী! তোমাতে সব, তুমিও সবাতে। তবে এ ছলনা কেন? সন্তানকে সুপথ তুমি না দেখালে আমরা কে?

চণ্ডী। ওরে বাবা! সন্তান কি আর আমার আছে? তারা যে আমায় পর ভেবে পরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে! এ ভবসমুদ্রের তটে একলা আমি তাদের নিয়ে খেলাচ্ছিলেম, চেয়ে দেখি এক একটি তরঙ্গ এসে একে একে তাদের গ্রাস ক'রে নিয়ে যাচ্চে। তারা যাচ্চে আর ফির্‌ছে না। আমি শূন্য কোলে সোণার ছেলেমেয়েদের ভাসিয়ে দিয়ে আত্মহারা অভাগিনীর মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্চি। হ্যাঁ বাবা! শুনেছি, পুত্রহীনা কাঙ্গালিনীর কান্নায় পাষাণ গলে; পরে এসে চক্ষের জল মুছায়। আপনার যারা, তারাত কই আর ফেরে না। তাই বাবা, তাই আমি কেঁদে সারা হই। কান্নার ডোরে যদি বাছাদের ফিরিয়ে এনে আবার বাঁধতে পারি, তাই কাঁদি বাবা!

সিদ্ধি। কাঁদ্‌বে কাঁদ, কিন্তু মা! তোমার কান্নাতো তোমার নয়! তোমার হাসিকান্না যে জগতের হাসিকান্না।

তুমি যাদের জন্য কাঁদ্‌চ, তারাও তো তোমার জন্যে কাঁদ্‌চে।

চণ্ডী। কই কাঁদে বাবা! তারা কাঁদে কই? আমার বাছারা কাঁদে কই? আহা, তারা যে আমার বড় সুবোধ ছেলে; মা বই যে তারা আমার আর কাউকে জান্‌ত না, মার কোল বই তারা যে আমার আর কারও কোল চিন্‌তো না, মা নাম বই তারা যে আমার আর কারু নাম মুখে আন্‌ত না। এমন সব ছেলে আমার কোথায় গেল বাবা? বাবা! বল্‌রে, তারা যে বড় সাধের বাছা আমার; বল্‌রে, তারা যে বড় দরদের নিধি আমার; বল্‌রে, আমি তাদের কোলে পেয়ে যে সকল দুঃখ ভুলে ছিলেম; বল্‌রে, আমার মায়ার পুতুল সব কম্‌নে পালাল, বল্?

সিদ্ধি। তাদের যে মা সম্পদ দিয়ে ভুলিয়ে ছিলে! বিপদের ধাক্কা সইতে, বিপদের কান্না কাঁদ্‌তে তো শেখাওনি! তুমি বিপন্নের মা—সম্পন্নের তো কেউ নও! লোক বিপদে তোমায় ডাকে, সম্পদের সময় ভুলে যায়! বিপদে জগতের লোক জগতের লোককে ফেলে পালায়, একলা তারা, তাই তোমায় চায়—অন্য কাউকে পায় না, তাই তোমায় চায়! সম্পদের সময় শত্রু এসে মিত্র হয়, অনাহ্বানে পর এসে আপনার হয়ে বসে, আর তোমায় ভুলিয়ে দেয়! তারা তাই তোমায় ভুলে, মাথা পেতে বজ্র নিয়ে, মহাপাতকের হ্রদে গিয়ে ডুব দিয়েছে!

চণ্ডী। বটে! বটে বাবা! বাছাদের আমার ভুলিয়ে নেগেছে?

সিংহিনী আমি, আমার বাছাদেরও ভোলালে? সন্ত-প্রসূতা সিংহিনী আমি—আমার শাবকদের শিকারীতে হরণ ক'রে নে গেল? এখনি যে উন্মাদিনীর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে যাব, যেখানে পাব, পাপ শিকারীর বুকের রক্ত শুষে খেয়ে নিজের শাবকদের কোলে নিয়ে, আস্‌তে পারি ফিরে আস্‌বো, আর যদি না পাইতো, সাধনা! সিদ্ধিনাথ! সন্তানদের যদি না পাই, তা হ'লে, আমার এই যাওয়াই শেষ যাওয়া! এ পাপ রাজ্য ছারখার হ'য়ে যাবে, আর আস্‌বো না!

[বেগে প্রস্থান।

সাধ। সিদ্ধিনাথ! মা যে চ'লে গেল ভাই! আর আস্‌বে না ব'লে গেল যে! তুমি আমি তবে আর কেন থাকি? কার জন্যে থাকি?

সিদ্ধি। তাই তো? কোথা থাকি? কার মুখ পানে চেয়ে থাকি? মা আমাদের পায়ে ঠেলে চ'লে গেলেন, আমাদের আর দাঁড়াবার স্থান কই, সাধনা? সাধনা! এ শূন্য মণ্ডপপানে যে চাইতে পারি না! ওহো! মাতৃপীঠে মা নাই, আমরা তবে কে? মা নাই, ভক্ত তবে কে? ভক্ত নাই, সাধনা, তুমি কে? সাধনা রবে না, আমি সিদ্ধি কে? সবশূন্য—সবশূন্য—জগন্ময়ীর জগৎ শূন্য—শূন্য পুরীতে কোথায় রব? এ শূন্য শ্মশানে মা—মা বোলে আর কারে ডাক্‌বো? কে উত্তর দেবে? আমরা প্রাণ ভোরে ডাক্‌বো 'মা' শূন্য শ্মশান প্রতিধ্বনি

দেবে 'না' ; তাই শুনতে এ ছাই ঠাঁয়ে কি আর থাকতে পারি? সাধনা! অনন্ত মহাশূন্যের এক বিন্দু শূন্য নিয়ে এয়েছি, পঞ্চভূতের জাল ছিঁড়ে, চল দুজনায় এক হ'য়ে, সেই অনন্ত মহাশূন্যের স্তরে স্তরে মহামায়ীর মহা কায়ে মিলিয়ে যাই!

সাধ　চল তাই যাই ভাই! এ জড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি!

(বিমলার মার দ্রুত প্রবেশ।)

বি-মা। ওগো! এই যে তোমরা হেথা? তোমরা কিছু দেখনি? হ্যাঁ সই! তুমিই না কয় বলনা, আমি কি সত্যি দেখ্‌লুম, না, স্বপ্ন দেখ্‌চি!

ফুল্ল। কি সই! কি দেখ্‌লে?

বি-মা। ওমা তোমরা কিছু দেখনি? এই মাত্তর এই দিক-থেকেই তো সব গেল গো! এমন আশ্চয্যি জন্মে কখনও দেখিনি?

সিদ্ধি। কি? কি দেখেছ, বাছা?

বি-মা। ওমা, তবে দেখ্‌চি তোমরা কিছু জাননা! তবে হয়ত আমি স্বপন দেখিছি, এখনও হয়ত স্বপন দেখ্‌ছি! স্বপন না হ'লে কি অমন আশ্চয্যি কেউ কখনও সত্যি সত্যি দেখ্‌তে পায়?

সাধ। কি মা? কি দেখেছ বলনা! স্বপন কি আর কেউ জেগে দেখে? বলনা?

বি-মা। আচ্ছা বল্‌ছি! এই দ্যাখ মা, আমাকে আর আমার

এই সইকে তাড়া দিতে সই পালিয়ে এলো, আমি ছুট্টে গিয়ে, মোড়লদের বাড়ির পাশে, রাস্তার ধারে সেই যে বটগাছটা আছে, তারির পাশে লুকুলুম্; লুকিয়ে আছি, এমন সময়, জান মা, এই মন্দিরের দিক্‌টা যেন আলো হ'য়ে উঠ্‌লো! চেয়ে দেখি সেই ভাঁড়ুদত্ত পোড়ারমুখো আর তার সঙ্গে একদল লোক ছুটে আস্‌ছে; আর তাদের পেছনে পেছনে, ব'ল্‌বো কি মা, ব'ল্‌তে গা শিউরে উঠ্‌ছে, একটা পেরকাণ্ড সিঙ্গীতে চ'ড়ে জ্বলন্ত আগুণের মত রং, সেই সেই যে সই, সেই যে দেবতাছুঁড়ি তোমাদের সাত ঘড়া ধন দিয়েছিল, সেই দেখিনা ছুটে আস্‌ছে; তার পেছনে আশে পাশে আবার দেখি বাঘ ভালুক বরা আরও কত-কি জন্তু জানোয়ার লক্‌লকে জিব বের ক'রে হাঁ-হাঁ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে ছুটে আস্‌ছে! আর পথের দুধারি কলিঙ্গের সয়তান গুণোর, কাউকে থাবা মেরে, কারুর বুক চিরে, কারুর ঘাঁড় ভেঙ্গে, রক্ত শুষ্‌তে শুষ্‌তে এগুচ্চে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মা চোকের বার হ'য়ে গেল—

সিদ্ধি। বটে! এমন হ'য়েছে? মা আমার অসুর দমন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চোলে গেছেন, চল দেখি দেখি! জয় মা জগদী-শ্বরী! জয় মা জগদীশ্বরী!!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(কলিঙ্গ কারাগার।)

(কারাগারস্থ গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে কালকেতুর প্রবেশ।)

(কালকেতুর গীত।)

আমি জাগিয়ে ঘুমাই।
চাই স্বপনে ডাকিতে মায়ে
মা-মা-মা-মা ব'লে
নারি,—আঁখি-নীরে ভাসি তাই।
আমি এ কারায় কাঁদি তাই॥
আগে জাগিয়ে কাঁদিয়ে কত ডেকেছিনু মায়,
তায় জেগে মা জননী কোলে নেছিল আমায়,
ভাল বেসেছিনু যত,
ভাল বেসেছিল তত,
মায়ামমতা-বাঁধনে বেঁধেছিল মহামাই।
ডোর ছিঁড়েছে মা দয়াময়ী,
সে দয়াত নাই॥
কই ডাকিলে শুনেনা মা তো সাধিলে আসেনা,
প্রাণ শূন্য হ'য়ে আছে মা তো আসিয়ে বসেনা,

আমি মা-হারা সন্তান,
আমি পাতকী-প্রধান,
পেয়ে নারিনু রাখিতে নিধি একি এ বালাই।
গেল, মা কোথা, মা কই, মাগো মায়াময়ী মাই ॥

(গান করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময়ী চণ্ডীরমূর্ত্তির আবির্ভাব।)

(চণ্ডীর গীত।)

আমায় কে ডাকে মা ব'লে রে।
(ওরে) মা ব'লে ডাকিত যারা
তারা গেছে চ'লে রে ॥
গেছে একে একে ছেড়ে তারা সব,
মোর বাছারা নীরব,
কেউ মা ব'লে ডাকেনা, ডাকিলে শোনেনা,
কোল পেতে কাঁদি, কোলে তো আসেনা,
এলো গেল চ'লে ছ'লেরে।
(ওরে) বুক্ ভেঙ্গে গেল, সকলি ফুরাল,
ছাই হ'য়ে যাই জ্ব'লেরে ॥

(কালকেতুর গীত।)

আমি মা ভুলে মা ম'জেছি।
(ভবে) এ ছার কারায়, তারা,
মায়া-বেড়ি পোরেছি ॥

দিছি রিপু-করে সঁপে দেহপ্রাণ,
বুকে নিয়েছি পাষাণ ;—
রিপু সাধিলে শোনেনা, মিনতি মানেনা,
ছাড়িতে চাহিলে ছাড়িতে চাহে না ;—
দিবারাতি সারা হতেছি।
(হ'য়ে) হুতাশে আকুল, হেরিনে মা কুল,
অকুল পাথারে পড়েছি ॥

(চণ্ডীর গীত।)

আহা মরি মরি হঁ্যারে ওরে বাপ,
(কেন) লইলি এ তাপ ;
(কেন) চিনে চিনিলি না, মা ব'লে এলিনা,
সন্তানের ডাকে করে করি ঘৃণা ;
না এসে থাকিতে পেরেছি ?
(ওরে) পাপী তাপী সবে, আমি যে এ ভবে,
মা নাম শিখাতে এসেছি ॥

(কালকেতুর গীত।)

ওমা, মোহে ম'জে মরেছি।
(ভুলে) আপনি মা আপনায় হারাইয়ে বসেছি ॥

(চণ্ডীর গীত।)

তুই যে রে বাপ নাড়িছেঁড়া ধন,
মোর লুকান রতন ;—
(কোলে) ছিলি ভাল ছিলি, আপনা ভুলিলি,
মায় ভুলে তায় যত দাগা দিলি ;—
(তোর) মুখ দেখে সব ভুলেছি।

(কালকেতুর গীত।)

(আমি) ছি ছি কি পাতকী, অধম নারকী,
হেন মায় দাগা দিয়েছি ॥

(চণ্ডীর গীত।)

ব্যথা পেয়ে বুকে চুপে চুপে সই,
হেঁকে কাঁদিনি ত কই ;—
(পাছে) ঝুরে আঁখিবারি, বাছারি আমারি,
অকল্যাণ ঘটে তাইরে নিবারি ;
ছাড়া পেয়ে ছেড়ে চলেছি।

(কালকেতুর গীত।)

ওমা, আর না ছাড়িব, পাছু পাছু যাব,
অনেক যাতনা সহেছি ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

চণ্ডি-মন্দিরের পুরোভাগ।

(বিমলার মা ও ফুল্লরা উপস্থিত।)

ফুল্ল। সই! সকলই যে ফুরাল! আশায় বেঁচে থাকবার আর কিছুই দেখতে পাচ্চি না যে! আশা ক'রে নিরাশার শেল বুকে সওয়া, আমি সেই বালিকা বয়েস থেকে অভ্যেস ক'রেছি—সে অভ্যেসে তো সই আর কোন ফল হোচ্চে না! আগেকার শেল যখনই যখনই বুকে বেজেছে, তাঁর মুখ চেয়ে আমি তখনই তখনই তা সয়েছি। আজ আর তো সইতে পাচ্চি না সই! অভাগিনী আমি, সে মুখ যে জন্মের মত হারিয়ে বসে আছি! আজ যে এ বুক সত্যি সত্যি ফেটে যেতে চাচ্চে! প্রাণের ভেতর ঘোর অন্ধকার—কোন আশার ছবি আর যে ফুটে উঠচে না। সে শূন্য শ্মশানে কেবল মাঝে মাঝে ধূ ধূ শব্দে আশা ভরসার চিতা-বহ্নি জ্বলে জ্বলে উঠছে! সই! এই প্রাণের ভস্মরাশি নিয়ে আর এক দণ্ডও যে বেঁচে থাকতে পাচ্চি না! আমায় এতদিন বেঁচে থাকবার এত উপায় বলেছিলি—আজ সই! তোর হাতে ধরি—আমায় ম'রবার একটি উপায় ব'লে দে! বেঁচে জুড়ুতে পাইনি—ম'রে জুড়ুই।

বি-মা। ও সই!, ও কি বলিস্? মরণের পথে কি তোকে আমার একা যেতে দেব মনে ক'রেছিস? এক দিনে

এক কুঁড়ের ভেতর জ'ন্মে—এক সঙ্গে খেলাধুলো ক'রে দুঃখেসুখে তোতে আমাতে কাটিয়ে এসেছি! আজ তুই বুকের রক্তপাত ক'রে—সর্ব্বস্ব হারিয়ে—নারীজন্ম বৃথায় কাটিয়ে, এ সংসারের সংহারপীঠে আত্মবলিদান দিতে যাচ্চিস্—আমি কি রমণী হ'য়ে তোকে একা যেতে দিতে পারি? এতে যে কোমলপ্রাণা রমণী-নামে কলঙ্ক হবে সই! এতে যে রমণীর জীবনমরণের ভালবাসা আর কেউ ব'ল্বে না সই! আমি তোরে নিয়েই সংসারী। তোর সংসার ভেঙ্গেছে—আর আমি কে? তোর সংসার ভেঙ্গেছি—আর আমি কি? চ' সই! চ'! মরণের পথে তোর সঙ্গে আমিও যাই চ'! দুই দুঃখিনীর অশ্রুজল দু-জনে মুছিয়ে—দু-জনে দু-জনের গলা ধরাধরি ক'রে—দেবতা স্বামীর চরণ চিন্তা কত্তে কত্তে—জ্বলন্ত চিতার বুকে, আসন পাতিগে—চ'!

ফুল্ল। আহা! সই! আমি অভাগিনী, আমারই সইবে, তুমি কেন তোমার এ সোণার অঙ্গ আগুণে দেবে? আমি মহাপাতকিনী—নিজে কেঁদে, পরকে কাঁদাতে—নিজে জ্বলে, পরকে জ্বালাতে—এ ভারতে এসে জন্মেছি! আমার মরণে সবাই জুড়ুবে, আর তুমি—তুমি যে, সই, বিধবা ব্রহ্মচারিণী, লক্ষ গৃহস্থের আদরের নিধি, ভক্তির প্রতিমা, মমতার সামগ্রী—তুমি ম'লে যে চারিদিকে কান্নার রোল উঠ্বে—হা-হুতাশের ঝড় বইবে! তুমি বেঁচে থাক, দশের উপকার কর, আমায় যেতে দাও! আমার সকলই ফুরিয়েছে, আমা হ'তে আর কিছু হ'ল

না! আমার খেলাঘরের সংসার পাতা হ'ল, ভেঙ্গে গেল, খেলাধূলা যেন স্বপ্ন হ'য়ে রইল। আমায় একা যেতে দাও! আমার সঙ্গে যেতে চেয়ে আর আমায়, সই, বাধা দিও না!

বি-মা। ইস্—তাইতো! আমি তাই যেতে দিলেম এতক্ষণ! একলা যেতে দেব ব'লে পোয় কি না দুজনে এতদিন এক হ'য়ে রইলেম? সুখের সময় পাশে থেকে, এ দুঃখের সময়, তোমায় একলা না ছেড়ে দিলে মানাবে কেন? তোমায় মরণের কোলে তুলে দিয়ে, আমি বেটী জীয়ন্তে ম'রে থাকি আর কি?

(বুলান ও সোমাই ওঝার প্রবেশ।)

সোমাই। এই যে! এঁরা হেথায় র'য়েছেন!

বুলান। ঠাকুর! এঁরা রয়েছেন বটে! কিন্তু ওদিকে দেখ্‌ছ কি? মাতৃপীঠ শূন্য যে! ওহো! মা-হারা মাতৃভূমির তাই আজ এ দুর্দ্দশা—মা-হারা সন্তানদের তাই আজ এ দারুণ অধঃপতন! মা আমাদের সাধ ক'রে এ সোণার সংসার সাজিয়েছিলেন, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ক'রে দেবতার মত দণ্ডধরের হাতে রাজদণ্ড দিয়ে, প্রজারূপী ধর্ম্মভীরু ছেলেপিলেদের কোলে নিয়ে, এই সোণার সংসার সাজিয়েছিলেন! তা রইল কই? কোথা থেকে পাপ প্রেত এসে, মায়ের এমন সোণার সংসার ছারখার কল্লে, ভেঙ্গে চুরে দিলে! পাপের দুর্গন্ধে মা জননী আমাদের দুর্দশায় ফেলে চলে গেলেন। ঠাকুর! মা গেছেন, রাজা গেছেন, তাই আজ রাজ্যের এ দুর্দ্দশা। দেশ

পুরুষত্বহীন, একটী মাত্র পুরুষও আর জীবিত নাই, পাপীর অস্ত্রে সবাই প্রাণ দেছে। রাজ্য বিধবায় পূর্ণ, বিধবার রোদন ঐ শোন, ঐ শোন, মর্ম্মভেদী রোল তুলে, তারা দলে দলে রণস্থলে চিতারচনা ক'রে, মৃত স্বামীদের সঙ্গে সহমরণে যাবার ব্যবস্থা ক'চ্চে! চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে এ দেখ্‌তে আর এ মহাশ্মশানে কি ক'রে থাকি? ঠাকুর! চল, সুমুখে নদী, দু-জনেই বৃদ্ধ, মরণের পথে এগিয়ে ব'সে আছি—চল, ঐ নদীগর্ভেই এ দুখানা ভগ্নতরী ভাসিয়ে দিয়ে যাই!

সো। তা চল, কিন্তু এ অভাগিনীদের কি হবে?

বি-মা। আমাদের কি হবে, তা আর পুট্‌ঠাকুর, তোমাদের ভাবতে হবে না! আমরা হিন্দুর বিধবা, স্বোয়ামীর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ দিয়ে তো বসে আছি। তার পর, এই শূন্য দেহখানাকে পুড়িয়ে ফেল্‌তে আমরা কখনও ডরাতে শিখিনি, জানিনা, তাতো জান পুট্‌ঠাকুর! বিধবার মরা তো বেঁচে যাওয়া গো! আমাতে, আমার সইতে এখনি চিতায় ব'সে নিজে হাতে আগুন দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবো অখন, দেখো; আমাদের জন্যে তোমাদের কোন ভাবনা নেই।

সো। সেকি! আহাহা! তা কেন ক'র্‌বে, তোমারগে—তা কেন ক'র্‌বে?

ফুল্ল। জেঠা মশায়! হতভাগিনী আমি, আমি আর কি কর্‌বো? আমি তো আর তাঁকে ফিরে পাব না! ফিরে পাবার যে আর একটুও আশাকে মনে ঠাঁই দিতে পাচ্চি

না! মহাপাপিনী আমি, নিজ হাতে বিষ তুলে তাঁর মুখে দিয়েছি, ইচ্ছা ক'রে নিজে তাঁকে সিংহের গহ্বরে ফেলে দিয়েছি! একেবারে হারিয়েছি, আর তো ফিরে পাবনা! ফিরে পেলে, জেঠা মশায়, এবার কত সাধ করেছিলেম—কত আশা পুষেছিলেম! এবার ফিরে পেলে, মনে ছিল, তাঁর পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে দাঁত দিয়ে তুল্‌বো, তিনি যা ভাব্‌বেন তাই ভাববো, যা কর্‌বেন তাই কর্‌ব, যে পথে যাবেন সেই পথে যাবো, নিজের নিজত্ব কিছু আর রাখ্‌বো না! সব তাঁতে মিশিয়ে দেব, তাঁর প্রাণে আর কখনও কোন ব্যথা দেবো না; এ ছাই সংসারের মায়ায় মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌তে আর কখনও এগুবো না! তিনি মাকে চিনেছেন, মার কোল নিয়েছেন; আমিও মার কোল চিনেছি, মার কোল নেব। ধনের দুঃখমাখা সুখ ফেলে, সম্পদের যাতনা-জড়িত স্বোয়াস্তি ফেলে, মনের নির্ম্মল সুখ আর প্রাণের শান্তিময় স্বোয়াস্তি উপভোগ কর্‌বো! পতিপত্নীতে নির্ম্মল প্রাণে মার পূজায় দেহপাত ক'র্‌ব! তা, তা আর হ'ল কই? সে সাধ আমার মিট্‌ল কই? আমি যে, জেঠা মশায়, সর্ব্বস্ব হারা হ'য়ে আজ নিজেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে বসেছি! এখন কাল বই আর কে আমায় কোল দেবে!

(মুরারী ও মুরারী-পত্নীর প্রবেশ।)

মু-প। বল্ পোড়ারমুখো বল্! আমার সঙ্গে সহমরণে যাবি কিনা বল্! নইলে এখনি সেই ভাঁড়ু দত্তর দোরে যে কেঁদে

বাঘটা পাহারা দিচ্চে, তার মুখে তোকে ঠেলে ফেলে দেব, বল্ !

মু। ওরে থাম্ ! কাউকে আর কারুর সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে না ; থাম্, এঁরা এখানে রয়েছেন, এঁদের বলি ! ওগো ! রাজা ফিরেছে ! আমাদের চণ্ডীমার স্বপনে নাকি ভয় পেয়ে, কারাগারে এসে, আপন হাতে রাজা সাজিয়ে, ঢাক ঢোল সঙ্গে দিয়ে, ভুঁয়ে রাজাদের দিয়ে ছাতা ধরিয়ে, চামর ঢুলিয়ে কলিঙ্গের রাজা সহরের সীমানায় আমাদের রাজা মশায়কে পৌঁছে দিয়ে গেছে !

সো। কে বল্লে ?

বুলা। কই ?

বি-মা। কোথা গো ?

ফুল্ল। অ্যাঁ ! আমার এমন দিন কি হবে ?

মু। ওগো হ্যাঁগো হ্যাঁ ! আমি স্বচক্ষে এই দেখে আস্ছি।

সো। তুমি তোমারগে সহরের বাইরে কেমন ক'রে গেলে ? তুমি তো তোমারগে ভেঁড়োর ভয়ে সস্ত্রীক অন্দরমহলের চোর কুটুরিতে লুকিয়ে ছিলে।

মু-প। শুধু তাই, সাঁই মশাই ঠাকুর ! আঁচল ঢেকে রাখি, তবে কত্তার কাঁপুনি থামে !

মু। তাই তো ঠিক ! জান সাঁইমশাই ! কাঁপ্‌ছি আর জোরে জোরে নিশ্বেস ফেল্‌ছি, এমন সময় দেখি না আমার শিবু ইয়ার এসে ইসারা ক'রে ডাক্‌লে ! ডেকে বল্লে—"ইয়ার ! ভয় কি ? ভাঁড়ু দাদা বেটার দলের

সকলকার বাড়ির সদর দোরে চণ্ডিমা আমাদের বাঘ, ভালুক, সিঙ্গী, বরার দল সব ছেড়ে দিয়ে গেছেন, তারা থাবা মেরে বোসে, দোর আট্‌কে আছে; কোন ব্যাটাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্চে না; অথচ রাহি মানুষকে কিছু বল্‌ছে না!" তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তেই তো সহরের বার পর্য্যন্ত গেলুম! গিয়ে দেখি রাজা মশাই হাজির! জান সাঁই মশাই! শুধু হাজির নয়! আরও কত কি আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'ল! মরা ফিরল।

সো। সে কি রকম? তোমারগে, সে কি রকম?

মু। রকম ভাল, সাঁই মশাই শোন না! এই লড়ায়ে যে সব মদ্দ মরেছিল, আর বাকি যাদের ভেঁড়ো দত্তের দল জবাই ক'রেছিল, দেশ শুদ্ধ তাদের রাঁড়ীগুলো সব এক হ'য়ে সারি সারি আগুণের কুণ্ডু কেটে সেই সময়ে সহমরণে যাচ্ছিল! রাজা না তাই দেখে চক্ষের জলে ভেসে গিয়ে "জয় মা জগদীশ্বরী" বলে ডাকৃতে লাগ্‌লেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক পসলা বিষ্টি হ'য়ে গেল! সবাই বল্‌তে লাগ্‌লো "মা অমৃতকুণ্ডুর জল ছড়িয়ে দিলেন" অম্‌নি যে যেখানে ম'রে পড়ে ছিল, সব গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো! একটা মহা কলরব প'ড়ে গেল, তার পর বাজনাবাদ্যি কত্তে কত্তে রাজা এসে সহরে ঢুকে ভেঁড়োর বাড়ির সাম্‌নে দাঁড়ালেন দেখে, ছুটে এসে মাগীকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেম আর কি! ঠকনাবুড়ে ভেঁড়ো ব্যাটার নাকালটা—বুঝলে—হয়ত এতক্ষণ হ'য়ে গেল! ঐ যে বাজ্‌নাবাদ্যি শোনা যাচ্চে! ঐ বুঝি

সব আস্‌চে! হাঁ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌চেন কি? কান পেতে শুনুন্ না!

(নেপথ্যে দূরে বাদ্যধ্বনি।)

সোম। তাই তো!

বুলান। সত্যিই তো!

বি-মা। ও সই! সত্যিই তো ঐ বাজ্‌তেছে!

ফুল্ল। সই! অভাগীর কপাল! বিশ্বাসের সাহস কুলোয় না!
মা কি আমায় এমন দিন দেবেন? এ দিন পেলে যে আমি তাঁর কেনা দাসী হ'ব!

বুলা। ওগো ঐ যে! ব্রহ্মময়ী মা আমাদের ঐ যে! ঐ যে জননীর জাগ্রত মূর্ত্তি জেগে উঠ্‌লো! (মাতৃপীঠে মাতৃ মূর্ত্তির আবির্ভাব।)

(নেপথ্যে নিকটে বাদ্যধ্বনির মধ্যে প্রজাগণ লইয়া সাধনা ও সিদ্ধিনাথের সহিত কালকেতুর প্রবেশ।)

সাধনা, সিদ্ধি, কালকেতু। জয় মা জগদীশ্বরী!

সকলে। জয় মা জগদীশ্বরী!

(গর্দ্দভ-বেশী ধূমকেতুর পৃষ্ঠে উল্টামুখে চাপিয়া জুতার মালা গলে, মুণ্ডিতমস্তক ভাঁড়ুদত্ত ও উভয় পার্শ্বে শতমুখী হস্তে দুর্ম্মুখা ও দুঃশীলার প্রবেশ। সম্মুখে ধূমকেতুর গলরজ্জু ধারণ করিয়া রোস্তম ও পশ্চাতে শিবার প্রবেশ।)

রোস্ত। আয় বেটা হারামখোর, চ'লে চ'লে আয়! এ সহর ছেড়িয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে যাতি হবে তো? (দড়ি আকর্ষণ)

শিবা। হাট্ শালার গরু হাট্—থুড়ি—গাধা হাট্! শালার

গাধা খাতি পার আর যাতি পার না? হাট্! (ছিপুটি মারণ)

দুঃশী। ওরে বুড়ো মড়া—তুই তো চ'ল্লি, আমার দশা কল্লি কি? বল্—নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে, এখনি যেথা ইচ্ছা, যার কাছে ইচ্ছা চ'লে যাব!

দুর্মু। ওরে হতভাগা এক চ'কো! এই উল্টো গাধায় চোড়ে এখনও ওর দিকে ঢ'লে পড়ছিস্ যে বড়? ওতো তোকে ছেড়ে দিচ্চে রে বেহায়া! হিন্দুর মেয়ে, গেরস্তর মেয়ে আমরা, স্বোয়ামীর বিপদে তো আমরা কোমর বেঁধে উঠি! তাই বলি, আমায় এ সময় পাশে থেকে তোর সেবা কর্ত্তে দিবি কিনা বল্! নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে, এখনি আমার দলবল নিয়ে তোর পাছু পাছু ধাওয়া ক'র্ব্বো! অন্য দেশে তোকে ভিক্ষে মেগে এনে খাওয়াব।

ভাঁড়ু। ওরে তোরা থাম্! খুড়ো! রক্ষা কর বাবা! এ পর্য্যন্ত অনেক দোষ করিছি বটে কিন্তু বাবা জেনে করিনি! অনেক পাপ করিছি বটে কিন্তু বাবা জ্ঞানে করিনি! আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক্‌তে না পেরে ভাঁড় থেকে একেবারে দেওয়ানী নিয়ে ভুলের পর ভুল, ভুল শোধরাতে গিয়ে আবার ভুল, একেবারে ভুলের রাজ্যে গিয়ে পোড়ে ছিলেম বাবা! এ পাপের মাপ আছে। আমি ঐ জ্যান্ত মায়ের পায়ে হাত দিয়ে মনে মনে বল্‌ছি, পাপের পায়ে দণ্ডবৎ! ও পথ দে আর যাব না! আমি যেমন দপ্‌দোপে জ্বলন্ত আগুণ নিয়ে খেলা কর্ত্তে গেছ্‌লেম্, পুড়ে ঝুড়ে ছাই হ'য়ে তার ঠিক সাজাই হয়েছে! মাগো!

খুড়োর ঘাড়ে ভর কোরে, এ যাত্রা মাপ করিয়ে, এ বুড়ো হাবড় বেটাকে দিন কয়েকের জন্যে নিদেন আঁকড়ে রেখে দে!

কাল। মার আইনে অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত! যাও, ছাড়ান পেলে!

ভাঁ। আঃ বাঁচালে খুড়ো! (উত্থানের চেষ্টা)

ধু। (ভাঁড়ুকে ধরিয়া) বোনাই বাবু! নিজে বাঁচ্‌লে এখন আমায় বাঁচাও! উপুড় কোরে চোড়ে শিরদাঁড়াটি ভেঙ্গেচো, এখন জুড়ে দাও! (উভয়ের উত্থান)

রো। হুজুর, মুই তবে আসি গো, সালাম! এ দুগ্যি মায়ের দেউলে, মুই মোসলমান, মোর থাহাডা ভাল দেখায় না!

কাল। ভাই রোস্তম! মুসলমান তো হিন্দুর পর নয়, হিন্দুও মুসলমানের পর নয়; হিন্দুমুসলমান দুই ভাই; হিন্দুর ভালবাসা মুসলমানের আদরের, মুসলমানের ভালবাসা হিন্দুর আদরের, এ ভালবাসা দেওয়া-পাওয়া যে উভয়েরই চাই ভাই! তুমি হেথা না থাক্‌লে আমি বড় বেদনা পাব! আর শোন, তোমাদের বলি, আমার মায়ের এই ধর্ম্মরাজ্যে সবাই ঠিক খাঁটি হয়ে থেক, কারুর খাদ না বেরোয়! খাদ বেরুলে আবার পুড়ে শুদ্ধ হ'তে হবে, এটী যেন মনে থাকে—আমি পর্য্যন্ত ছাড়ান পাইনি, এটী যেন মনে থাকে—আমারও পুড়ে শুদ্ধ হতে হ'য়েছে, এটী যেন মনে থাকে।

ফুল্ল। প্রভু! আমি যে মহাপাতকিনী, আমার কি হবে? দেবতা তুমি, আমি যে তোমায় এতদিন চিন্‌তে পারিনি

প্রভু! বরাবর তোমার পায়ে অপরাধ ক'রে এসেছি! আমার কি হবে?

কাল। ফুল্লরা! তুমি যে আমার আমিত্বের অর্দ্ধেক, তুমি আমায় চিনেছ, আমার অর্দ্ধ পূর্ণ করেছ! এখন মার কোলে তুমি আমার সঙ্গে থাক! আমি কায়া, তুমি ছায়া—এক হ'য়ে মায়ের কাজে এ রাজ্যের যেখানে যে আছে, সকলকে এক করে, এক মনে, একসুরে, মহামায়ীর মহানাম কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে মহাপূজায় মত্ত হয়ে থাকি এস! বল সবাই "জয় মা জগদীশ্বরী! সিদ্ধি দে!"

সক। জয় মা জগদীশ্বরি! সিদ্ধি দে!

নেপ। (মন্দির হইতে) **তথাস্তু!!!**

সিদ্ধি। সাধকের সাধনা পূর্ণ—সাধনা তোমার জয়!

সাধ। সাধকের সিদ্ধিলাভ—সিদ্ধিনাথ—তোমার জয়!

মন্দির হইতে দৈববাণী।

সাধনা, সিদ্ধি, আয়রে!!

সিদ্ধি। ওই মায়েরই সাধনা! মায়েরই জয়! জয় মা জগদীশ্বরি! যাই—(প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হওন)

মন্দির হইতে পুনঃ দৈববাণী।

সাধনা, সিদ্ধি, আয়রে!!

সাধ। ঐ মায়েরই সিদ্ধি! মায়েরই জয়! জয় মা জগদীশ্বরী! যাই—(প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হওন)

তুলা। একি হ'ল? মাগো, এ কি কল্লি—সিদ্ধি দেখিয়ে তোর এই প্রাচীন সাধকের সাধনাকে টেনে নিলি? নে মা নে, ইচ্ছাময়ী তুই; তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

কাল। আহা মরি, একি? আমার সাধের সাধনা-সিদ্ধি দুজনে দুপাশে পাষাণ হ'য়ে গেল যে! আহা মরি! কি মূর্ত্তি! পাষাণে যেন দুটী দেবদেবীর জ্বলন্ত মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌লো! থাক মা সাধনা! থাক! আমার এই জাগ্রত দেবী-পীঠে চিরদিনের তরে জাগ্রত থেকে সংসারকে মধুমাখা মা নাম ডাক্‌তে শেখাও! আর সিদ্ধিনাথ! দেব! তোমার ওই শান্তগম্ভীর মূর্ত্তিখানি চিরদিন সাধকের প্রাণে শেষের সে শান্তিময় আশার উৎসাহ জাগ্রত রাখুক্! আর ওই জগজ্জননী মা আমাদের প্রাণ নিন্, পূজা নিন্, সর্ব্বস্ব নিন্! সর্ব্বস্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঐ পায়ে মায়ের থাকি! ওই মা নামই ডাকি—পাগল হ'য়ে ডাকি—সংসার এসে পাগল হোক—সবার সঙ্গে ডাকি—"জয় মা জগদীশ্বরি!"

সকলে। জয় মা জগদীশ্বরি!!

(কালকেতুর গীত।)

(শঙ্করাচার্য্যকৃতদুর্গাষ্টকম্।)

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ১॥

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ২॥

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বৃদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৩॥

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৪॥

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৫॥

নমশ্চণ্ডিকে দণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-
লসৎখণ্ডিকাখণ্ডনাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্ব্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৬॥

ত্বমেকা জিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধ-নিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৭ ॥
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে
বিভূতিঃ সতী কালরাত্রিঃ শচী ত্বং
সকলে—নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৮ ॥"

যবনিকা পতন।

করমেতি বাই।

ভক্তি ও জ্ঞানমূলক দৃশ্যকাব্য।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

কলিকাতা।

৬নং বিডন্‌ষ্ট্রীট-মিনার্ভা থিয়েটার।

প্রকাশক—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

সন ১৩০২ সাল ৫ই জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাক মাসুল /০ আনা।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ

রাজা

মন্ত্রী

পরশুরাম ... ... রাজ পুরোহিত।

আলোক ... ... সম্ভ্রান্ত যুবক ও পরশুরামের জামতা।

আগমবাগীশ ... ... তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

টুক্‌রো ... ... ঐ চেলা।

দেমো ... ... ঐ চেলা।

বৈদ্য, গোলকবাসীগণ স্বপ্নপুরুষগণ, বরকন্দাজদ্বয়, ব্রাহ্মণ-বালকগণ, রাজদূতগণ, ফকিরগণ ও শিক্ষানবিশ চণ্ডগণ।

স্ত্রীলোকগণ।

শ্রীমতি রাধিকা

কৃত্তিকা ... ... পরশুরামের স্ত্রী।

করমেতি .. .. পরশুরামের কন্যা, আলোকের পত্নী।

অম্বিকা ... ... পরশুরামের দাসী।

গোলকবাসিনীগণ, ব্রাহ্মণবালিকাগণ, স্বপ্ননারিগণ, রাধার সহচরিগণ।

করমেতি বাই।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কদমতলা।

করমেতি আসীনা।

কর। আমার সব খেলুনি আছে। সেই সেখানে, সেই কোথায় আমার মনে হ'চ্চে না। মা বলে মিছে, বাবা বলে মিছে, না না মিছে না, আমার সব খেলুনি আছে। আমার আর কে আছে? আছে, কে আছে, কোথায় আছে, কিছু মনে প'ড়ছে না। আমার যেন কি হ'য়ে গিয়েছে। মনের উপর যেন চাপা প'ড়েছে। কিন্তু আছে, আমার কে আছে, মিছে নয়, মিছে নয়।

কামদমল্লার—একতালা।

নয়ত মিছে আমার কে আছে।
অন্যমনে থাকি যখন সে এসে বসে কাছে॥
কোথায় যেন তারে দেখেছি,
সে দিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি,
সে ব'লেছে তাইত এসেছি,
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান করে পাছে।
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখ্‌লে স'রে যায়,
ভুলে যাই কত কথা বলে সে আমায়,
বলতে কি চায় ফুর'য় না কথায়,
বুঝতে নারি সে ফেরে কি আমি ফিরি তার পাছে॥

অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। ও দিদি ঠাকরুণ দিদি ঠাক্‌রুণ! ঘরে এ'সো না গো, মা ঠাক্‌রুণ যে খুঁজে সারা হ'লো।

কর। দেখ দেখ কেমন ফুল ফুটে আছে! আমার মনে হ'চ্ছে যেন কে ব'সে আছে, তার রাঙা পা দুখানি দুল্‌ছে!

অম্বিকা। ও মা গো!

কর। তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ? আমি এক একবার দেখ্‌ছি। পা দুখানি পেলে আমি বুকে রাখি। ঐ দেখ ঐ দেখ, ঐ ব'সে আছে!

অম্বিকা। ও মা গো! গেলুম গো! মলুম গো।

পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ।

পরশু। কিরে, কিরে, অমন কচ্ছিস্ কেন?

অম্বিকা। ও মা ঠাকরুণ গো! কদম গাছে কে ব'সে গো! তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে গো! খোনা খোনা রা—উলটো উলটো পা!

কৃত্তিকা। আঃ দূর্ আবাগী! যা বাড়ী যা।

অম্বিকা। ওমা আমি এক্‌লা বাড়ী যেতে পার্ব্বো না বাছা।

পরশু। যা মাগী, ন্যাক্‌রা করিস্ নি! কৈ করমেতি কোথা?

অম্বিকা। আর কোথা, এই গাছ তলায় ব'সে বিড় বিড় বকছে!

পরশু। যা তুই বাড়ী যা, ভয় নেই।

অম্বিকা! (স্বগত) আমি একলা যাচ্চি! পথে আমার ঘাড় ভাঙুক! কাল সকালে চাকরীতে জবাব দিয়ে দেশে চ'লে যাব।

কৃত্তিকা। তুমি ভাবছ কি? তুমি তো ব'ল্লে কোন কথা শোন না।

পরশু। লক্ষ্মী নারায়ণ কি এই করবেন?

কৃত্তিকা। রাখ তোমার লক্ষ্মী নারায়ণ! কলিতে কি দেবতা আছে?

পরশু। অমন কথা মুখে এনো না, আমাদের কর্ম্মভোগ আমরা ভুগি!

কৃত্তিকা। তুমি কি বোল্‌চো? করমেতি জন্মাবার আগে তুমি আমায় বলেছিলে—যে স্বপ্নে আমায় লক্ষ্মী দর্শন দিয়ে বলে-ছিলেন যে তোর মেয়ে হবে। যখন গর্ভে তখন পদ্ম গন্ধ পেতেম, তুমি বল্‌তে যে মা লক্ষ্মী আবির্ভাব হয়েছেন, তাই পদ্মগন্ধ পাও।

অম্বিকা। ওমা পেট থেকে দৃষ্টি দিয়েছে গো, পেট থেকে দৃষ্টি দিয়েছে! হ্যাঁগা, তোমার মেয়ে যখন পেটে, মাথার কাপড় চোপড় খুলে বনে বাদাড়ে বেড়িয়েছ কি?

কৃত্তিকা। মর্ মাগী এখনও যাস্ নি?

অম্বিকা। যাচ্চি। হ্যাঁ দেখ মা ঠাক্‌রুণ! কাঙ্গালের কথা কিন্তু বাসি হ'লে খাট্‌বে। তোমরা রোজা ডাক। দেখ্‌তে পাচ্ছনা গা, ওপোর দৃষ্টি নৈলে কি একলা গাছের তলায় বসে বিড়ির বিড়ির বকে?

কৃত্তিকা। ব'ল্‌চে তো মিছে নয়!

পরশু। মা করমেতি! তুমি এখানে ব'সে কি ক'চ্ছো? সোমত্ত মেয়ে, একলা এমন করে গাছ তলায় ব'স্‌তে আছে কি? তুমি তো বুঝতে পার মা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে সে কি ভাল?

কর। বাবা আমি একলা নেই, আমি একবারও একলা থাকিনি, আমাব সঙ্গে কে থাকে।

কৃত্তিকা। আ মর্ কালামুখী, ধীক্‌জীবনী, কে তোর আর সঙ্গে থাকে।

কর। কে থাকে আমি জানিনি, সে বেস্ যেন দেখি দেখি দেখিনি। সে বেস্ বলে, কি বলে তা বুঝতে পারিনি।

অম্বিকা। ওমা কাঙ্গালের কথা শোন মা! ঐ অমনি করে আমাদের গাঁয়ের বেনেদের বৌ বোল্‌ত। তুমি রোজা ডাক, তুমি রোজা ডাক।

পরশু। হ্যাঁরে তুই কাকে দেখিস্‌?

কৃত্তিকা। দেখে আমার মাথা আর মুণ্ডু, অম্বিকা বল্‌চে তাত আর মিছে নয়! হ্যাঁরে সে এখন কোথা?

কর। কেন, ঐ কদম ডালে। যেন পা দুখানি দেখ্‌তে পাই, আর সরে যায়।

অম্বিকা। ঐ শোন মা ঠাকরুণ, গা ডুলি মেরে ওঠে!

পরশু। মা তুমি ঘরে চল।

কর। বাবা আমার ঘর কোথা! এক একটী ক'রে তারা ফোটে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—ওর ভেতর কোথায় আমার ঘর! আমার ঘর যেন ঐ দিকে, ঐ দিকে। এক দিন স্বপ্নে যেন দেখেছিলেম, সে এমন ঘর নয়, লতায় লতায় ঘর ক'রেছে, ফুলে ফুলে আলো ক'রেছে, পাখীর গানে আমোদ ক'রেছে। আমায় যেন কে বলে—সেথায় আমি যা'ব। তাকে সেখানে দেখ্‌তে পা'ব, আর সে সরে যাবে না, তার কথা সেখানে শুন্‌তে পা'ব, আর শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে যা'ব না। সেখানে খুব আলো, সেখানে খুব আলো,—তারার মতন আলো, চাঁদের মতন আলো, সূর্য্যের মতন আলো; সে আলোয় তাত্‌ নেই, তার রূপের ছটায় আলো! আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, মিছে নয়, মিছে নয়। আমি আকাশ-পানে চেয়ে দেখি—সে কোথায়; একবার মনে হয় ঐ তারাতে, না সে তেমন না; আবার মনে হয় ঐটীতে, না—সে

তেমন না ; এক এক ক'রে দেখি কোনটী তেমন নয় ! সে কোথায় আছে, লুকিয়ে আছে। আমি সেথা যাব, আমি সেথা যাব।

পরশু। গিন্নি ! আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি, এ যে কথা ব'ল্‌ছে, এ যে গোলকের কথা, এ যে গোলকের স্বপ্ন !

কৃত্তিকা। তুমি ঐ ক'রেই মেয়েটার মাথা খেলে।

অম্বিকা। ঠাকুর মশায় ! উপদেবতায় কত কি দেখায় গো, কত কি দেখায় ! ঐ বেনেদের বউ অমন দেখ্‌তো—কেমন সুন্দর বাড়ী, কেমন সুন্দর হাঁড়ী, কেমন সুন্দর খাবার ! তার পর সকাল বেলা উঠে দেখ্‌তো মড়ার হাড়, ছেঁড়া চুল, আর কিছু ! তুমি চণ্ড নাবাও গো চণ্ড নাবাও।

পরশু। হ্যাঁ মা ! সেখানে আমাদের নিয়ে যাবি ?

কর। হুঁ, তোমাদের নিয়ে যাব, আর কাকে নিয়ে যাব, লোকে চিনি নি। আর কত লোক নিয়ে যা'ব, তাই এয়েছি, তাই আমায় পাঠিয়েছে। না না হেথা তো থাকবোনা, আমি সব নিয়ে যাব. সব নিয়ে যাব। দেখ দেখ ঐ শোন, সত্যি—সত্যি-সত্যি, চার দিকে সত্যি, সে ব'ল্‌চে সত্যি, সে মিছে জানে না. মিছে নয়. মিছে নয়।

অম্বিকা। ওঃ ভর হ'য়েছে ! ও সেই বেনেদের বউ ভর হ'লে কত কি ব'ল্‌তো, কত আবোল্ তাবোল্ বক্‌তো !

কৃত্তিকা। আচ্ছা তুই আয় আমার সঙ্গে আয়।

কর। ঐ চলেছে, ঐ চলেছে।

আগে আগে যায় চলে ঐ নূপুর বাজে পায়।
পদ্ম-মালার গন্ধ পেয়ে ভ্রমর ছুটে ধায়।

ডাক্‌লে কি আর থাক্‌তে পারি, ক'র্ব্বো কি মন টানে।
সে জানে আর আমি জানি, আর কি কেউ এ জানে॥
আমি জেগে ঘুমুই, ঘুমুই জেগে, এক রকমে যায়।
তারির সনে সদাই থাকি, স্বপনের খেলায়॥
কাছে থাকে দেয়না চেনা, চিন্‌বো কি ক'রে।
সে অঘোর, আমি অঘোর, কেটে যায় ঘোরে॥
দাঁড়িয়েছি তাই দাঁড়িয়ে আছে, চল্লে সাথে যায়।
আমি তারে চাই কি না চাই, সে তো আমায় চায়॥
ভুলে [illegible] সে ভোলে না, মন টলে না তাই।
নইলে একা যেথা সেথা সাধ ক'রে কি যাই॥

[করমেতির প্রস্থান।

অম্বিকা। দিনরাত সঙ্গ নিয়ে আছে!

পরশু। গিন্নি! তুমি সঙ্গে যাও, আমি রাজবাড়ী থেকে আসছি।

[কৃত্তিকার প্রস্থান।

অম্বিকা। আমিও ঘরে যাই; কে বাবু রাত দুপুরে একা ঘরে যাবে। না গো, বামুনের বাড়ী তো না, যেন ভূতের বাসা!

[পরশুরাম ও অম্বিকার প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুকরো। মাসী!

অম্বিকার পুনঃ প্রবেশ।

অম্বিকা। কেরে টুক্‌রো ?

টুক্‌রো। শোন্ শোন্ এ দিকে আয়।

অম্বিকা। তুই কবে এলিরে ?

টুক্‌রো। সব ব'লছি, এ দিকে আয় না। (খোনা স্বরে) হ্যাঁ মাঁসী, আঁমি কেঁ বঁল দিঁকিন্ ?

অম্বিকা। ওমা! এমন খোনা খোনা কথা কচ্ছিস্ কেন ?

টুক্‌রো। হুঁ-হুঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ-উঁ, আঁমি কেঁ বঁল্‌না বেঁটী, আঁমি কেঁ বঁল্‌না।

অম্বিকা। ও বাবা, অমন করিস্ নি বাবা, আমার ভয় করে! অমন করিস্ নি।

টুক্‌রো। (স্বাভাবিক স্বরে) এরি মধ্যে তোর ভয় করে। আমি কে বল দেখি। ব'ল্‌তে পাল্লিনি, ব'ল্‌তে পাল্লিনি, আমি চণ্ড!

অম্বিকা। ওমা, আমি কোথা যা'ব গো!

টুক্‌রো। বেটী, দুটী পান্তা ভাত চেয়েছিলুম্ দিস্‌নি, আমি এখন রোজ রাত্তিরে দুধ কলা খাই।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি ম'রে ভূত হয়েছিস্ বাবা ?

টুক্‌রো। অমনি কি যে সে ভূত, চাঁড়ালের চণ্ড ভূত!

অম্বিকা। ও মাগো, গেলুম গো, তোমরা ঠ্যাকাও গো!

টুক্‌রো। আ মর্ বেটী, ভূত হ'য়েছি তো তোর বাবার কি, অমন কচ্চিস্ কেন ?

অম্বিকা। ও বাবা, আমার ভয় লাগে বাবা, তুই সরে যা!

টুক্‌রো। মর ন্যাকা বেটী, ওঁর ভয় করে! অমন কর্ব্বি তো কিলিয়ে মাতা ভেঙে দেবো।

অম্বিকা। না বাবা চণ্ড, না।

টুক্‌রো। আ মর বেটী, তুই মনে করেছিস বুঝি আমি সত্যি সত্যি মরেছি।

অম্বিকা। তবে কি রকম মরেছ বাবা, তবে কি রকম মরেছ?

টুক্‌রো। মরি রাত্তিরে, যখন চণ্ড নাবায়।

অম্বিকা। এই তো বাবা রাত হয়েছে, এখন কি তুই মরেছিস্?

টুক্‌রো। বেটীর দুট পান্তা ভাত দেবার ক্ষমতা নেই, বেটী বলে মরেছিস্! এক গামলা দুধ কলা চট্‌কে দিতিস ত মরে তিন্‌টে ডিগবাজী খেতুম। তুই মনে কচ্ছিস বুঝি আমি যে সে চাঁড়ালের চণ্ড। নিদেন দেড় সের খাঁটি দুধ, এক পোয়া চিনি, আর চারটে চাটিম কলা নৈলে কোন্ শালা মরে। রোজা যে দিন জোগাড় কত্তে পাল্লেন—পাল্লেন, নইলে একটা টাকা না পেলে তাঁর টিকি উপ্‌ড়ে ফেলি, আর ভাতের হাঁড়ি ছুঁযে দি। (খোনা স্বরে) মাঁসি আঁমায় চিঁন্‌লিনে মাঁসী! ঐ দেখ্ আর সব শিক্ষানবিস চণ্ড আস্‌চে।

শিক্ষানবিশ্ চণ্ডগণের প্রবেশ।

বিভাসমিশ্র—খেম্‌টা।

আমার গোড়মুড়ো বাঁকা, থাকি তালগাছের মাথায়।
মাসী বেটী ম'লে শোব তার ছেঁড়া কাঁতায়॥
ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্ মট্‌কা মাতায় যাই,
গপ্ গপ্ গপ্ চাটিম কলা খাই,
কট্ কট্ কট্ আড়কাটা কাঁপাই,
খুড়িলাফ্ খাই, সট্ উঠে যাই,
কুকী দে চালের বাতায়।
যে ভীরকুটীতে ভয় করে না,
চাটী লাগাই তার মাথায়।
লাগে দাঁতে দাঁতে, কাঁপে আঁতে,
কাপড়ে মাল সরে যায়॥

[চণ্ডগণের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ওরে যা যা তোরা সব ভট্‌চার্য্যির বাসায় যা। মাসি! বেটী উঠবিত ওঠ, নৈলে চণ্ড হ'য়ে এক কিলে তোর মাথা ভেঙে দেব।

অম্বিকা। না বাবা, মাথা ভেঙনা, আমি উঠে ব'স্‌চি বাবা।

টুক্‌রো। বোস্! শোন্, আমরা সব নাব্‌বো।

অম্বিকা। না বাবা, নেবোনি বাবা!

টুক্‌রো। নাব্‌বোই নাব্‌বো! বিশ কোশ্‌ রাস্তা ভেঙে এলুম, তুই বেটী বল্লেই শুনবো নাকি?

অম্বিকা। কেন ম'ত্তে এখানে এসেছিলুম গা। ও টুক্‌রো! তুই কিসে মলি, তুই যে বড় দুরন্ত ভুত হ'লি! দেখ্‌ দেখ্‌ আমাব মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙগে বাবা, আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙগে, আমায় ছেড়েদে।

টুক্‌রো। তবে আর কি ক'ত্তে এসেছি, তোর মনিবের মেয়ের জন্যই ত নাব্‌তে এসেছি। আমরা সব খবর রাখি রে আমরা সব খবর রাখি; তার দিষ্টি লেগেছে। তুই বেটী এক কাজ কত্তে পারিস্‌?

অম্বিকা। না বাবা, তুই আমার মনিববাড়ী যা, আমি ঘরে যাই।

টুক্‌রো। আরে শোন্‌ না, খুব্‌ সোজা কাজ। পেত্নী হ'তে পার্‌বি?

অম্বিকা। দোহাই বাবা, পেত্নী হতে পার্ব্বোনা!

টুক্‌রো। তা পার্ব্বি কেন! বেটী মড়াঞ্চে পোয়াতির মেয়ে, পান্তাভাত খেয়ে মর্‌বি! তোফা গলদা চিংড়ী খাবি, ইলিস্‌ মাছ খাবি, তোর বাবার ভাগ্যে থাকে তবে পেত্নী হ'বি! কিন্তু ভটচায্যির তোর ওপর টাঁক আছে, বোধ করি তোরে পেত্নী ক'রবে।

অম্বিকা। ওমা পোড়ারমুখো ভটচায কোত্থেকে এলো গো!।

টুক্‌রো। পোড়ারমুখো না—তার দুটো কাটা কাটা বুলি

শুন্‌লে তুইত তুই তোর বাবাকে পেত্নী হতে হবে! ঝাল্‌ দে যখন দোরসা গলদা চিংঙড়ী শাম্‌নে ধ'রবে পেত্নী না হয়ে আর যাস্‌ কোথা। তা সে থাক, সে ভট্‌চায্যি যা হয় ক'রবে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, পেত্নী কর্ব্বে?

টুক্‌রো। নিশ্চয়! আমি কি আর সোজায় চণ্ড হ'তে চেয়েছিলুম? পাঁটার মুড়ি আর দুধ কলা সামনে ধর্ত্তে, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে চণ্ড হলুম্‌। তা সে যাক, সে এসে যা হয় কর্ব্বে। দেখ্‌ ও পরশুরাম ঠাকুর রাজি হবে না। তুই গিন্নীমাগিকে বোঝা, তোর মনিব বাড়ীতে না হয়, চুপি চুপি তোর ঘরে এনে চণ্ড নাব্‌বো। ভট্‌চায্যি শুনেছে সে ছুঁড়ী দেখ্‌তে বেস্‌, তাকে শক্তি কর্ব্বে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি মিছি মিছি চণ্ড? তুই মরিস্‌ নি, না?

টুক্‌রো। বেটী, তুই মিছে চণ্ড আমায় বলিস্‌! একটু নাবো নাবো হচ্ছিলুম্‌, তাইতেই বেটী অমন ক'রে উপুড় হ'য়ে পড়েছিলি, দেখবি বেটী নাব্‌বো?

অম্বিকা। না বাবা, আর নেবে কায নেই।

টুক্‌রো। আচ্ছা, যা বেটী আর নাব্‌বো না। কিন্তু বাছা, যদি তোদের গিন্নিকে না রাজি করিস্‌, আমায় নাব্‌তে হবে না, ঐ শিক্ষেনবিস চণ্ড ছেড়ে দেবো, তোর চালের খড় ওজড় ক'রে আন্‌বে। আর নিতান্ত পক্ষে রাজি ক'ত্তে না পারিস্‌, একদিন গিন্নিমাগীকে তোর ঘরে ভট্‌চায্যির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিস্‌, আমি চল্লুম। দুধ কলার জোগাড় হোলো কিনা দেখিগে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, এস বাবা এস।

টুক্‌রো। এস নয়, যা বল্লুম তা করিস, যদি না করিস্, তোর ঘাড় ভাঙবো।

অম্বিকা। না বাবা, আর ঘাড় ভাঙতে হবে না বাবা, না বাবা!

টুক্‌রো। আর দেখ্ পেত্নি হোস্। কেন কতকগুলো এড়া-ভাত খেয়ে মর্ব্বি? তিন দিনে তোর গতর ফিরে যাবে। পেত্নী কি আর জোটেনা রে? জোটে। তবে তুই মার বোন মাসী রয়েছিস্, তুই থাক্‌তে আর কেন কোন বেটী গলদা চিংড়ী খাবে? হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-উঁ—

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

অম্বিকা। ও মরেছে, নিট মরেছে! সোঁ ক'রে অমনি হাওয়া হ'য়ে বেরিয়ে গেল! তা আমায় কিছু বল্‌বে না। হাজার হ'ক মাসী হই। একবার বাম্‌নিকে বলে দেখি। আমি আর একলা ডুক্‌ল বেড়াব না। কি জানি! মাগো! পেত্নী হ'তে পার্ব্বো না! পেত্নী হ'তে পার্ব্বো না! গল্‌দা চিঙ্গড়ী মাথায় থাক, পেত্নী হ'তে পার্ব্বো না!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আগমবাগীশের গৃহ।

আলোক ও আগমবাগীশ আসীন।

আলোক। দেখ আগমবাগীশ! এ প্রাণ আর আমি রাখ্ছিনি। রেমো ব্যাটা সে দিন পদীর সঙ্গে ইয়ারকি দিচ্ছিল, দেখে চক্ষু জুড়ুলো! এ দিলে আঁচ্‌ড়ে ত ও ধল্লে চুলের ঝুঁটী! এ মাল্লে কিল্ ত ও মাল্লে কঁ্যাং ক্যাং করে এক লাথি! এ ধল্লে জুতো ত ও ধল্লে ঝাঁটা! এমন নৈলে আমোদ? আগম-বাগীশ! আমি এ প্রাণ আর রাখ্চি নি!

আগম। প্রাণ তোমায় রাখ্তে হ'চ্ছে। প্যাঁচে প'ড়ে রাখ্তে হ'চ্চে। কর্ব্বে কি, চারা নেই।

আলোক। কি জোর না কি? তোমার জোর? পঁচিশ জুতো ঝেড়ে প্রাণ ছেড়ে দে বিবাগী হচ্চি, কারুর তোয়াক্কা রাখি!

আগম। কি, তুমি আমায় অপমান কর্ব্বে নাকি? শিষ্য হ'য়ে আমার অপমান ক'র্ব্বে নাকি? দেখি, কোন্ শালা আমার সাম্‌নে প্রাণ ছাড়ে!

আলোক। তুমি কি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রাগারাগি ক'র্ব্বে? বাবা, তোমার সঙ্গে আর ইয়ারকি চল্‌বে না! ছি, ছি, ছি, ছি, এমন ইয়ারকিও দি, একদিন সক্ ক'রে প্রাণ ছাড়্তে পার্ব্বো

না! আগমবাগীশ! তোমায় বলি, এক দিন রামা আর পদির ইয়ারকি দেখে এস, তাদের সকের প্রাণ, দুবেলা প্রাণ ছাড়চে। হায়, হায়, হায় প্রাণ ছাড়তে পেলুম না!

আগম। হাঁ এবার যে বলেছ তন্ত্রোক্ত কথা।

আলোক। তোমার শিষ্য তুমি কি আমায় বেলয় পেলে? কেমন, এখন তুমি রাজী? তা নিয়ে এস, পদীর মতন একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে এস। ভাল দেখে এক গাছা ঝাঁটা হাতে দেবে। যাও চট্ ক'রে বেরিয়ে পড়, আমি প্রাণটী ছেড়ে চুপ করে জুতো পাটটী হাতে ক'রে দোরের পাশে দাঁড়া'ব। আর তুমি যেতে না পার, এক কাজ কর, তুমি মাথায় ওড়নাখানা দিয়ে ঝাঁটা হাতে করে ব'সো।

আগম। এ বেস্ কথা।

আলোক। ভট্চায, ভট্চায! ওড়না খোলো, তোমায় বড় বেখাপ্পা দেখাচ্চে!

আগম। না, সেটি হবে না। ওড়না খুল্লে আমার ইজ্জত যাবে। বরং বলতো আমি ঘোমটা টানি।

আলোক। ভট্চায ঘোমটা খোল ব'ল্চি, ঘোমটা খোল ব'ল্চি।

আগম। কি, ঝাঁটা না ঝেড়ে ঘোম্টা খুল্‌বো? এমন মেয়ে মানুষ আমি নই।

আলোক। দোহাই ভট্চায, দোহাই ভট্চায, ঝাঁটার সক্ ছুটে যাবে। বড্ড বদ্‌খৎ রমক হয়েছে, বুঝ্‌তে পাচ্চনা?

আগম। তোমার সব অন্যায়! সক্ ক'রে বল্লে ঝাঁটা

জুতো চল্‌বে। আমার সরল প্রাণ, রাজী হলুম। আর এখন বঞ্চিত ক'চ্চ, এতে কি ভাল হবে!

আলোক। তবে ভট্‌চায, আলোটা নিবোও। আলোয় ও চেহারা চল্‌বে না। বড় বেখাপ্পা! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চোনা। আচ্ছা ভট্‌চায, তোমার সব দমবাজী? টুক্‌রোকে যে মেয়ে মানুষের সন্ধানে পাঠালে, তা কই? বাবা, মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে বিদেশে আন্‌লে, এখন ঘোমটা টেনে কুল্‌ মজাচ্চ! আমায় নিতান্ত প্রাণ ছাড়তে হ'লো।

আগম। নিতান্তই যদি ছাড়্‌বে ত তুপাত্তর টান।

আলোক। আমি প্রাণটী ছাড়ি, তুমি ততক্ষণ ঘোমটা খোল।

আগম। ওটী আমায় বোলো না।

আলোক। ভট্‌চায, তুমি কি আমায় সন্ন্যাস দেবে? তোমার চেহারা দেখে আমার প্রাণে বৈরাগ্য আস্‌চে। আমি ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বোনা ভট্‌চায, আমি ঘরে থাক্‌তে পার্ব্বো না! উঃ, চেহারা দেখে প্রাণ উদাস হ'য়ে গেল!

আগম। এ ঘরে একটী নৎ নেই?

আলোক। উঃ, এ শালা খুনে!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ভট্‌চায্‌ সব ঠিক, কাল নাব্‌বো।

আলো। কেরে, টুক্‌রো? বাবা! যদি তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও, এ শালার ঠ্যাং ধরে টেনে ঘর থেকে বার কর। শালা আবার নৎ নাকে দেবে!

আগম। বাবা টুক্‌রো! আমায় কেমন দেখাচ্ছে বাবা?

টুক্‌রো। আঃ ছাই দেখাচ্চে! মাসী যখন পেত্নী সেজে আস্‌বে, তখন তুমি তাক্ হ'য়ে যাবে।

আগম। বাবা আলোক! আমি যে মনের ঘেন্নায় প্রাণ রাখ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। ওকায ক'রোনা ভট্‌চায, ওকায ক'রোনা, বাইরে গিয়ে প্রাণ ছাড়। বাইরের হাওয়ায় সমস্ত রাত প্রাণ ছেড়ে পড়ে থাক, আমি একটু দোর দিয়ে জুড়ুই। ওড়নাখানা পুড়িয়ে ফেলে, তবে আমি আর নেসা ক'র্ব্বো।

আগম। বাবা আলোক! আমি ওড়না মুড়ি দে প্রাণ ছাড়্‌বো।

টুক্‌রো। ভট্‌চায তোমার রকমখানা কি? আমরা পাঁচ ছজন লোক ম'রে চণ্ড হ'য়ে র'য়েছি, আবার তুমি ম'র্ত্তে চাও? ছ্যা! তোমার আক্কেল নেই, কাযটা খারাপ কর্ব্বে?

আগম। বাবা টুক্‌রো! মনের ঘেন্নায় ম'র্ত্তে চাই।

আলোক। খবরদার শালা, ওড়না মুড়িদে মর্ব্বি ত বিশ জুতো লাগাবো!

আগম। উঃ! এ প্রাণ কি আর আমি রাখ্‌তে পারি, আমি মর্ব্বোই।

দেগোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ওরে দেগো আয়তো! শালাকে নিয়ে শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে আসি। ওঃ, কায আর জুট্‌বে না! মোদো নায়েব ছ'টা চণ্ড ছেড়ে গিয়েছে, সেই দলে চল্ ভর্ত্তি হইগে।

দেমো। তা বটে ত।

টুক্‌রো। কি ভট্‌চায, মর্ব্বি, না কাল নাবাবার উদ্‌যুগ কর্ব্বি?

আগম। দেখ আজ একটু ওড়না মুড়িদে মরি, কাল রাত্তিরে তখন তোমাদের নাবাবো।

টুক্‌রো। দেমো তুই একটা ঠ্যাং ধর!

আলোক। বাবা টুক্‌রো! যদি তুই চণ্ডর মতন চণ্ড হ'স, তুই শালাকে গোভাগাড়ে মেরে আয়। ফের্ না ওড়না গায়ে দিয়ে সাম্‌নে আসে।

টুক্‌রো। দেমো যা'ত, কলসী কতক জল তুলে আন্‌তো। ওর মাথায় ঢালি।

আগম। বাবা! জল ঢেল না। জল ঢেল না। গো ভাগাড়ে আমায় আচ্‌ড়ে মা'র।

আলোক। বাবা ওড়না খুলে নে, ওড়না খুলে নে, যার শালা ভাগাড়ে যাবে।

আগম। কোন্ ব্যাটা ওড়না খোলে, আমি ভাগাড়ে যা'ব।

[আগমের প্রস্থান।

আলোক। উঃ এত্তক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! শালা নত আনলেই খুন করেছিলো। বাবা টুক্‌রো! সে মেযে মানুষের কি হোলো?

টুক্‌রো। দাড়ান মশাই! কাল না নেবে, এ কথার উত্তর দিতে পাচ্ছিনি। আমি যে ভাব্‌চি ঐ ভট্‌চায মাতাল হ'য়েছে,

কাল যদি দিনের বেলা খোঁয়ারির মুখে চালায় তা হলে বাগান' মুস্কিল হবে।

আলোক। কি রকম্ মেয়ে মানুষটা বুঝলে?

টুক্‌রো। মাসীর কথার আঁচে বুঝ্‌লুম বড় মন্দ নয়।

আলোক। দ্যাখ্ বাবা! একটা মনের কথা তোরে বলি, একটা জবরদস্ত মেয়ে মানুষ যোগাড় করো। অমন প্যান্ পেনে ঘ্যান্ ঘেনে, মুখ মোচানে, পা টিপুনে, এতে বাবা অরুচি জন্মেছে। দু'ট রাগ কল্লে, দু'ট বল্লে, দু'ট মান ক'রে বস্‌লো, আবার ভাব সাব করে চুমখেয়ে বুকের ধন বুকে নিলুম! তা নয়—মশাই মশাই ক'রে কাঁদী বেটী ঘুচ্চেন!

টুক্‌রো। যদি মার ধোর ঝগড়া ঝাটী ক'ত্তে চাও ত সে আমার মাসী। ঐ যে বৈরাগী মেসো ে ছিল, কি বোলবো, ম'রে গিয়েছে, তা নইলে তোমায় দেখাতুম, ঝ্যাঁটার দাগে পিট ভ'রে গিয়েছে।

আলোক। দেখতে কেমন?

টুক্‌রো। এই পেত্নী হ'য়ে এলেই দে'খ এখন! তুমি বলেছিলে ভট্‌চাযকে ওড়না খুল্‌তে, মাসী এসে দাঁড়ালে বাপ্ বাপ্ করে ওড়না খুল্‌তে পথ পেত না।

আলোক। ইস্ তাই তো! বেটীরে সব টাকার লোভে অমন করে বুঝেছিস্। মর্ বেটী, ভালবেসে দুটো ঠোনা মেরে লাথি মাল্লে কি আর টাকা দিই নি, ডবল দি।

টুক্‌রো। তোমার ওসব কথায় এখন আমি কাণ দিতে পা'চ্ছিনে। আমি ভট্‌চাযকে বাগিয়ে ঠাণ্ডা করিগে।

আলোক। আচ্ছা শোন্ একটা কথা শোন্। এইখানে কোথা বে ক'রে গিয়েছি, সন্ধান ক'ত্তে পারিস্ ?

টুক্‌রো। কেন, তুমি বউ ঘরে আনবে নাকি ?

আলোক। না, ঘরে আন্‌বো না, বার ক'র্ব্বো।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার মতলবের থাই পায় কে ? বেটী আর কোন কালে না ঘাড়ে পড়ে !

আলোক। টুক্‌রো ! তুই চণ্ডগিরি করিস্ বটে, কিন্তু আমার মতলবের থাই পেলি নি, আর পাবিও নি। মাগ্ বার ক'র্ব্বো কেন তা জানিস্, বার করা সক্‌টা মিটিয়ে নেব। টাকা ছেড়ে অনেক বেটীকে বার ক'ত্তে পাত্তুম, মেয়ে মানুষ ভালবাসি বটে টুক্‌রো ! কিন্তু এক জনের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে পারিনি। এ বাবা আপনার মাগ বার করলুম। ব'নে ঘর করলুম। তা না হয় খোরাকির বন্দোবস্ত করে বাজারে ছেড়ে দিলুম।

টুক্‌রো। এ বেস্ কথা, মাসীর কাযের ভার বা'ড়্‌লো, পেত্নীও হ'তে হবে, দূতী গিরিও ক'ত্তে হবে।

আলোক। আমি একটা মতলব ঠাওরাই, কাল তোরে বোল্‌বো। এতে তোর মাসীর দরকার হবে না, আমি আপনিই মাসী হব।

টুক্‌রো। তুমি কি গোঁফ্ মোড়াবে ?

আলোক। হুঁহুঁ—তোকে তো ব'লেছি ব্যাটা টুক্‌রো, তুই আমার বুদ্ধির থাই পাবিনি !

টুক্‌রো। ভার ! গোঁফ্‌বন্দি মাসী হবে, এভূট্‌চাযের বাবা হ'লে যে !

আলোক। ব্যাটা বুঝ্‌বি কি ?—খানসামা মাসী !

টুক্‌রো। ওঃ ব'ল্‌তে পারিনি, তোমার মতলবটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, তা হ'লে একটা কারখানা হ'য়ে যাবে। মালিনী মাসী, গয়লা মাসী, নাপ্তিনী মাসী, এই সব চলে আসচে, তুমি খানসামা মাসী যদি বার ক'ত্তে পার তো :চুটিয়ে চ'লে যাবে।

আলোক। খানসামা মাসীর খুব চলন্‌ আছে, তুই জানিস্‌ না। খানসামা মাসী কি জানিস ? মাসীকে মাসী, নাগরকে নাগর ! দেখ্‌ কোন শালা যা পারেনি তাই ক'র্ব্বো। আমার শ্বশুর বাড়ীতে খানসামাগিরি করে আমার মাগ্‌কে বার কর্ব্বো। তার পর আলাদা রেখে দে'ব, সে জান্‌বে খানসামা। মশাই মশাই ক'রে আর বাঁদিগিরি কর্ব্বে না। দেখ্‌ আমার দেল চটে গেছে।

টুক্‌রো। দ্যাখ, এখন আমি ঘড়া কতক জল ভট্‌চাজ্জের মাথায় ঢেলে আসি। কাল চণ্ড যতক্ষণ না না'বচে আমার বুদ্ধি খাড়া হচ্ছে না।

আলোক। না, আমার শ্বশুরবাড়ী না তুমি খুঁজে দিয়ে কোন কাযে হাত দিতে পা'চ্চনা।

টুক্‌রো। না, চণ্ড না নেবে আমি কোন কথা শুনতে পারিনি।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। তবে যাও আমি আপনি খুঁজে নেবো।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণ।

দেশবিভাস—একতালা।

ছানিত কিরণে ভাসে দশদিশি মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশি পড়ে খসি,
বিভোর চকোর ভোলে॥
গোপীনীগণ নিয়ত সঙ্গ, নবনটবর নবীন রঙ্গ,
মান ভঙ্গ, মোহ অনঙ্গ, মাধুরী লহরী দোলে॥

[প্রস্থান।

করমেতির প্রবেশ।

কর। এই, এই খানে গান হ'চ্ছিল। আহা কি গাচ্ছিল? এ গান কি কোথাও শুনেছি? কোথায় শুনেছি? কি গাচ্ছিল, কি গাচ্ছিল? ঐ ওদিকে গান গাচ্ছে।

[প্রস্থান।

(গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ)

* * * * * *

উত উতরোলি, ঘন করতালি,
রাখাল নাচে, নাচে বনমালী,

কুলকামিনী কুলমান ডালি,
মঞ্জীর ধীর বোলে ॥
[সকলের প্রস্থান।

করমেতির পুনঃ প্রবেশ।

কর। আমি কোথায় যাচ্চি, এরা আগে আগে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ।

কৃত্তিকা। রোজ শেষ রাত্তিরে এমনি দোর খুলে বেরোয়। কি ব'ল্‌চে বুঝতে পেরেছ? "আমি কোথায় যাচ্চি, কে আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্চে"—

পরশু। কোথায় যাচ্চে?

কৃত্তিকা। ঐ কদমতলাটীতে গিয়ে ব'স্‌বে।

পরশু। এমন্‌টা হ'য়েছে আমায় ব'লনি!

কৃত্তিকা। এটা আ'জ দু তিন দিন হ'চ্ছে। বলিনি আর কেমন ক'রে? রোজত তোমায় ব'ল্‌চি। তুমি কি কোন কথা কাণে তোল?

কর। তোমরা কোথায় লুকুলে, তোমরা কোথায় লুকুলে? কেন লুকুলে? দেখা দাও না। দেখা না দাও গান গাও, আমি ব'সে শুনি, আর চ'ল্‌তে পা'চ্চিনি।

পরশু। ও গান গায় কি ব'ল্‌চে?

কৃত্তিকা। দেখ সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি আমিও যেন কি

গান শুন্‌তে পাই! যেন এগিয়ে এগিয়ে কারা গেয়ে গেয়ে যাচ্চে!

পরশু। আমি এর কি বিহিত ক'র্ব্বো কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।

কৃত্তিকা। দিন দিন আর লজ্জা সরম কিছু করে না। সোমত্ত মেয়ে, বেটা ছেলের সামনেই গা মাথার কাপড় খুলে চ'ল্লো। ব'ল্লে বলে কই মা পুরুষের কাছেত যাই নি। এ বাই হ'লো কি দিষ্টি দিলে আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কর। গাও গাও আবার গাও! তোমাদের গান শুন্‌তেই আমি এসেছি। তোমরা কে? যদি না বল, ব'ল্‌তে পার আমি কোথা থেকে এসেছি। আমার মনে হ'চ্চে তোমরাও সেথাকার, আমার মনে হ'চ্চে তোমরা আমার খেলুনি।

(নেপথ্যে গীত)

গোঠে চলে কানু নাচিছে ধেনু,
গগনে সজনী উঠিছে রেণু,
নখরে ঝলকে তরুণ ভানু,
ফুল কলি আঁখি খোলে।

কর। ঐ যে,

[পরশু, কৃত্তিকা, করমেতির প্রস্থান।

(গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ ও গীত)

* * * * * *

কদম তলায় মাধব মাধবী,
আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,

আয় শ্যাম প্রেমে মাতোয়ারা হবি
রাধা ব'লে উতরোলে ॥
[প্রস্থান।

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগম। গোভাগাড়ে মরিচি না মস্তে আছি ওড়না ছাড়চিনি। যখন কারণ সঙ্গে রয়েছে, কার্ তোয়াক্কা করি!

অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। সকাল হবে আর টুক্‌রো ব্যাটা এসে পেত্নী ক'র্বে। বামুন বাড়ীও যা'ব, না আর কোথাও যা'ব না। রাজার ছত্তরে খা'ব, আর চুপি চুপি সেখানে প'ড়ে থা'ক্‌বো। ও মা গো, পেত্নী হ'তে পা'র্বোনা! এই ঝোপটায় চুপটী মেরে ব'সে থাকি।

আগম। থাক, তুমি ও ঝোপ আগলাও, আমি এ ঝোপ আগলাই।

অম্বিকা। ওমা! এ কে আবার!

আগম। দিদি, তুমি বাসায় ম'রে পেত্নী হ'য়েছ, আমি গোভাগাড়ে ম'রে শাঁকচুন্নী হ'য়েছি।

অম্বিকা। আঃ মর! আমি ম'র্বো কেন? তোর সাতগুষ্টি মরুক।

আগম। ম'রেছ বাছা তার আর উপায় কি ব'ল!

অম্বিকা। কেরে মড়া! ম'রিচি ম'রিচি ক'চ্ছিস?

আগম। ছিঃ, তুমি অমন বেহুঁস মেয়ে মানুষ! ভোর রাত্তিরে ম'লে টের পেলে না?

অম্বিকা। হুঁ মলুম, তোমার পিণ্ডী চট্‌কালুম!

আগম। তার যো কি? তুমি আগে ম'লে দেখে গিয়ে, তবে গোভাগাড়ে ম'রিচি।

অম্বিকা। তুই কেরে ড্যাক্‌রা?

আগম। ডেক্‌রী ব'ল। দেখ্‌ছ না ওড়না মাথায়? দেখ তুমি যদি হলপ্ কর যে মরিনি তাতেও আমি বিশ্বাস ক'চ্চিনি। তন্ত্রে লিখ্‌চে,—

কলাগাছে বসি আমি কলা বাহুড়্।
চৈত্রী মাসের নিয়েকেতে ম'লেন মাচারু॥

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'চ্চি বাছা! কি ক'র্ব্বে কাছে এসে ব'স, ব'সে একটু কারণ কর। মারা প'ড়েছ তা তো আর চারা নেই।

দেমো, টুক্‌রো ও খানসামা বেশে

আলোকের প্রবেশ।

টুক্‌রো। ভট্‌চায! সাড়া দিবি ত দে।

আগম। (স্বগত) উঃ! টুক্‌রো চাঁদ! এখনি ব্যাটা পুকুরে চুবিয়ে নারী জন্ম ঘুচিয়ে পুরুষ জন্ম দেবে। (অম্বিকার প্রতি) বাছা তুমি ঝোপে থাক, আমি অশত গাছে যাই। উঁ হুঁ—গাছে উঠ্‌তে পা'র্ব্বোনা, ট'লে পড়ে যা'ব।

অম্বিকা। এই টুক্‌রো ব্যাটা এলো, সার্‌লে! আমি সাড়া দেবো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকি।

আলোক। এই যে শালা! দেখ্‌তে পা'চ্চিস্‌ নে, ওড়না চিক্‌ চিক্‌ ক'চ্চে!

টুক্‌রো। সত্যি ত এই যে ব'সে! দেমো ধর্‌। নিয়ে চ, শালাকে পানা পুকুরে চোবাই গে।

আগম। তা চোবাও! আমার মিতিন মাসী ঐ ঝোপে ব'সে আছে তাকেও নিয়ে এস!

টুক্‌রো। দাঁড়াও তোমায় আগে পাঁকের ভেতর ঠেসে ধরি।

আগম। কি রে পাঁকে চোবাবি! পাঁক যে গয়ার পিণ্ডীর বাবা, আমার ভূত যোনী ছেড়ে যাবে!

[টুক্‌রো ও দেমো ভট্‌চাযকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ত বেল্লিকের ধাড়ী, দেখি ওর মিতিন মাসী পেত্নী বেটা কি রকম পাজী! এ ব্যাটা বোধ হয় এ দেশী। দেখি যদি আমার শ্বশুর বাড়ীর সন্ধান পাই। (প্রকাশ্যে) মিতিন মাসী পেত্নী! মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (স্বগত) এ ত এক ব্যাটা মাতাল দেখ্‌চি! পেত্নী হ'য়ে ভয় দেখাই, নইলে মাতালের হাতে প'ড়ে ম'ত্তে হবে।

আলোক। মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (খোনা স্বরে) কেঁ রেঁ ব্যাঁটা!

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ভট্‌চাযের ওপর বেল্লিক! একটু কারণ ক'র্ব্বে?

অম্বিকা। উঁহুঁ—উঁহুঁক্।

আলোক। একটা খবর দিতে পা'র্বে ?

অম্বিকা। উঁহুঁ উঁহুক্!

আলোক। কেরে ব্যাটা বেরসিক পেত্নী! আয় ত এদিকে দেখি! (টানিয়া আনয়ন)

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙবোঁ, ছেঁড়েদেঁ। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙবোঁ, ছেঁড়েঁদেঁ।

আলোক। খেপেছ, তোমার চাঁদ বদন না দেখে ছাড়ি!

(হস্ত ধরিয়া মুখ দর্শন)

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়—ছাঁড়।

আলোক। (মুখ দেখিয়া) ওঃ দেলখোস্! এযেসে না! হয় টুক্রো ব্যাটার মাসী, নয় ভট্‌চাযের যমক ভাই আছে!

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়!

আলোক। কেন, ছাড়্‌বো কেন ? এই খানে ব'সো, এই টাকা নাও। তুমি ব'ল্‌তে পার, আলোক ব'লে এক ছোঁড়া এখানে কোথাও বে থা ক'রে গিয়েছে কি ? তার বাপের টাকা কড়ি ছিল, উড়িয়েছে—আছেও কিছু। যদি ঠিক খবরটা দিতে পার, ত আরও কিছু পাও।

অম্বিকা। বলত বলত, বামুনদের বাড়ী ?

আলোক। ঐ আলোক—বামুন। কার বাড়ী বে হয়েছে ব'ল্‌তে পারিনি।

অম্বিকা। বেস্ বাড়ন্ত গড়ন মেয়েটী ? চোক্ মুখ নাক কাটা কাটা ?

আলোক। হ'লে হান নেই।

অম্বিকা। বছর চোদ্দ পোনের বে ক'রে খবর নেয়নি, কেমন ?

আলোক। বরং বেসি।

অম্বিকা। হ'য়েছে !—আমার মনিব বাড়ী।

আলোক। খুব ভাল কথা। আমি সেই আলোকের কাছ থেকে আস্‌চি। আলোক তার পরিবার নিয়ে যাবে। আর যদ্দিন না পাঠান্‌, আমি সে বামুন বাড়ী থাক্‌ব'। তার পরিবারের যা দরকার টরকার হয় দেবো টেবো। শুনেছি কি তার অসুখ হ'য়েছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'ত্তে হবে।

অম্বিকা। উপদিষ্টি লেগেছে গো উপদিষ্টি লেগেছে!

করমেতির প্রবেশ।

ঐ দেখ মেয়েটী আপনি আ'স্‌চে। রোজ ভোরের বেলা এসে গো!

আলোক। কই ? (স্বগত) আহা! এ কি ভাব! যেন পাগল! গা মাথার কাপড়ের থম নেই। এ কোথায় যায় ? কারুর পাছে কি যায় ? কোন ভাগ্যবানকে কি এ চায় ?

কর। (আলোকের প্রতি) তুমি এস, এস, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, এই খানে তারা নেচে ছিল, এই খানে তারা গেয়ে ছিল, এই খানে সে ব'সে ছিল। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না। এই এই দেখ, কোথায় আছে দেখ্‌তে পাচ্চিনি।

অম্বিকা। দেখচ গা ওপর দিষ্টি লেগেচে!

আলোক। তুমি এই নাও, বাড়ীতে খবর দাওগে।

অম্বিকা। তা আবার তোমার সঙ্গে কোথা দেখা হবে?

আলোক। আমিই দেখা ক'র্ব্বো।

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ, শীতকালে একখানি গার কাপড় দিও।

আলোক। এমনি পেত্নীগিরি যদি ক'ত্তে পার।

অম্বিকা। তা পা'র্‌বো, তা পার্‌বো।

[প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) কখন না। এ দেবীকে কি পিশাচে স্পর্শ ক'রেছে? আমি হেন লম্পট, আমার স্ত্রী আমায় ডাকৃচে, আর এই আলু থালু রকম, কাছে যেতে সাহস হ'চ্চে না। কোন্ পিশাচের বাবা, আমার ওপর ছাতি যে এগুবে!

কর। আমি কি দেখ্‌চি জান? তুমি তাকে দেখ্‌চ কিনা দেখ্‌চি। তুমি তাকে দেখ্‌তে পা'চ্চনা। এস আমার সঙ্গে এস। দেখ তুমি যদি তারে ধ'ত্তে পার, এই খানেই আছে, আমায় ধরা দেয় না।

আলোক। তুমি কে?

কর। কে তা ঠিক্‌টী জানি নি। কে আমি তাই খুঁজ্‌চি।

আলোক। এ ত বাবা কথার মাথা কিছু পাচ্চিনি, পাগল বটে!

কাফি—একতালা।

কর। চকিতে আসবে যাবে একটু থাকে না।

ব'লে কি ক'র্ব্বো বল কথা রাখে না॥

পলকে যায় সে স'রে,　　রূপে যায় নয়ন ভ'রে,
মাতে মন দেখ্‌ব' কি ক'রে,—.
মনে আর মন কি থাকে মন তা জানে না।
জানিত মনের কথা মন ত ঢাকে না॥
কত সে কয় গো কথা,　　কি কথা বুঝ্‌বো কি তা,
অঘোরে কি কই কথা নাইকো তার মাথা
কথা তার যেথা সেথা মানা মানে না।
ব'ল্‌তে হয় বল' ভুটো গায়ে মাখে না॥

আলোক। এ স্বর্গ পৃথিবীতে আছে! আমি স্বর্গ আশায় আগমবাগীশের কথায় নরককে স্বর্গ মনে ক'রেছিলুম। মাত্‌লামোর চক্কোর করেছি। যে জিনিস মানুষকে পশু করে, সেই জিনিস নিয়ে স্বর্গে যাব! শাস্ত্রে থাক্‌লেও সে শাস্ত্র আমার মাথার ওপর! আর আমি মদ ছোঁবনা, মদ খেয়ে আর পশু হব' না। পশু হ'লে একে দেখ্‌তে পাব' না?

কর। তুমি কি ভাব্‌ছ'?

আলোক। আমি কি ভাব্‌ছি আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

কর। আমি কি ভাবি আমিও বুঝ্‌তে পারিনি। তুমি যদি টের পাও কি ভাব্‌'চ, আমায় ব'লো। আমি যদি টের পাই কি ভাব্‌চি, তোমায় ব'লবো। মিলিয়ে দেখ্‌বো তোমার মনের কথা আমার মনের কথা এক কি না।

আলোক। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে সুজ্‌তে

পাচ্চিনি! তোমার নাম কি? তোমায় তো একটা নাম ব'লে ডাকে?

কর। ওঃ তুমি এখানকার কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চো? আমার নাম করমেতি। আমি চ'ল্লুম, তোমায় লজ্জা করে চ'ল্লুম। এখানকার কথা, তোমার কাছে থাক্‌তে নেই। এখানকার কথা, আমার বে হ'য়েছে, আমার স্বামী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা ক'ইতে নেই। এখানকার কথা বাপের নাম পরশুরা- মার নাম কৃত্তিকাদেবী, সোয়ামির নাম আলোক। এখানকা... বচ্ছরে, চোদ্দ বচ্ছর বে হ'য়েছে, আমার সোয়ামী আমার খবর নেয় না। আর এখানকার কথা কিছু নেই। শুন্‌লে? আর তোমার কাছে থাক্‌বো না। তুমিও আমার কাছে এসোনা।

(দূরে গিয়া অবস্থান)

আলোক। সকলই অদ্ভুত! এখানকার কথা সেথানকার কথা কি বলে!

কর। ইস্ সব এথনকার কথা হ'য়ে গেল। কি মজা, কি মজা! এক এক বার আমার ভারি হাসি পায়! কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না কোথায় যাব, আগা শেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের জন্যে করমেতি নাম দিয়েছে। আমিও ডাকৃলে করি "হুঁ"। আচ্ছা এখানে কি হ'চ্চে, এমন সব ক'চ্চে কেন? খেলা ক'চ্চে, খেলা ক'চ্চে! এত খেলেছে যে খেলা কি সত্যি মনে নেই। আমিও খেলেছি, আমারও মনে নেই।

আলোক। তুমি এখানে ব'সে কি কোচ্চ ?

কর। আপনি এখানে এসেচেন ? আমি চল্লুম, আপনার কাছে আমার থাকা উচিত নয়। কিছু মনে করবেন না, রীতি এই। বাপ মা গুরুজন, তাঁদের কথাত ঠেল্‌তে নেই।

আলোক। শোন শোন আমি তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছি।

কর। এসে থাকেন, কি বল্‌বেন আমার বাবার কাছে গিয়ে বলুন।

আলোক। তোমার সোয়ামী তোমায় কিছু ব'লেছে।

কর। ব'লে থাকেন আমার বাবাকে ব'লবেন্, বাবা মাকে ব'ল্‌বেন। মা কোন অছিলে ক'রে আমায় শোনাবেন।

আলোক। তা হ'লে আমি জবাব পাবো কি করে ?

কর। বাবার মুখেই জবাব পাবেন।

আলোক। আমি খানসামা, আমায় পাবেন পাবেন ক'চ্চ কেন ? যা হয় কথা শুনে, যা জবাব দেবে বলনা।

কর। না, তোমার সঙ্গে কথা ক'ওয়া আমার উচিত নয় কথা ক'য়ে কুকর্ম্ম ক'রেছি।

[প্রস্থান।

আলোক। এ কি ! এতে ত একটুও পাগলামো নেই এ কি ঢং ক'ল্লে—না ! আমি শুভক্ষণে এদেশে এসেছিলুম এ যদি আমার হয়, এ কি গোলামী করে ? কখন না। এ কি মিছে মন যোগায় ? কখন না। একি দেখানে সেবা করে ? না, না, কখন না। ছি ছি আমি পত্নী ফেলে গণিকা নিয়ে

ছিলেম। বাবা! পাপ পুন্যি কিছু বুঝ্‌তে পাত্তুম না। এখনও যে পারি তাও ব'ল্‌চিনি। কিন্তু পাপের অন্য সাজা থাকুক বা না থাকুক, এই রত্ন বুকে না রেখে ভাঙা কাঁচ বুকে দিয়ে বুক আঁচ্‌ড়েছি। এর যদি ভালবাসা পাই ত ফকির হই। তাতে আপশোষ নেই।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

স্বপ্নস্থান প্রকাশ।

পিলুবেহাগ—দাদরা।

স্বপ্ন পুরুষ ও নারীগণ।

নারী। এলো আর চ'লে গেল ধ'র্‌লে ধরা যায়।
ফুলের মতন চিকণ কায়া মিল্লো ফুলের কায়॥

পুরুষ। ধ'ল্লে ধরা যায়, মিস্‌লো ফুলের গায়,
ধরি ধরি ধ'র্‌তে নারি ফ'র্‌কে চলে যায়,
আয় আয় বুকে রাখি আয়॥

নারী। মাখামাখি চাঁদের কিরণে,
চেয়ে আড় নয়নে ঘোম্‌টা টেনে ঢাকে বদনে,
এসেছে পাখীর গানে তানে নাচে গায়।

পুরুষ। এসেছে পাখীর তানে, বিঁধেছে নয়ন বাণে,
আঁচলে বদন ঢাকে ঈষৎ হাসি তায়॥

উড়ে যায় অম্‌নি বসন,
লাজে হয় রাঙা বদন,
মলয়া অলকা ওড়ায়,
বুকে রাখি আয়।

সকলে। এলে ফের আস্‌তে পারে,
কিরণ মালা গলায় প'রে,
সোহাগ ভরে চায় যদি কেউ পায়॥

স্বপ্ন সঙ্গিনী। ছি ছি ছি পদ্ম ফেলে মজ্‌লি কি কেতকী ফুলে।
রঙিলা তর্ এ সুরা স্বাদ কি তুমি গেলে ভুলে॥
রসে ভোর আদর ক'রে এস নাগর ধরি গলা।
মলা নেই খোলা এ প্রাণ জানে না ত ছুতো ছলা॥
ছি ছি ছি সুধা ফেলে বিষ খেলে কি পিয়াস মেটে।
ক'রেছ কার কামনা জাননা মুন দেবে কেটে॥
রসিকা হয় কি যে সে রসিক হ'য়ে তাও জান না।
পাথরে জল কি ঝরে বোঝালে ত বুঝ্ মা'ন না॥
চল হে বিলাস ঘরে হেথা কেন এস চ'লে।
সাধ ক'রে জ্বে'ল না জ্বালা ছাই হবে না জ্ব'লে জ্ব'লে॥

আলোক। জ্বলে জ্বলুক, পিশাচিনী দূর্ হঃ! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম না কি! নানা স্বপ্ন নয়—সত্য, আমার মনের বিকার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিকার কি দূর হবে? হবে—তার সঙ্গে থেকে হবে। সে বিকারশূন্য দেবীসঙ্গে কখন মনের

মলা থাক্‌বে না। আমি কত রাজ পরিচ্ছদ প'রেছি, আমি কত যত্নে সুবেশ ক'রেছি, আজ আমার এবেশের তুল্য আর প্রিয় বেশ হবে না। দিনান্তে যদি দূর থেকে তারে দেখ্‌তে পাই, যদি তার কাযে বুকের রক্ত যায়, যদি তাকে ভেবে দিবা রাত্রি জ্বলি, তবু আমি আপনাকে ভাগ্যবান ভাব্‌বো। তার ধ্যানে যদি মন পোড়ে, মলা মাটী কেটে গিয়ে মন খাঁটী সোণা হবে। জ্বলবে বটে বুঝ্‌তে পাচ্চি, এই যে জ্বলছে, সে কাছে নেই ব'লে জ্বল্‌ছে। এ জ্বালা আমার স্বর্গ! এ জ্বালা আমি আদর ক'রে বুকে রাখ্‌বো। ছি! ছি! পাপ তুমি ঘৃণার জিনিসই বটে! পরকালের ভয়ে ব'ল্‌চিনি, ইহ কালে তুমি এ রত্ন থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রেছ। পাপ! নরক তোমার সঙ্গে সঙ্গে। আমি এই পথে যাই, স্বর্গের সৌরভ এই পথে—এই পথে সে গিয়েছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পরশুরামের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

ব্রাহ্মণবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো! তুমি একবার এদিকে এসত গা! এস' এস', একটু বাতাস কর।

করমেতির প্রবেশ।

ব'সো, কাছে ব'সে বাতাস কর।

কর। তুমি কে?

কৃষ্ণ। কোনখানকার কে? এখানকার কথা না সেখানকার কথা?

কর। তুমি কি সেখানকার কথা জান'?

কৃষ্ণ। দাঁড়াও, হাঁপিয়েছি, ব'ল্‌চি, বাতাস কর।

কর। আচ্ছা জিরোও।

কৃষ্ণ। ঘেমেছি, মুখ মুছিয়ে দাও। সুধু কি আর হাঁপিয়েছি? ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে গেছি। এই ছুটে ছুটে তোমায় দেখ্‌তে এলুম।

কর। আমায় দেখ্‌তে এলে কেন?

কৃষ্ণ। অত কেন আমি জানি নি। তোমার একটা মনের কথা ব'লে দিতে পারি। তুমি এক জনকে খোঁজো। তুমি এক জনকে চাও। কেমন, ব'লেচি?

কর। সে কে তুমি জান'?

কৃষ্ণ। জানি, সে শ্যাম। সে তোমায় চায়। এসে না কেন বোল্‌বো? তোমরা সেধে এলে বড় তাড়িয়ে দাও।

কর। না, না, আমি যত্ন ক'রে রাখি।

কৃষ্ণ। সে ঠকে ঠকে আর মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে না। তোমরা মাথায় ক'রে এনে পায়ে ক'রে থ্যাৎলাও।

কর। ছি, ছি, ছি, অমন কথা বল!

কৃষ্ণ। সে ঠেকে শিখেছে, সে কি কথায় ভোলে। সে কেমন, তোমায় বোলবো?—এই আমার মতন। ঘাসফুল দেখেছত? (ঘাসফুল প্রদর্শন) এই ঘাস ফুলের মতন রং। আমায় চূড়ো বাঁধলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখায়। একটী বাঁশী আছে। বাঁশীটী এমনি ক'রে ধরে, বাজায় কি তা জানো?

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

কৃষ্ণ। জয় রাধে শ্রীরাধে।

রাধা নামে আঁকা, শিরে শিখি পাখা,

রাধা বলে বেণু সাধে॥

রাধা প্রেমে ভাসি, রাধা অভিলাষী,
রাধা হৃদয়বাসী,
বাঁধা রাধা রূপ ফাঁদে ॥
রাধাময় রাধা প্রাণ,
রাধা নাম সুধা পান,
রাধা প্রেমে বিকায়েছি অভিমান,
রাধা আমারি, রাধা সদা হেরি,
মোহিত মোহিনী ছাঁদে ॥

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কর। এ কোথায় গেল, কোথায় গেল? শ্যাম! শ্যাম! বাঁশী বাজিয়ে অমনি করে নাচে! আমি শ্যামের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

[করমেতির কৃষ্ণকে অণ্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান।

পরশুরাম ও আলোকের প্রবেশ।

পরশু। শ্যাম—বেশ নামটী! দেখ শ্যাম আমার সন্দেহ নেই। রাজ বাড়ীতে মোহর দেখালুম, (আলোকের মোহর করা পত্র দেখিয়া) তারা ব'ল্লে এ আলোকেরই সইমোহর।

আলোক। আমি কি আর মিছে কথা কইব'? আমি মিছে কথার মানুষ নই। তবে বাজারটা আসটার দস্তরি গণ্ডা খানসামার থাকেই।

পরশু। বাবা আমার বাজার হাট ক'স্তে হবে না। আমি আপনিই আনি।

আলোক। তবে চিনিটে মোণ্ডাটা এ পাশ ও পাশ থাকে, একটা বা গালে দিলুম।

পরশু। দেখ ও কায কোরোনা, কলসী শুদ্ধ চাল এঁটো হবে।

আলোক। তবে চালের কলসীটে দেখলুম, দুরেক ঢেলে নিলুম, পাইকিরিতে বেচলুম। আমার মিথ্যা কথার মানুষ পাবেন না।

পরশু। বল কি, তুমি রেক রেক চাল বেচ না কি?

আলোক। একটা বার বাবু এক ভট্চায্যির বাসায় সিদে পাটিয়ে ছিল, রাত হ'য়ে গেল আর ফির্তে পাল্লুম না। ভোরের বেলা কলসী দুই চাল মুদীনীকে বেচে রাহাখরচাটা ক'রে ছিলুম।

পরশু। তুমি কদিন থাক্‌বে?

আলোক। মাস খানেক থাক্‌ব'।

পরশু। তুমি খাও দাও কেমন?

আলোক। বেশি পারিনি। সকালে উঠে এক পাথর এড়াভাত খেলুম, খেটে খুটে এসে দুটা গরম চাক্‌লুম, আর নেয়ে উঠে রেক দুত্তিন ঢেলেছ কি না না করেছি।

পরশু। থেমে যা থেমে যা ব্যাটা ডাকাত!

আলোক। তবে পলা দুই ঘি নৈলে খেতে পারিনি। আর তেষ্টার জ্বালায় যদি দুধের বাটী টাটী কোথাও থাকে

ত ভুলে চুমুক দে ফেলি,—সে ভুলে। আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই।

পরশু। ভুলে হাড়ির মাছ খাও কি ?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে যা ব'ল্লে, কারুর পাতে ভাল মাছটা দেখ্‌লে আঁষ্টে গন্ধে গা গুলিয়ে উঠে হুড়ুম ক'রে তার পাতে মুখ দে পড়ি।

পরশু। তুই ভেড়ো কি গিন্নির পাতেও প'ড়্‌বি নাকি ?

আলোক। সে ঝোঁকে—ঝোঁকে! ঝোঁকের কথা কি ব'ল্‌তে পারি বল'।

পরশু। ভাল, জামাতার অভিপ্রায়টা কি ? তোমায় পাঠিয়েছেন কেন ? এক ঘর বামুনকে বাস্তুচ্ছেদ ক'ত্তে ?

আলোক। কেন মশাই, এমন কথা বলেন কেন ?

পরশু। আর হ'লো বৈকি! চাল বেচ্‌বে, চিনি মোণ্ডা খাবে, দুধের বাটী চুমুক দেবে, পাতে মুখ জুবড়ে প'ড়বে, আর কি ক'র্ব্বে, ঘরের চাল্‌টে কি কাট্‌বে ?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে পেট জ্ব'ল্‌লে, চাল থেকে দু আঁটী খড় টেনে নে চিবুই।

পরশু। সে জ্ব'ল্‌বে—জ্ব'ল্‌বে! আমার চালের খড় থাক্‌বে না।

আলোক। তা আজ থেকেই কাযে লাগি। মাইনে এই খান থেকেই পাব' ?

পরশু। দাঁড়া ব্যাটা ভিটে বেছে তোর খোরাক যোগাই! গিন্নীর তো খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই—এক মেয়ে বিইয়ে রেখেছেন।

আলোক। হ্যাঁ খোরাকটা যুগিও। আজ থেকে তোমার মেয়ের খবরদারিতে থাকি, চোখে চোখে রাখি ?

পরশু। তোর যা খুসি কর্ ব্যাটা, আমি মরিয়া হ'য়েছি !

[পরশুরামের প্রস্থান।

করমেতির পুনঃ প্রবেশ।

কর। কই কোথা গেল, কোথা গেল! আমি তার কথা শুন্‌বো। তোমার নাম কি ? শ্যাম—বেস্ নাম! আমি শ্যামকে খুঁজি, আমি শ্যামকে খুঁজি। সে ব'লে গেল—তার নাম শ্যাম। সে ব'লে গেল—সে তার মতন, সে তার মতন, একটু কাল, একটু কাল! চুড়ো মাথায়, হাতে বাঁশী আছে। সে বাঁশী বাজায় আর তেমনি ক'রে নাচে। বাঁশী গান করে আর বলে আহা! তুমি ব'ল্‌তে পার কোথায় তারে খুঁজে পাবো ? তার দেখা পেলে ব'লো ভয় নেই, আমি তারে অযত্ন ক'র্ব্বো না, আমি তারে অযত্ন ক'র্ব্বো না।

আলোক। তোমার শ্যাম কে আমায় ব'ল্‌তে পার ?

কর। আমি জানি নি, আমি জানি নি। সে ব'লে গেল, সে ব'লে গেল! সে শ্যাম, সে শ্যাম, সে ভয়ে দেখা দেয় না! অযত্নের ভয়ে দেখা দেয় না! খুঁজে দেখ, খুঁজে দেখ, খুঁজে যদি দেখা পাও ত তোমার প্রাণ জুড়োবে।

আলোক। না, তোমার শ্যাম যে হোক তাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়োবে না! আমার প্রাণ জুড়োয় তোমায় দেখে। তুমি শ্যামের জন্যে পাগল, আমি তোমার জন্যে পাগল।

তুমি শ্যামের পিছনে ফিরবে, আমি তোমার পিছনে ফিরব'। তোমার শ্যাম হয় হোক, আমার কিন্তু তুমি!

কর। তুমি কি ব'লচো'—তোমার আমি? আমি কি তোমার শ্যাম? শ্যামের যদি শ্যাম থাকতো, আমি শ্যামকে খুঁজে দিতুম। আমি যদি তোমার শ্যাম, আমার শ্যামকে খুঁজে দাও?

আলোক। আমি আগে তোমায় চিনি, তার পর তোমার শ্যামকে চিনবো, তার পর তারে খুঁজে এনে দেব। তুমি কি ভাবে থাক? এখানকার কথা, সেখানকার কথা কি বল? আমায় তুমি বল', আমি তোমার কাছে শিখি, তুমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? আমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? শ্যাম কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার?

কর। জানি নি।

আলোক। জান না! তুমি উন্মত্ত হ'য়ে থাক' আর জানো না!

কর। না জানি নি, আমি চল্লুম।

আলোক। না যেওনা, দাঁড়াও, তোমায় দেখি! এই আকাশের নিচে, এই গাছের তলায়, তোমায় দেখি! এই তরু তলার মাঝখানে, অলঙ্কারবিহীনা তোমার সরল প্রতীমা দেখি! যেওনা, আমায় বঞ্চিত কোরোনা, আমায় বঞ্চিত ক'ল্লে তুমি শ্যামের দেখা পাবে না।

কর। কি আমি শ্যামের দেখা পাব' না? সে কোথায় থাকবে!

আলোক। কি আমি তোমায় দেখ্তে পা'ব না? তুমি কোথায় যাবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

টুক্‌রো ও আগমবাগীশ।

টুক্‌রো। আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি, তুমি নাওনা, ও আমার মাসির মনিবের মেয়ে।

আগম। তাকে দেখ্‌লে কি ক'রে ?

টুক্‌রো। আরে সেই মেয়েটার ত ওপর দিষ্টি হ'য়েছে ! সে যে সেখানে যেখানে ঘুরে বেড়ায়।

আগম। কোন ছোঁড়া ফোঁড়ার কাছে যায় বুঝি ?

টুক্‌রো। না, সে ধেতের মানুষ নয়। কি একটা দিষ্টি ফিষ্টি আছে।

আগম। আছেই আছে, সন্ধান রাখিস্‌।

টুক্‌রো। ঐ দেখ আস্‌ছে। নাগর একটু ঝিমিয়ে প'ড়েছে কি বুলি ঝাড়্‌বি ঝাড়।

আগম। আমি যা যা ব'ল্‌বো তুই সায় দিয়ে যাস্‌।

টুক্‌রো। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় কি শিক্ষানবিস্‌ পেলি যে শেখাতে এলি।

আলোকের প্রবেশ।

আলো। না না, এত সয়না ! এত সইব কেন ? একবার দেখ্‌বো, তাতেও গুমোর ! এত সয় না ! দেশে চ'লে যাই।

না দেখি নেই দেখ্‌বো, কি আর হবে, ম'রেত যাব না! কথা যে কয়না, তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। পাগল নয়, ও অমন ক'রে! লোককে জ্বালাবার জন্য করে! এক একবার কিন্তু দেবী মনে হয়। আচ্ছা কেন? আমি দূর থেকে দেখি, এতে তার অসুখ কি? বুঝেছি—আমি কুচরিত্র! আমার অপবিত্র দৃষ্টি! কোথায় পবিত্রতা পাব', কোথায় পবিত্রতা পাব'? সে রত্ন ফেলে দিয়েছি, আর কি আমি পাব'?

আগম। বাবা, এমন নইলে পছন্দ!

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। এই মেয়ে মানুষের জন্যেই ত আলোককে বিদেশে আমি আনি।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। তোরে বলিনি?

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। আলোক যেমন চায় তেমনিটী।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আলোক। এত তাচ্ছিল্য সয় না, এ বড় যন্ত্রণা! যাই দেশে ফিরে যাই, হেথায় আর কি ক'র্ব্বো! অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, এত ভুলে যাব। ভুলে গেলে কিন্তু একটী সুন্দর ছবি ভুলে যাব, পরম সুন্দর—ধ্যানের ছবি! কিন্তু বড় যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা! আমি পরিচয় দি, আমি তার স্বামী। তা হ'লে ত দেখা ক'ত্তে দোষ থাক্‌বে না? তা হ'লে ত কথা কইতে দোষ থাক্‌বে না? না না না, পরিচয় দেব না। জোর ক'র্ব্বো না। আমায়

ইচ্ছে ক'রে দেখা দেয়, তবেই দেখ্‌বো। ইচ্ছে ক'রে কথা কয়, তবেই কথা কব'। স্বামী হ'য়ে জোর ক'র্ব্বো না। বুঝ্‌তে পার্ব্বো না, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এসেছে ? কি ভাব আমিত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি ! ও কাকে খোঁজে, কাকে চায় ? পাগল নয়, সহজ নয় ! একি, এ ভাব এত মিষ্টি কেন ? কি হে ভট্‌চায যে ! এখানে কেন ?

টুক্‌রো। খানসামা মাসী তোমায় ঝাড় ফোঁক ক'ত্তে হবে, তোমায় দিষ্টি দিয়েছে।

আলোক। ভট্‌চায ! বলতে পার পরশুরাম ব'লে কে রাজার পুরুত আছে ?

আগম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার একটা মেয়ে আছে।

আলোক। আছে।

আগম। তারে তুমি চাও।

আলোক। না সত্যি না। তুমি তারে দেখে ব'ল্‌তে পার, তার কি হয়েছে ? সে এক রকম হ'য়ে বেড়ায় কেন ?

আগম। তার একটা ছোঁড়া আছে।

আলোক। না না, তুমি কার কথা ব'ল্‌চ ? তুমি তারে দেখ নি। ঐ আস্‌চে দেখ।

করমেতির প্রবেশ।

মল্লার—লোফা।

কর। নইত তার মনের মত।
মন শোনে না, বুঝ্ মানে না,
লাঞ্ছনা তায় দিই কত॥

পোড়া মন সদাই যেতে চায়,
তারির কথা তোলা পাড়া থাকে সেই কথায়,
কত যে জ্বালায়,
পোড়া মন মান অপমান মাখে না ত গায়,
জ্বালার সোহাগ জ্বেলে দিয়ে জ্ব'লে জ্ব'লে সয় কত।
ছি ছি ছি মন জানে এত ॥

কর। আচ্ছা, তোমাদের মন কেমন, বোঝালে বোঝে?

আলোক। না।

কর। তবে কি কর?

আলোক। যখন বোঝে না, তার কি ক'র্ব্বো!

কর। সত্যি। তুমি আমার জ্বালা বোঝ'?

আলোক। তুমি আমার জ্বালা বোঝ কি?

কর। না। তোমার কি জ্বালা?

আলোক। তুমি আমায় কাছে থাক্‌তে দাও না, তুমি আমায় তাড়িয়ে দাও, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না!

কর। সত্যি, আমি জানি নি। আমি আপনাতে আপনি থাকিনি, জানবো কি? তুমি কিছু মনে ক'রোনা। আমি কি করি, জানি নি। এই দেখ আমি বিভোর হ'য়ে আছি। কি করি, তা জানি নি। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই। এত কথা হ'ল সব ভুলে যাব'। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই।

আলোক। কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নি। দিনে রেতে

ভুলি নি; তোমার কথা নিয়ে থাকি, এত যন্ত্রণা, তবু তোমার কথা নিয়ে থাকি।

কর। আমি জানিনি। কি ক'রে জান্‌বো বল', আমাতে আমি থাকিনি! তুমি কিছু মনে ক'রো না, তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি অঘোর হ'য়ে আছি।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। স্বপ্নের মত চ'লে গেল। এ কি অবস্থা, এত পরাধীন অবস্থা কেন? এ ত কিছু না, ভোলাই ভাল, ওঃ!

আগম। রুগীও দেখেছি, ওষুধও জানি।

আলোক। এ কি রোগ?

টুক্‌রো। বিষম রোগ, ছোঁড়া পাওয়া রোগ।

আলোক। চোপ্‌।

আগম। এ রোগের ওষুধ হ'চ্চে টাকা।

আলোক। কি রোগ, কি রোগ? যত টাকা লাগে নাও।

আগম। কিছু খরচ ক'রে বৈঠকখানায় নিয়ে আসুন, চক্ষের ওপর কি রোগ দেখ্‌তে পাবেন। ওর শিগ্‌গির নেশাটা ধরে। নেশার ঝোঁকে ঐ রকম নাচে গায়,—ফুর্ত্তি এসে কি না?

আলোক। দেখ্‌ ভট্‌চায তুই এ কথা নিয়ে যদি ঠাট্টা ক'র্ব্বি, তোর আর মুখ দর্শন ক'র্ব্বো না।

আগম। আরে শুনুন মসাই! ওর আমি হাট হদ্দ জানি, ওর সঙ্গে আমি চক্কোর ক'রেছি।

আলোক। পাজি তোর জিব ছিঁড়ে ফেলে দেব!

আগম। সে আর বৎসর,—এর অপেক্ষা যুবতী ছিল।

আলোক। ভট্চায, তুই বুঝতে পাচ্ছিস্ নি! তুই আব কার সঙ্গে চক্কোর ক'চ্ছিস। এ সে নয়, এ দেবী!

আগম। নাজি যেঁচ্যে? তোমার বৈটকখানায় আনি।

আলোক। ন্যাথ মিছে কথা ক'ইবি তোর টুঁটি টিপে মেরে ফেল্‌ব'।

আগম। অমন ক'রে টেপাটিপি কর ত ও দেবী, তুমি যা বল' তাই।

আলোক। তুই প্রমাণ দিতে পারিস্?

আগম। বৈঠকখানায় বসিয়ে।

আলোক। যদি না পারিস তোরে খুন ক'র্ব্বো! ব্রহ্মহত্যা মান্‌ব' না! তুই অমন পবিত্র স্ত্রীব কলঙ্ক ক'চ্চিস?

আগম। আর যদি পারি?

আলোক। আমি তোরে শিবমোহর দেব, তুই যা খুসি লিখেনিস। যা, তুই আমার সাম্‌নে থেকে যা। যা, আমি কোন কথা শুনতে চাচ্চিনি। আমি প্রমাণ চাই, এখন দূর হ!

[আগম ও চুকরোর প্রস্থান।

আলোক। কখন না, কখন না, কখন সম্ভব না! যদি হয়, তা হ'লে এ পৃথিবীতে থাকতে নেই। যেখানে এত সুন্দর বস্তু এত অপবিত্র সে নরকের চেয়ে ঘৃণার জায়গা! হেথা সুন্দর নাই, হেথায় বাস ক'র্ত্তে নাই? নেই!—এ চাক্ষুষ দেবী মূর্ত্তি! আগমবাগীশ মাতাল, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর!

করমেতির প্রবেশ।

তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছি, তোমার সোয়ামির কাছ থেকে এসেছি। আমার সাম্‌নে তুমি আস্‌তে চাও না, আর একলা তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও এ কি রকম?

কর। তাইত, আমার কি হ'লো! আমি কেন এয়েছি বল দেখি, আমি কেন এয়েছি? কে জানে, তাইত!

আলোক। তুমি আমার কথা উড়িয়ে দিচ্চ কেন? তুমি কাকে খোঁজ?

কর। শ্যামকে।

আলোক। কে সে?

কর। শ্যাম।

আলোক। কেন খুঁজ্‌চো?

কর। তাকে ভালবাসি।

আলোক। এ কি ভাল?

কর। তা জানি নি। ভাল হয় ভাল, মন্দ হয় সেও আমার ভাল। সেই ভাল, তার সব ভাল, তার ভালর আমি ভাল, তার ভালবাসা ভাল, তারে আমি ভালবাসি।

আলোক। তোমায় যদি কেউ ভাল বাসে?

কর। ভাল।

আলোক। তুমি তারে ভালবাস?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি তাই জানি, আর কাকে ভালবাসি কি না জানি নি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, এখানে আর এস' না। আমার সঙ্গে কথা ক'ওনা, আমার সঙ্গে দেখা ক'রোনা। কেন দুঃখ পাবে! ভালবাসা বড় দুঃখ, আমি জেনে শুনে মানা ক'চ্চি। আর যদি দুঃখের সাধ থাকে, যদি পাগল হ'তে সাধ থাকে, যদি পরের হ'তে সাধ থাকে, লাঞ্ছনার যদি সাধ থাকে, অপমানের যদি সাধ থাকে, ভালবেস', ভালবেস', যত দুঃখ চাও পাবে, যত দুঃখ চাও পাবে, এ দুঃখের বিরাম নেই, দিন রাত দুঃখে কেটে যাবে!

আলোক। তোমার কলঙ্কে ভয় নেই?

কর। ভালবেসে দেখ কেমন কলঙ্কের ভয় কর। ওমা ছি ছি ছি তুমি আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক, তোমার সাম্‌নে বেরুলুম! আর বেরুব না, ঘরে চ'ল্লুম।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। এ কারে ভালবাসে?—সে শ্যাম কে? সে যদি ওর হয় আমি তাকে যথা সর্ব্বস্ব দি। ওকে সুখী দেখে বিবাগী হ'য়ে যাই। কেন, বিবাগী হব কার জন্যে? এই যে এত দিন ওকে দেখিনি আমার কি দিন কাটতো না!

অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। এই আপনাকে খুঁজছিলুম। যা সেদিন কিছু দিয়ে ছিলে, তা চোরের পেট ভরালুম গো চোরের পেট ভরালুম!

আলোক। বটে বটে, কিছু চাও?

অম্বিকা। তোমার ধর্ম্ম, আমি কি ব'লবো।

আলোক। আচ্ছা সত্যি কথা কও; তোমার দিদি ঠাক্‌রুণের কি হ'য়েছে?

অম্বিকা। ব'লেছি ত, ওপর দিষ্টি হ'য়েছে।

আলোক। না, আমি যা যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি বল, তা নইলে আমি টাকা দেব না। ও কারুকে ভালবাসে কি না বল?

অম্বিকা। বাসে। দাও আমার বাজার ক'ত্তে হ'বে।

আলোক। শ্যামকে ভালবাসে?

অম্বিকা। বাসে। আমার বেলা হ'চ্চে।

আলোক। কারুর বাড়ী যায়?

অম্বিকা। হাঁ যায়, রাজাদের বাড়ী যায়। এখন তুমি কিছু দাও, সন্ধ্যা বেলা তোমার সব কথা সার দিয়ে ব'লবো।

আলোক। কারণ করে?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। আর বচ্ছর আগমবাগীশের কাছে গিয়েছিল?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। অমি এর জন্যে এত করি! দূর হ'ক ওকেত ত্যাগ ক'রেইছি! আমা হ'তেই এর দুর্দ্দশা হ'য়েছে! আমি আপনার স্ত্রী কেন বাড়ী নিয়ে রাখিনি! একবার দেখা ক'রে পরিচয় দিয়ে ব'লে যাব'—যে তোমার সব ঠাট্ আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। না, বিশ্বাস হ'চ্চে না, আমি চোখে দেখে তবে মান্‌ব'। মাগী তুই টাকার লোভে মিছে কথা ক'ইলি?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। হ্যাঁ, পাজী! দূর হ'ক স্ত্রী হত্যা হবে।

[আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ টুক্‌রো টুক্‌রো আয় ত। ধর্‌ ত ব্যাটাকে ঝেঁটিয়ে ওর খানসামাগিরি বার ক'রে দি।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ঝাঁটাস্‌ এখন। এই একটা টাকা নে, তোর মনিবের মেয়ের ঘরে আজ আমায় সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাবি।

অম্বিকা। আ'মর্‌ তুই সেথা কি ক'র্ব্বি। সে বামুনের ঘর, মনে ক'রেছ সোণা দানা পাবে? তার যো নেই।

টুক্‌রো। সে জানি রে জানি।

অম্বিকা। না, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার্ব্বো না।

টুক্‌রো। তোর বাবা নিয়ে যাবে! এই ফের নে তোর বাবা, আর এই তোর কুড়িটে বাবা হাতে রৈল। ভুলিয়ে যদি আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে পারিস্, যা খরচ হয়! যদি পারিস্ তো আমাদের বরাত ফিরে গেল। ঠিক ক'রে খিড়কী দরজাটী খুলে দাড়িয়ে থাক্‌বি, আমি গেলে পথ দেখিয়ে দিবি। সে সময় শুনেছি বামুন যায় রাজবাড়ীতে, আর গিন্নী যায় কথা শুন্‌তে।

অম্বিকা। হ্যাঁরে হ্যাঁরে এত টাকা কোথা পেলি, এত টাকা কোথা পেলি? চণ্ডগিরিতে এত রোজগার চণ্ডগিরিতে এত রোজগার! বাবা তোর ভট্‌চাযকে বলিস্ আমি পেত্নী হব'।

টুক্‌রো। বেটীর সব ছিষ্টিছাড়া! যখন পেত্নী হ'তে ব'ল্লুম, তখন ব'ল্লে বাবা পার্ব্বো না। এখন আর এক কায দিচ্চি, বেটী ব'ল্লে পেত্নী হ'ব! যা, যে কাযে পাঠালুম যা; যদি বাসায় নিয়ে আসিস তা হ'লে ত বরাত ফির্‌লো!

অম্বিকা। ওরে এ কায যে কখন করিনি রে! আমার বুক কাঁপ্‌চে!

টুক্‌রো। বেটীর বুক কাঁপ্‌চে! একটা কাযের মতন কায পেলি বাপের সঙ্গে ব'ত্তে যা!

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলে! আমর্ পোড়ারমুখো, একায কি কখন আমি ক'রেছি! আমার বুক ঠাঁই ঠাঁই কাঁপ্‌চে! কুড়িটে টাকা কি দেবে, অর্দ্ধেক নেবে! এই মাথা কাটা কাযে হাত দেব!—ওমা ওর থেকে আবার ওঁকে দিতে হবে! দেখিনা দেখিনা ব্যাটার কদ্দূর বাড়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

রাধিকা ও করমেতি।

কানেড়ামিশ্র—একতালা।

রাধিকা। ছি ছি ছি বলিস্ তখন শ্যামকে যদি চাই।
জল তোলা ছল ক'রে তাকে দেখ্‌তে কি আর যাই॥
নিয়ে মালতির ডালা, আর কি লো সই গাঁথি মালা,
ফুরোল' বনফুল তোলা;
শিখেছি ঠেকে দেখে, সামলেছি সই তাই।
কুল মান আর কি লো হারাই॥

কর। কেন গা কেন গা, তুমি শ্যামকে চাও না কেন?

রাধা। ছি ছি অমন কি আর হয়, ওর সঙ্গে কেউ কথা কয়! তুমি ভাব্‌চো তোমার? এক তিল তোমার নয়!

কর। তুমি শ্যামকে দেখেছ?

রাধা। দেখিনি আর! তার কাছে থেকে ঠেকে শিখে তোমায় ব'ল্‌চি।

কর। আমায় একবার দেখাবে?

রাধা। কেন তোমায় মজাব! তারে দেখ্‌লে আর ঘরে ফির্‌তে মন যাবে না। সে তোমায় পথের ভিখারী ক'র্বে,

যেমন আমায় ক'রেছে। সয় স'ক্ আমার সইলো, আর কারুর না সয়!

কর। তুমি দেখাও। আমি তারে এক বার দেখি। তারে না দেখে যে জ্বালা, দেখ্‌লে এর চেয়ে কি জ্বালা—হয় হোক তাও সইব'। তুমি আমায় দেখাও, নয় ব'লে দাও কোথায় আছে। আমি তারে দেখ্‌ব' আমার বড় সাধ। তুমি বঞ্চনা ক'র না। আমার না হয় নাই হবে, আমি জান্‌ব' আমার। সে আমার, আমি শতেক জ্বালায় তারে আমার ব'ল্‌তে ছাড়ব' না। তুমি ব'লে দাও তারে কোথায় পাব।

রাধা। তুমি ম'জ্‌বে, ম'জ্‌বে, ম'জ্‌বে! দেখে ম'জ্‌বে, বাঁশী শুনে ম'জ্‌বে, তার নূপুরের ধ্বনিতে ম'জ্‌বে, তার চূড়োতে ম'জ্‌বে তার ত্রিভঙ্গিম ঠামে ম'জ্‌বে। তার ঈষৎ হাসি মনে দাগা দেবে। বড় দাগা পাবে! আমি বড় দাগা পেয়ে ব'লচি, আমি ঠে'কে শিখে ব'ল্‌চি।

কর। তুমি ভাব্‌চো আমি ম'জ্‌তে ভয় কর্ব্বো। আমার কি ম'জ্‌তে বাকি আছে! শ্যাম নামে কি মজিনি! আমার কি দাগার বাকি আছে! আমি শ্যামকে দেখিনি। আমি মজেছি, আর মজ্'ব কি?

রাধা। তুমি শ্যাম নিয়ে অত মাখামাখি ক'রো না। দাগার কথা কি তোমায় বল্‌বো—আমারই সয়েছে! শ্যামকে দেখেছি, শ্যাম ডেকেছে, শ্যামের কাছে বসেছি, শ্যাম বলেছে আমি তোমার, তারপর এক'শ বচ্ছর কাঁদিয়েছে! এক'শ

বচ্ছর দিনরাত কেঁদেছি!—তার দেখা পাই নি। দূতি পাঠিয়েছি, তবু ও এসেনি। বল দিকি কি দাগা কি দাগা!

কর। তুমি এক'শ বচ্ছর কেঁদেছ?

রাধা। সে কাঁদিয়েছে, কাঁদব না!

কর। তুমি আমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্চ!

রাধা। দেখ্ ছুঁড়ীকে ভাল কতা বল্লুম, বলে তামাসা ক'চ্ছ!

কর। তুমি হদ্দ আমার বয়সী হও, তুমি একশ ব'চ্ছর কাঁদলে কি ক'রে!

রাধা। কেঁদেছি আর কাঁদলুম কি ক'রে! অজ্ঞান হয়েই থাকতুম। জ্ঞান হলে বলতুম, শ্যাম তুমি কি এত কঠিন! শ্যামের এ ব্যাভার কি ভুলব! আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তবে তার শোধ যায়!

কর। ব'লোনা ব'লোনা, শ্যাম কেঁদে বেড়াবে একথা ব'লোনা।

রাধা। রাখ্ ছুঁড়ী তোর রস রাখ্ দেখিস এখন, তোর শ্যাম দোরে দোরে কেঁদে বেড়াবে, জয় রাধা ব'লে কেঁদে বেড়াবে!

[প্রস্থান।

কর। এ কি পাগল?—পাগল। যখন শ্যাম নাম নিয়েছে, তখন পাগলের আর বাকি কি! শ্যামকে দেখেছে, শ্যামের কাছে বসেছে, শ্যাম বলেছে আমি তোমার, ওতে কি আর ও আছে! ও মিছে বলেনি, ও মিছে বলেনি—ও শ্যাম হারা

হয়েছে, ওর পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'য়েছে। এই যে আমার মনে হচ্চে কত হাজার বচ্ছর শ্যামকে খুঁজছি পাইনি। শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম তোমার দেখা পেলেম না, তোমার নাম নিয়েই থাকি!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। তা থাক।

কর। তুমি কি আবার ফিরে এয়েছ? তুমি একবার শ্যাম শ্যাম বল। তোমার মুখে শ্যাম নাম বড় মিষ্টি! কৈ বল্লেনা, আবার কি চলে গেলে?

টুক্‌রো। চঁলেঁ কোঁত্তাঁ যাঁবোঁ?—আঁমি ফুঁল বাঁগাঁনেই থাঁকি।

কর। কে তুমি?

টুক্‌রো। দাঁড়াঁও ঠাঁউরে বঁলি। (স্বগত) ঐ আলো নিয়ে কে আস্‌চে। (প্রকাশ্যে) মাসী পালাবার পথ কোন দিকে? বরকন্দাজ নিয়ে ঐ যে তোর মনিব আস্‌চে!

দুইজন বরকন্দাজ ও পরশুরামের প্রবেশ।

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! চুরি ক'ত্তে এসেছ?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! কি তোর নশ' পঞ্চাশ নিলুম?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! তুমি এখানে এসেছ কেন?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! আমি তোমায় বলব' কেন?

পরশু। তরে রে বেটা তবে রে বেটা! বাঁধো বরকন্দাজ বাঁ'ধ।

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! বাঁধবি ত বাঁধ্।

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পালাবে?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পথ আটকেছিস, পালা'ব কোথা?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

বরক। ওগো তোমায় চল্‌তে হ'বে যে!

টুক্‌রো। হ্যাঁ গো নিয়ে চলনা!

বরক। এই চল (গুঁতা দেওন)

টুক্‌রো। এই চলি, তুমি দু'ট কান ম'ল।

বরক। তোমার যে বড় ভিরকুটী!

টুক্‌রো। তোমার বে গরম চাঁটী!

বরক। তোমার বদমাইসীটে দেখচি জবর!

টুক্‌রো। তোমার কিলের ও খুব জোর!

কর। বাবা বাবা ওকে মারছে কেন? ওকে ছেড়ে দাও বাবা।

পরশু। বটে, ছেড়ে দেব, চোরে সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে!

টুক্‌রো। বামুন দ্যাখ, বাঁধিয়ে দিবি দে, সর্ব্বনাশ কর্‌বো

বলিস নি! ব্যাটা ছুটো চেলের কল্‌সী বসিয়ে লাক টাকার সরগরম ক'ল্লে! ছ্যাঁচড়া ব্যাটা, বাড়ীতে পা না দিতে দিতেই বরকন্দাজ ডেকেচে! ব্যাটা ছুটো কল্‌সী সামলাচ্চে! আর সোমত্ত মেয়ে যে শ্যামের পেছনে ঘোরে, তা ব্যাটা দেখে না!

পরশু। তুই কেরে ব্যাটা কেরে!

টুক্‌রো। চলনা, কোতোয়ালীতে নিয়ে চলনা, সেই খানে ব'লব'।

পরশু। কি ব'লবি রে ব্যাটা, কি ব'লবি?

টুক্‌রো। দেখবি ব্যাটা তখন দেখবি!

পরশু। দ্যাখ বরকন্দাজ, ব্যটা কি বলতে কি বলবে তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

বরক। আমরা ধরলে ছাড়িনি।

টুক্‌রো। আহা ছাড় বৈকি! (উভয় বরকন্দাজের হস্তে টাকা প্রদান)

বরক। তবে ছাড়ি ঠাকুর, যদি তুমি বল।

পরশু। দাও ছেড়ে। হ্যা দেখ্ পাজী ব্যাটা তুই যদি দোরে চাট্রে টাকা ফেলেও যাস, তাও আমি ছুঁইনি, আমি এমন বামুন নই!

টুক্‌রো। দ্যাখ্ পাজী ব্যাটা, আমার যদি চাট্রে টাকা মাটীও হয় তো এইখানে আমি ফেল্লুম! এমন চোর আমি নই!

কর। আহা তুমি বড় মার খেয়েছ, একটু জল এনে দেব খাবে?

টুক্‌রো। না না, তোমার মাতার ফুলটী আমায় দেবে?

কর। এই নাও। (ফুল প্রদান)

[করমেতির প্রস্থান।

বরক। ভাই, আবার ত দেখা শুনা হবে?

টুক্‌রো। আমি ত তোমাদের ভুলবো না, তবে তোমরা আমায় ভুলে যদি থাক।

[বরকন্দাজ দ্বয়ের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ঠাকুর চল্লুম! আবার আস্‌ব' টাসব' কি?

পরশু। আসিস্ আস্‌বি, যদি ফুলবাগান পেরিয়ে ভিটেয় পা দিবি, দেখ্‌বি।

[পরশুরামের প্রস্থান।

টুক্‌রো। মাসী বেটী থাক্‌লে কাযটা ছর্‌কট্ হ'ত।

[অম্বিকার পুনঃপ্রবেশ।

অম্বিকা। তবে রে আঁটকুড়ির ছেলে, আমায় এই মাথাকাটা কাযে এনে মজান! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে যাচ্চে!

টুক্‌রো। দুট' টাকা ধার দে কাঁদ্দে ব'স দিকি। আজকে সব খরচ হ'য়ে গিয়েছে, পথে দরকার আছে।

অম্বিকা। আর দুট্' টাকা দিবি ত দে, নইলে মাথাকাটা কাযে থাক্‌ব'!

টুক্‌রো। ধার দুট' টাকা দিবি ত দে, নইলে বরকন্দাজ ধরাব'।

অম্বিকা। ওমাঁ, ব্যাটা বলে কি গো!

টুক্‌রো। ওরে যখন একবার তোকে কাযে নাবিয়েছি, তখন আর কি ফির্‌তে পারিস? বরকন্দাজকে বোলব' এই বেটী আমায় পথ দেখিয়েছে। যা চুরি হ'ত' ওর সঙ্গে আধা-আধী বখ্‌রা। আমি হাতে থুতু দিয়েছি, এঁটো হাতে আমায় ধ'ত্তো না, আর সেই হাতে তোর নাক চুল উপড়ে আন্‌তো।

অম্বিকা। ওমা আমি কোথা যাব', ওমা আমি কোথা যাব'! ওমা কি খুনের হাতে পড়লুম গো, ওমা আমি কি খুনের হাতে পড়লুম গো!

টুক্‌রো। নে বেটী, হাসন্ হোসন্ করিস তখন! চল দরকার আছে, দুট' টাকা দিবি। তা দেখ, বেইমানি ক'র্বো না। কায তোকে ক'ত্তেই হবে, তবে বিশ্বাস ক'রে কর্‌। এই যে চোরের দলে ছিলুম, কেউ বোল্‌তে পারে, যে এক পয়সা বখ্‌রা ছাপিয়েছি!

অম্বিকা। তা ছ, দুটো টাকা দিয়েছিলি, আমি নাকের ওপর ফেলে দিচ্চি, আমি তেমন বাপের বেটা নই! কিন্তু কাযে বাছা আমায় পাচ্চোনা, পাচ্চোনা, পাচ্চোনা! আমার রাগ বড়—হ্যাঁ!

টুক্‌রো। আমারও রাগ বড়—হ্যাঁ! কাযে বাছা তোমায় পাচ্চি, পাচ্চি, পাচ্চি! তুই যাবি কোথা বল্ দেখি? বরকন্দাজ না ধরিয়ে দি, বামুনকে বোল্‌বো—বামুনঠাকুর ও বেটী তোমার মেয়ে যার করবার দূতী! আমিই হাতে ক'রে টাকা দিয়েছি। রাজার পুরুত,কি দাঁড়ায় বল দিকি? কাযে যখন হাত দিয়েচিস, আর যাবি কোথা? তা চল্, দ্বিপী গয়লানীর নাতনীকে দুটাকা

বায়না দিয়ে রাখ্‌বি। একে যদি না বাগাতে পারিস, সে একটিনী খাট্‌বে। তুই টাকার জন্তে ভাবিস্ নি।

অম্বিকা। আমার ধর্ম্ম আমি রাখ্‌বো, এখন তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙে!

টুক্‌রো। ওরে বেটী আমাদের ভেতর সাদাসিদে কথা, ধর্ম্ম টর্ম্ম নেই! ও প্যাঁচের কথা চ'লবে না। থাক্‌তে থাক্‌তেই ক্রমে জানতে পার্ব্বি। সাদাকথা বলি, ছনিয়ার লোকের মতন প্যাঁচোয়া কথা আমরা জানি নি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আগমবাগীশের গৃহ।

আগমবাগীশ ও দেমো।

আগম। দামু!

দেমো। আঁজ্ঞে।

আগম। আজ বাপু একটু নেশা হবে।

দেমো। সে ভয় ক'রোনা, সে ভয় ক'রোনা। আমরা হুঁসে থাক্‌বো, তোমায় পুকুরে নে ফেলবো।

আগম। ঐটী বাবা মাপ ক'ত্তে হবে! সে দিন পেঁকো পুকুরের জলে নেবে আমার ঠাণ্ডী হ'য়েছিল, আজ ও গা গতরের ব্যাথা সারেনি।

দেমো। সে ভয় ক'রোনা, সে পেঁকো জলে নয়, সে গোটা দুই ক্রিলিয়ে ছিলুম।

আগম। কফে টিকির গোড়ায় ব্যাথা!

দেমো। সে হবেই ত। টিকি ধরে তে শূন্সে নিয়ে ফেলেছিলুম।

আগম। বাবা দামু ঐ পালাটা মাপ দিও, আজ বড়ই নেশ হ'বে!

দেমো। তা আসুক, টুকরো দাদা আসুক, সে কি রকম আমোদ ক'ত্তে চায় দেখি! যদি পুকুরে না চোবাতে পায়, সে বোধ করি আজ গয়লাদের গোবর গেড়ের ছাড়বার চেষ্টা ক'র্ব্বে!

আগম। বাবা এ গুলো আজ মাপ কোরো!

দেমো। তা আমায় বোল্‌চো, আমি তোমায় বার দুচ্চার টিকি ধ'রে তুলেই আমি তোমায় ছেড়ে দেবো।

আগম। বাবা টিকির গোড়ায় বড় বেদনা!

দেমো। না ওটা আমায় কর্ত্তেই হবে!

আগম। কেন বাবা, অমন তোমার ধনুকভাঙা পণ কিসে দাঁড়ালো?

দেমো। দেখাচ্চি, আয়নাখানা সাম্‌নে ধর্। এই দেখ ইসারায় টিকিটা টানি, মুখখানার ভাব দেখ!

আগম। ই হি হি হি—

দেমো। দেখ দেখ মুখখানা দেখ—দেখলে?

আগম। দেখেছি।

দেমো। অমনি মুখ ক'র্ব্বার চেষ্টায় আছি। কি জান যদি তুমি ম'রে হেজেই যাও, এমনি ক'রে গাছ থেকে ডিগবাজী

খেয়ে প'ড়ে, অমনি মুখ ক'রে দাঁড়াতুম! কি ব'লবো ভট্চায, তোমার বয়েস হ'য়েছে, আমাদের মতন জোয়ান বয়েস হ'লে, তোমায় রোজাগিরি ছেড়ে ভূতগিরি ক'ত্তে ব'লতুম! তোমার মতন মুখের কাটুনি আমার হ'লে, তোমার দলে চণ্ডগিরি করি? মাঠের মাঝখানে অশথ গাছ টশত গাছ দেখে ভূত হ'য়ে ব'সতুম।

আগম। বাবা দামু! তোমার মুখখানি ত নেহাৎ মন্দ নয়!

দেমো। মন্দ হ'লে তোমার মুখের ঢং আন্‌তে চাই? বুকের ছাতি হবে কেন? ঐ যে টুক্‌রো দাদাকে ব'লে ছিলুম মুখের ঢং লাও, কস্‌লৎ কর; সে একদম পেচিয়ে গেল!

টুক্‌রো ও অম্বিকার প্রবেশ।

অম্বিকা। আ মর্ মুখপোড়া! আমি তোকে ব'ল্লুম সে দ্বিধী গয়লানী তেমন নয়। তোরে মানা ক'ল্লুম জানালা গলিয়ে দু'টো টাকা দিস্‌নে।

টুক্‌রো। আর নে নে, রেখে দে রেখে দে, সে দুটাকা আমি তার গরু বেচে আদায় ক'র্ব্বো। এখন ভট্চায্যির সঙ্গে পরামর্শ কর্।

(দেমোর ডিগবাজী খাইয়া অম্বিকার কাছে আগমন)

অম্বিকা। ওমা এ কে গো জাত কুল খাবে না কি!

(দেমো ক্ষণেক অম্বিকাকে দেখিয়া)

দেমো। টুক্‌রো দাদা! ভট্চায্যির টিকি ধ'রে আর এই বেটার ঝুঁটী ধ'রে একবারে তেশূন্তে তুলি—দেখি কোন মুখ খানা বেসী ফোটে!

অম্বিকা। টুকৃরো, আমার ঝুঁটী ধ'রে তুলবে ব'লচে!

আগম। তা ও তোলে তোলে, আমারও বার দুতিন ক'রে তোলে! তুমি এই দিকে কারণ ক'র্ব্বে এস।

অম্বিকা। ওমা কারণ কি গো?

টুকৃরো। ধেনো মদ রে, তোরে কবার ক'রে ব'ল্‌বো।

অম্বিকা। ওমা মদ! বামুনবাড়ী চাকৃরী করি আমি মদ খাই!

টুকৃরো। বেটী কেন এখন আমার সঙ্গে অমন কচ্চিস্? বৈরাগী মেসোর বাঁশের চোঙা থেকে আমি চুরী ক'রে খাইনি? আমি কি না জানি, নে খা!

অম্বিকা। ওমা জোর দেখ দেখি গা! ওমা জোর দেখ দেখি গা! (মদ্যপান) মাগো, কি ঝাল মা!

দেমো। টুকৃরো দাদা একটু চেপে দিও যাতে বেটী কাৎ হয়! বেটীকে বার দুই তেশূন্যে তুল্‌তে হবে।

টুকৃরো। নে নে এখন সর্! যথন মাসীকে এনেছি আর ভট্‌চায র'য়েছে, একটা কীর্ত্তি কাণ্ড হবেই হবে! মাসী বেটী চোঙাকে চোঙা পার ক'ত্তো আর বেহুঁস্ প'ড়ে থাকৃতো!

দেমো। আর তুমি ঝুঁটী ধ'রে তুলতে!

অম্বিকা। দেখুন ভট্‌চায্যি মশাই! আপনি গেরামভারি লোক, নেহাৎ না ছাড়েন, আরও দুপাত্তর দিন আমি খাচ্চি! কিন্তু কেউ কিছু ব'ল্‌বেন তার তোয়াক্কা রাখি? এই বৈরাগী ব্যাটাকে বিশ ঝাঁটা মাত্তুম!

(আগমবাগীশকে প্রহার)

আগম। আহা ফুলকো চাপড় গুলি দিলে মন্দ নয়!

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা টাকা দে, নইলে কাযে হাত দোবো না! তুই কেরে পোড়ারমুখো আমার ঝুঁটী ধ'রে তুল্‌বি ?

আগম। টুক্‌রো! একে কারণ করিয়ে বড় ভাল হয় নি।

টুক্‌রো। ভাল হয় নি কিসে? ওর মনিবের মেয়ে আন্‌তে পাল্লে না, দ্বিপী গয়লানীর নাতনী ঘুমিয়ে প'ড়েছে, ওকে ফেলে রাখি। তুই বাবুসাহেবের খুব নেশা জমাতে পারিস্। মাসীকে খাড়া ক'র্ব্বো। সকালে এই ফুলটো দেখে মনে ক'র্ব্বে করমেতিই এসেছিল, বাজী জিত হবে।

দেমো। টুক্‌রো দাদা বেটী প'ড়েছে, ঝুঁটী ধ'রে তুলি!

অম্বিকা। কি, ঝুঁটী ধ'র্‌বি ? তোর বৈরিগীর মুখে মারি সাত খ্যাঙ্‌রা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা এই বেটীই বুঝি ঝুঁটি ধ'রে তোলে, বড় বেজায় মুট্ ধ'রেছে!

অম্বিকা। দাঁড়া বেটা তোর বৈরাগীগিরি বার ক'চ্চি, তবে আমার নাম অম্বিকে !

টুক্‌রো। দেমো দুপাত্তর চেপে খাইয়ে ও ঘরে ফেলে রাখ্‌গে।

দেমো। বেটী পাট্টা জোয়ান !

দেমো ও অম্বিকার প্রস্থান।

আগম। তুইও সরে যা' আলোক আস্‌চে।

টুক্‌রো। তবে এই ফুলটো নাও, আমি মাসীর তদ্বিরে থাকিগে।

আগম। না, ফুল্‌টো নিয়ে যা। আমি ডাকবো এখন।

টুক্‌রোর প্রস্থান।

আগম। বিষে ছেয়েছে, বিয়ে ছেয়েছে!

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। না, কথন বিশ্বাস ক'র্ব্বো না। বনের পাখী বনে ঘুরে বেড়ায়। শ্যাম বোধ হয় কোন সুন্দর ফুলের নাম, কোন সুন্দর পাখীর নাম, কোন সুন্দর বস্তুর নাম শ্যাম,—সুন্দরী তাই খুঁজে বেড়ায়! দাসী বেটীর মিছে কথা, ভট্‌চায জোচ্চোর! এত সুন্দর, সে কি সুন্দর প্রাণে বোঝে না যে তার সুন্দর প্রতীমা আমার হৃদয়ে ব'সেছে! তবে আমায় তাচ্ছিল্য করে কেন? আমি দাস হ'য়ে তার সঙ্গে থাকবো, একি অধিক চেয়েছি! একা কুমারী বেড়িয়ে বেড়ায়, তার রক্ষক হ'য়ে থাকতে চাই, তার রক্ষার জন্যে বুকের রক্ত দিতে চাই এ সুখে, আমায় বঞ্চনা করে কেন? শ্যাম—কে সে? সে কি দেবতা? নইলে দেবীর মন কি ক'রে হরণ ক'রেছে! এই যে ভট্‌চায যদি প্রমাণ না দিতে পারিস, খুন ক'র্ব্বো! তোর পাপ জিব টেনে উপড়ে ফেল্‌বো! তুই ব্রাহ্মণ নোস—চণ্ডাল। তুই দেবীর নামে কলঙ্ক অর্পণ করিস! প্রমাণ দে।

আগম। প্রমাণ! কাল রাজবাড়ী থেকে যে ফুলটী সওগাদ পেয়েছিলে, যে ফুলের আর জোড়া এ সহরে পাওনি, যে ফুলটী দিয়ে তোমার দেবীকে পূজা করেছিলে, সে ফুলটী এখন

কোথা ? তোমার দেবী প্রসন্না হ'য়ে কাকে সেই ফুল দিয়ে বর দান ক'রেছেন জান ?

আলোক। পাজী প্রমাণ দে !

আগম। টুক্‌রো ফুলটা আনতো।

আলোক। কি ফুল কি ফুল ?

আগম। যে ফুল তোমার দেবীর খোঁপায় প'রতে দিয়েছিলে।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। এই নাও।

আলোক। এ কি ফুল ? চুরী ক'রেচিস ! কোত্থেকে এনেচিস ! মদ দে। কালকের বাসী ফুল, আমার হাতের বোঁটা কাটা !

আগম। এখন ঠাওরাও কোন্ বাজারে ফুল কিন্‌লুম, কার ঘরে চুরি ক'ল্লুম !

আলোক। মদ দে। তারে ভুলিয়ে নিয়েছিস !

টুক্‌রো। চারটী টাকা দে টুক্‌রো ভুলিয়ে ফুল এনেছে, আর এখন কান খেল্‌চে, একশোর ওপর দুশো দিলেই বৈঠক খানায় এসে ব'স্‌বে।

আলোক। নে, দুশো নে, চারশো নে, চাবি নে, আমার স্বর্ব্বস্ব নে, কৈ আন্ প্রমাণ দে, ছি ছি এই সংসার ! একে বলে সুন্দর ! এই নারী, এই মনোহারিনী ! ধিক্ ধিক্ আমার চখে ধিক্, আমার কাণে ধিক্, আমার প্রাণে ধিক্ ! ধিক্ ধিক্

আমায় শত ধিক্! আমি একে মনে স্থান দিয়েছি! কৈ প্রমাণ দে! মদ্য দে। ভট্চায তুই কি নরক থেকে উঠে আসছিস্? দে দে আমায় সাজা দে! আমি পাপী, আমায় সাজা দে! আমি কেন স্বর্ণ প্রতীমা ঘরে নিয়ে যাইনি! ভট্চায তুই ও নরকের আমিও নরকের! কি কতক গুলো চেলা রেখেচিস? আমায় চেলা কর্। দেখ্ দেখ্ আমার ক্ষমতা দেখ্, আমি দেবীকে বেশ্যা করেছি! দে প্রমাণ দে। আয় আয় ভট্চায নাচি আয়! তুইও নরকের, আমিও নরকের!

আগম। শ্যামটা কে চিনেছ?

আলোক। না, চিনি নি। তোদের বখ্রা থেকে তাকে কিছু দিস। আর বলিস খুব মজায় আছ বাবা। জান শ্যাম! এক দিন তোমার নাম না ক'রে আমার নাম করে, তা হ'লে মজায় ভোর হ'য়ে থাকি! খুব মজায় আছ বাবা! দে ব্যাটা প্রমাণ দে।

আগম। টুক্রো তোর মাসী বাগা, তোর মাসী বাগা! ব্যাটা গরম হ'চ্চে, ক্রমে হাত পা চালাবে!

টুক্রো। সে পড়িয়ে দেমো ঠিক ক'রেছে।

আগম। তবে নিয়ে আয়। এই চুপ ক'রে আছে, এখনি ঝাঁকি মেরে উঠ্বে আর রদ্দা চালাবে।

[টুক্রোর প্রস্থান।

আলোক। কৈ কোথা গেল? এই যে ছিল! ভট্চায ভট্চায বড় সাধের জিনিস! তুই বল্, মিছে ক'রে বল্, ফুলটো চুরি ক'রেছিস! প্রমাণ দিসনি, প্রমাণ দিসনি! ওরে প্রমাণ

পেলে আমি যে ম'রে যাব, আমি যে ম'রে যাব! আমি কি নিয়ে থাক্‌বো! কি হবে ভট্‌চায কি হবে!

আগম। তবে আর তারে আনায় কায নেই।

আলোক। কি? আনতে পার্ব্বি নি, মিছে বলেছিস? যা বিদেয় হ! কি চাস বল্? তোরে মাপ ক'ল্লুম। ভট্‌চায ভট্‌চায আমার বুকের ওপর দাঁড়া, বুকটো ফেপে উঠ্‌চে, দেখতে পাচ্চিস নি! কি কল্লি, কি কল্লি, ভট্‌চায কি কল্লি! ছি ছি ছি এমন কাযও করে!

আগম। বাবা আলোক একটু ঠাণ্ডা হ। তারে চাও, তারে পাবে, ভয় কি আমি রয়েছি।

আলোক। দে প্রমাণ দে, দে প্রমাণ দে! ওহো জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল! দিলি নি, দিলি নি? তোরে খুন ক'র্ব্বো!

আগম। ওরে টুক্‌রো ঝেঁকেছে ঝেঁকেছে, বেটীকে এ দিকে এনে ফেল্।

[নেপথ্যে টুক্‌রো—বাই]

[নেপথ্যে] "অম্বিকা আঃ চিম্‌টোও কেন? আমি যে ঘুমুচ্চি—শ্যাম কোথায় গেল!

আগম। অই।

আলোক। শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে, ওর সেই শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে! শ্যামের নাম ক'রে ভুলিয়ে এনেছিস, শ্যামের নাম ক'রে ফুল নিয়েছিস! ভট্‌চায আমায় ধর, আমার মাথা ঘুর্‌চে!

[নেপথ্যে অম্বিকে—আঃ ব'ল্‌চি, শ্যাম কোথায় গেলে!]

আগম। অই!

আলোক। ও সেই? না, না, না! তার মুখে শ্যাম নাম শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, এ বাজ লাগছে! ওঃ চার দিকে বাজ প'ড়ছে, চার দিকে বাজ প'ড়ছে! আমার মাথার ওপর প'ড়তে প'ড়তে পড়ছে না কেন? প্রমাণ দে, মদ দে।

অম্বিকাকে লইয়া দেমো ও টুক্রোর প্রবেশ।

আলোক। কে তুমি? মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। আঃ চিমটুস কেন! শ্যাম কোথা তুমি?

আলোক। মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। না, কারণ ক'রে আমি আলোর বাগে চাইতে পারিনি।

আলোক। কে তুমি?

অম্বিকা। আমি করমেতি, আমার ভাতার আমায় নেয় না। বল্‌চি, চিম্‌টী কাটিস নি! আমি শ্যামের সঙ্গে পীরিত করেছি, আর ভট্‌চায্যির কাছে মদ খেয়ে যাই।

আলোক। তুমি যে হও, তুমি অতি কুৎসিতা! তোমার সকলই কুৎসিৎ! তোমার চলন কুৎসিৎ, তোমার বলন কুৎসিৎ, আকার কুৎসিৎ, মুখ ঢেকেছ তাও কুৎসিৎ! যদি সে হও, তবু কুৎসিৎ! তোমার কুৎসিৎ প্রকৃতি তোমায় কুৎসিৎ করেছে! যাও, চ'লে যাও! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্চে! ভট্‌চায তোর নরকের দল নিয়ে তুই পালা, যা চলে যা। যদি এক দণ্ড থাকিস্, খুন হবি!

আগম। চল্ চল্ এই বারে ঝাঁকবে।

অম্বিকা। আঃ যাচ্চি, চিম্‌টী কাটিস কেন?

দেমো। শিগ্‌গির চ।

অম্বিকা। তবে রে মুখপোড়া বেটা বৈরাগী আমায় সমস্ত রাত চিম্‌টুবে!

(দেমো ডিগবাজী খেয়ে সরিয়া যাওন ও অম্বিকা কর্ত্তৃক টুক্‌রোর চুল ধারণ)

টুক্‌রো। মাসী আমি, ছাড় বাপধাবা ছাড়!

দেমো। আজ বেটীর ঝুঁটী ধ'রে তেপুস্তে তুলবুই তুলবো!

আলোক। নিত্রে তোমার সঙ্গে ত ফারখৎ একেবারে! তবে নেসার ঝোঁকে খানিক প'ড়ে থাকি, তারও যো নেই! মন বুকের ভেতর তুঁষের আগুন জেলেছে, মাথার ঘি চড়্ বড়্ ক'রে ফুট্‌চে! কি হ'য়ে গেল! কে এলো! সেই ফুলটো? নরক কেমন? কেমন জান, তুঁষের ধোঁ! খালি মাথার ঘি ফুটতে থাকে! শোবার যো কি? টল্‌তে টল্‌তে চল। কোথায় বল্ দিকি, কোথায় বল্ দিকি? ঐ ঐ দিকে—সেই সেই গাছ তলায়, যেখানে সে বসে। সেই যে—সে যেখানে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

করমেতি।

কর। শ্যাম তুমি কেমন সে ত ব'লে গেল না! এত খুঁজলুম তার তো আর দেখা পেলুম না। আচ্ছা তুমি কেমন আমি মনে মনে গড়ি। তুমি কে আমি মনে মনে বুঝে দেখি। তুমি কেমন, সে যেমন বলেছে। না, তা না; আমি যেমন মনে মনে দেখ্‌ছি। না না—তুমি সুন্দর, না না। তুমি তোমারই মতন! হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তোমার মতন! শ্যাম শ্যামের মতন, শ্যাম আর কারুর মতন নয়! তুমি কে? তুমি আমার হৃদয়েশ্বর! আমি এখানে এসেছি কেন? তুমি আসবে ব'লে। এই আসন পেতেছি, তুমি ব'স্‌বে ব'লে। এই মালা গেঁথেছি, তুমি গলায় দেবে ব'লে। ফুল পরেছি, তুমি সোহাগ ক'র্ব্বে ব'লে। শ্যাম তুমি কই এলে!

বেহাগ—একতালা।

কর। গেল যামিনী।

আশা পথ চেয়ে জাগিনু যামি সাজায়ে বাসর সাধে;
ধূসর চাঁদ টলিল গগণে, না হেরিনু শ্যাম চাঁদে,
আমি শ্যাম আমোদিনী॥

(রাধার সহচরিগণের প্রবেশ)

সহচরী। ছি ছি ছি ব'লে শোনে না,
একি লো মানা মানে না,
ব'সেছে সাজিয়ে বাসর শ্যামকে জানে না,
সে ত লজ্জায় কামিনী ॥

(সহচরিগণের প্রস্থান)

কর। হাসিল উষা, টুটিল আশা, পিয়াসা রহিল মনে,
বাসী হ'লো মালা, বাড়িল জ্বালা,
কিনিনু জ্বালা যতনে,
বনবিহারিনী ॥

(সহচরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সহচরী। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ পিরীতে
ঠেকে শিখে তাই বলি,
সাধেরি বাসর সাজায়েছি কত দিবানিশি কত জ্বলি,
তাই মানিনী ॥

(সহচরি গণের প্রস্থান)

কর। ছি ছি গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি
কমলে কত কি বলে,
সরমের কথা মলয় মারুত ধীরি ধীরি ব'লে চলে,
হৃদিমলিনী ॥

(সহচরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সহচরী। যদি ঠেকে শেখে সই তবু ভাল,
সেকি হয় লো ভাল, তার বরণ কালো,
যদি না বোঝে, যদি লো মজে
হবে পাগলিনী॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

অম্বিকা ও দেমো।

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ্ বৈরাগী! তুই যখন ম'রে ফিরে এসেছিস্, আজ থেকে তোর পিরীতে আমিও ম'লুম! তুই ভুলে ম'লি আমি তোকে ভুলিনি।

দেমো। আরে শোন্ না মাগী!—বৈরিগী কোন্ শালা!

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ্ বৈরাগী আর আমার সঙ্গে তুই চাতুরি করিস্ নি! তুই কি আর ঢাক্‌তে পারিস! তোর চুলের মুটী ধরেই আমি ঠাওর পেয়েছি। আহাহা যখন তুই চিম্‌টী কাট্‌লি, আমার মন অমনি উদাস হয়ে উঠ্‌লো! ভাবলুম যে

ঝাঁটা গাছ্‌টা এত দিন যে তুলে রেখেছি, এত দিনে সার্থক হ'লো!

দেমো। মাসী! তুই বৈরাগী কারে বলছিস্? আমি দেমো। একটা কথা শোন্ না।

অম্বিকা। আমার বরাত যে এত খুল্‌বে তা আমি স্বপ্নেও জানিনি! তুই যে দেমো হয়ে আমায় মাসী বল্লি, বৈরিগী তোর পিরীতে এই বারে মলুম! আমার মতন কেউ যত্ন জানে না, ক'র্ব্বে? তোর সে ছেঁড়া কাঁথা খানি বেচে একখানি পাথর কিনেছি, সেই পাথরখানিতে আমি ভাত খাই। বাঁশের চোঙাটী টাঙিয়ে রেখেছি। আর কোন ব্যাটা বেটী বোল্‌তে পার্ব্বে, যে মুড়ো খ্যাংরা তোরে মার্ত্তুম আর কারুকে মেরেছি! আমি ঝাঁটা গাছটী মাথার শিওরে রাখি আর বলি, যদি কখন আমার বৈরিগী দেমো হ'য়ে এসে তবেই তারে মার্ব্বো, নইলে আবার!

দেমো। তবে কি বেটী তুই পিরীত কর্ব্বি? কর্ বেটী, তা তোরই এক দিন কি আমারি এক দিন!

অম্বিকা। আহা বৈরিগী, পিরীতে আমি মরা!

দেমো। কাযের কথায় কাণ দেনা।

অম্বিকা। ওরে চড়ে চ'ল্‌বে না চড়ে চ'ল্‌বে না, ঝুঁটী ধ'রে কিল মার, নইলে আমার ঝাঁটায় মুট আস্‌বে না।

দেমো। শোন্ না, টুক্‌রো দাদা বলে ত তুই পেত্নী হ'তে রাজী।

অম্বিকা। শোন্ বৈরিগী মনের দুঃখ বলি, যখন তোর মাসী হয়েছি তখন আর আমার খেদ নেই, তুই যা বল্‌বি তাই হ'ব!

দেমো। আমি ভট্‌চাযের মুখের ছাঁচ কতকটা মেরেছি। আর তোবেটীর ত মুখের কাটুনি আছেই, কাল থেকে চল্ দুজনে মাঠে যাই। আমি সেই বড় বটগাছটায় বসবো, আর তুই অশতত্তলায় থাক্‌বি। আমার দিক থেকে লোক এসে আমি তাড়া লাগাবো, তোর দিক থেকে লোক এসে তুই তাড়া লাগাবি। আমি মুখ খিঁচিয়ে এমনি করে ডিগবাজী খেলেই দাঁত কপাটী লাগ্‌বে! আর তোর ডিগবাজী টিগবাজী কিছুই খেতে হবে না, সাদা কাপড় একখানা প'রে দাঁত খিঁচুলেই হবে। নেহাৎ তাতে না হয়, একবার হি হি হি হি ক'রে হাস্‌বি।

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। ওঃ মিত্তিনমাসী পেত্নী যে! আর তুমি কে বাবা, তুমি কি আগমবাগীশের চণ্ড? তা বেস! মিত্তিনমাসী পেত্নী, তুমি একবার করমেতিকে এনে দাও! কি দু এক টাকার লোভ কর, তোমায় আমি পেত্নীর রাণী ক'রে ছেড়ে দেব! আর বাপ চণ্ড তুমি একবার নাব'তো, নেবে একটা আমায় ওষুধ দাও যাতে করমেতি শেমো শালাকে ভুলে যায়! সে মদ খায় থাক্, ভট্‌চাযের সঙ্গে চক্কোর করে করুক, আমায় তাড়িয়ে দেয় দিক্, কিন্তু শেমো শালা যদি ওর জন্যে আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তা হ'লে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়! শালা কি গুণ জানে বাবা! রাস্তায় রাস্তায় ফেরাচ্চে, আর আমি ডেকে সাড়া পাইনি!

অম্বিকা। ও বৈরিগী বৈরিগী দেখিস্, মিন্‌সে আমার জাত কুল না খায়!

দেমো। বেটী কারে কি বল্‌ছিস্, ও যে বাবুসাহেব!

আলোক। উ হুঁক্—বল্‌তে পাল্লেনা, বাবুসাহেব ছিলুম! আর বাবুসাহেব নাই। এখন পথের কাঙালি, চিতের মড়া, জ্যান্তে মরা! জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি তবু পুড়ে খাক্ হলুম না! সে জ্বালার কথা কারে বল্‌বো, কে আমার জ্বালা বুঝ্‌বে! এ জ্বালা করমেতি বুঝ্‌বে না।

দেমো। মাসী! তুই এখন বাড়ী যা। আমি বাবুসাহেবকে ঠাণ্ডা ক'রে বাসায় নিয়ে যাই।

অম্বিকা। বৈরিগী আর আমি বাড়ী যাব' না! ঝাঁটা গাছটী নিয়ে, ঘর দোরে চাবি দিয়ে, আমি অশতত্তলায় গিয়ে বস্‌বো! আহা কি জ্বলন কি জ্বলন! বৈরিগী, তুই অমন ঝুঁটী ধ'রে তুল্লি, অমন কিল মাল্লি, তোকে দু ঘা ঝাঁটা মার্ত্তে পাল্লুম না, এ খেদ কি আমার রাখবার জায়গা আছে!

দেমো। তুই এখন যা যা, বাবুসাহেবকে ঠাণ্ডা ক'রে বাসায় রেখে আমি আস্‌চি।

আলোক। কি বাপ চণ্ড! তুমি আমায় ঠাণ্ডা ক'র্ব্বে? পার্ব্বে না পার্ব্বে না, সাত সমুদ্রের জল মাথায় ঢেলে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না! ধবলাগিরির মতন বরফে ঢেকে রাখ্‌লে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না! অমৃত খাইয়ে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না! এ সে জ্বালা নয়, এ সে জ্বালা নয়, এ বুকের আগুন—নেবেনা, নেবেনা! তবে শ্যাম যদি আমার মতন জ্ব'লে বেড়ায়, শ্যামকে যদি আমার মতন

করমেতি তাচ্ছিল্য করে, শ্যাম যদি আমার মতন কাঙাল হয়, শ্যাম যদি আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তা হ'লে কি হয় তা জানিনি! শ্যামের চক্ষের জলে কি হয় তা জানিনি! এখানে করমেতি নাই, চ'ল্লুম—তাকে খুঁজতে চল্লুম।

[দেমো ও আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ মুখপোড়া বৈরিগী কোথা যাস?—ঝাঁটা খেয়ে যা! ও মুখপোড়া বৈরিগী কোথা যাস?—ঝাঁটা খেয়ে যা! আমি বড় যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

করমেতি।

কর। শ্যাম শ্যাম! তুমি কালো নও। সে ব'লে গেছে কালো, হিংসায় বলেছে কালো! এই যে এই দিঘির জল, দূরে দেখেছিলুম কালো, কাছে নির্ম্মল ফটিক জল! আমার মন বল্‌চে তুমি কালো নও। যদি তুমি কালো হ'তে, তা হ'লে তোমার নামে চারদিক আলোময় দেখি কেন! হিংসেয় বলে কালো, রিশ ক'রে বলে কালো।

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। এই যে করমেতি, তুমি এখানে ব'সে আছ? তুমি এখানে আস্‌বে জানতুম। তুমিও যেমন মনে মনে তোমার শ্যামকে জান', আমিও তেমনি মনে মনে তোমায় জানি; কি ক'চ্চো জানি, কোথায় যাবে জানি। তুমি যখন যা কর আমি মনে মনে দেখ্‌তে পাই। আহা, তুমি যদি একবার আমার পানে ফিরে দেখ্‌তে!

কর। কে তুমি?

আলোক। আমি কে ছিলুম, না এখন কে?

কর। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। একবার ব'সো, তোমার শ্যামকে ছেড়ে একবার আমায় দেখ। দেখ আমার কি দশা হয়েছে দেখ! এ তুমি করেছ, তোমার হেনস্তাতে আমি এমন হয়েছি। যে দিন তোমায় দেখেছি সেই দিনই আমার স্বাধীনতা তোমার পায়ে রেখেছি। আমি খানসামা বেশে তোমায় দেখেছিলুম, সে বেশের তুল্য আমার প্রিয় বেশ নাই। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তুমি আমায় ভিখারী করেছ, তবু কি তোমার দয়া হয় না?

কর। তুমি কি বল্‌ছো, কি চাও?

আলোক। আমি তোমায় চাই, তোমায় দেখ্‌তে চাই, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই, আমি তোমার হ'তে চাই, তোমার পায়ে প্রাণ রাখ্‌তে চাই, তোমায় নিয়ে সর্ব্বত্যাগী হ'তে চাই!

কর। আমি স্ত্রীলোক, তুমি আমায় কি ব'লচো ?

আলোক। তুমি স্ত্রীলোক, তুমি শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'চ্চ ? একলা ব'সে কি কোচ্চ ? ঘর ছেড়ে এসে কি কোচ্চ ? বাপ মার কাছ থেকে চলে এসে কি কোচ্চ ? তুমি এক জনের মেয়ে, এক জনের বউ, এক জনের স্ত্রী, তুমি কার জন্তে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চ ? তুমি যদি শ্যামকে চাইতে পার, আমি তোমায় চাইতে দোষ কেন ?

কর। তুমি আমায় চাও কেন ?

আলোক। তুমি শ্যামকে চাও কেন ?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, তা হ'লে শ্যামকে চাই ব'লে আমায় দুষো না।

আলোক। কেন দুষ্‌ব' না, অবশ্য দুষ্‌ব'! তুমি কুল স্ত্রী হ'য়ে এ কি তোমার আচার ? তোমার বাপ মা রয়েছে, তোমার স্বামী রয়েছে, তুমি শ্যামের সন্ধানে ঘুরে বেড়াও ! তোমার কলঙ্কে ভয় নেই, লজ্জায় ভয় নেই, ঘৃণায় ভয় নেই, তোমার মহাপাপে ভয় নেই ?

কর। তুমি না ব'ল্লে আমায় ভালবাস ?

আলোক। ভালবাসি তাই ব'লচি। ভালবাসি তাই, তোমায় ভাল কথা ব'লচি।

কর। ভালবাস ? যদি বাস, তুমি কি কলঙ্কের ভয় কর ? তুমি কি লজ্জার ভয় কর ? আমায় ভালবেসে যদি পাপ হয় সে

পাপকে কি তুমি ভয় কর? তুমি ব'ল্লে আমার বাপ আছে, মা আছে, সোয়ামী আছে, সে ভয় ক'রে কি তুমি আমায় খুঁজ্তে ভয় কর? আমার কাছে থাক্তে ভয় কর, আমার কথা শুন্তে ভয় কর? যদি তোমার লজ্জা থাকে, যদি কলঙ্ক না কোলে নাও, যদি তোমার পাপ পুণ্য জ্ঞান থাকে, তা হ'লে তোমার মন বুঝে দেখ তুমি ভালবাস না! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমার কোন ভয় নেই।

আলোক। আমি কে জান?

কর। একবার বলেছিলে আমার শ্বশুর বাড়ীর খানসামা, এখন শুন্ছি মিছে।

আলোক। আমি তোমার স্বামী।

কর। আমি বিশ্বাস কল্লুম, তারপর?

আলোক। তুমি আমার ধন আমার কাছে এস, আমি তোমায় যত্নে রাখ্‌ব'; আমার কাছে থাক। আমি তোমার, তুমি আমার হও। হাস্‌ছো যে? একি হাসির কথা আমি কইলুম?

কর। তুমি ভালবাসা জান না, তুমি ভালবাসার ভান ক'রো না; জান্‌লে তুমি ওকথা ব'ল্‌তে না, আমায় তোমার হ'তে ব'ল্‌তে না। তুমি আপনার মনেই বুঝ্‌তে যে, যারে ভালবাসি তার, আর কারুর হওয়া যায় না। যদি ভালবেসে থাক, আমি দেখি, কেমন তুমি আর কারুর হও। আপনি আর কারুর হ'য়ে, তুমি আমার তোমার হ'তে বল। কেন মিছে আমায় ব'লচো, কেন মিছে আমায় বোঝাচ্চ'! আমার কি

সাধ, আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াই! কি ক'র্ব্বো উপায় নেই! তুমি যাও, আর আমার কাছে থেকে কি ক'র্ব্বে!

আলোক। তুমি ঘরে যাও, তোমার শ্যামকে খুঁজো না, একলা বনে বেড়িও না, তোমার শ্যাম ত এল না, তবে শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'র্ব্বে! তুমি ব'ল্লে না আমি ভালবাসা জানি নি? তুমি ভালবাসা জান না; ভাল বাসা জান্‌লে, আমায় যেতে ব'ল্‌তে না। ভালবাসা জান্‌লে, আপনার মন দিয়ে আমার জ্বালা বুঝ্‌তে। ভালবাসা জান্‌লে, তুমি আমায় পর ক'ত্তে পার্ত্তে না। আমি ভালবাসা জানি, তাই তুমি স্ত্রী হ'য়ে পর-পুরুষের জন্য ঘোর' আমি দেখি, সহ্য করি; তোমায় ভাবি, তোমার ধ্যানে থাকি, তোমার পূজা করি! চ'ল্লে, একটা কথা শোন'।

কর। কি বল!

আলোক। আমি তোমার স্বামী, আমার কাছ থেকে স'রে যাও কেন? শ্যামকে ভাব্‌তে হয় ভাব,' শ্যামকে পূজা ক'ত্তে হয় কর, আমি তাতে ব্যাঘাৎ ক'র্ব্বো না। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো তাতে তোমার বাধা কি?

কর। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার স্বামী! তুমি কি শ্যাম! তুমি কি শ্যাম! কই তোমার চূড়া কই, তোমার বাঁশী কই, সে রূপ কই, সে গুণ কই? শোন' শোন' ঐ বাঁশী বাজ্‌চে! ঐ শ্যাম বাঁশী বাজাচ্চে! সে মোহন বাঁশী ঐ বাজ্‌চে, ঐ বাজাচ্চে! আমার শ্যাম বাজাচ্চে, আমার শ্যাম বাজাচ্চে!

[প্রস্থান।

আলোক। আমি কাপুরুষ, না হ'লে এত সহ্য করি! আমার স্ত্রী আমার সাম্‌নে ব'ল্লে শ্যাম আমার স্বামী! ওঃ এখনও তার প্রতি মমতা, এখনও তার আশা! ধিক্, ধিক্, আমার জন্মে ধিক্, আমার কর্ম্মে ধিক্, আমার ভালবাসায় ধিক্, আমার পুরুষত্বে ধিক্!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। বাবুসাহেব, বাবুসাহেব!

আলোক। কে ও?

টুক্‌রো। আমি টুক্‌রো টাক্‌রা, থান্‌কে থান শ্যাম পাছার করেছে।

আলোক। তুই কি চাস্? স'রে যা, এখানে থাকিস্ নি।

টুক্‌রো। আমি কি চাই, স'রে যাব এখানে থাক্‌ব' না!? আমি জিজ্ঞেস ক'ত্তে চাই, তুমি হেথায় থাক্‌বে কি বাসায় যাবে, কি পথে পথে ঘুর্‌বে? আমি স'রে যাব না, স'রে যাব না, স'রে যাব না, এখানেই থাক্‌ব', এখানেই থাক্‌বো! বাবু-সাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সোজা পথে চ'ল্‌তে জান না? তা তোমার দোষ নেই, আসনাইয়ে সোজা পথে চল্‌তে দেয় না।

আলোক। তুই কি বলছিস্?

টুক্‌রো। তোমার ইস্তিরী, মুখের ওপর ব'লে গেল শ্যামা বেটাকে চায়!—ওকে হয় মন থেকে দুর ক'রে দাও নয় বাড়ীতে পুরে ধানে চেলে সেদ্ধ ক'রে খাওয়াও, শ্যামের পিরীতের

ঘোর অতটা থাক্‌বে না! পিরীত ভাল ক'ত্তে, পেটের জ্বালার মতন ওষুধ আর নেই! দু'দিন ধানে চেলে দাও, তিন দিনের দিন শ্যামা শালাকে বাবা ব'ল্‌বে!

আলোক। টুক্‌রো কাকে মন থেকে দূর ক'র্ব্বো? অষ্ট প্রহর দিবানিশি মনে মনে গাঁথা র'য়েছে, মনের জপমালা হয়েছে!

টুক্‌রো। তবে বেটীকে বাড়ীতে নিয়ে পোর'।

আলোক। শুন্‌লিত ও শ্যামকে চায়, আমায় চায় না।

টুক্‌রো। দেখ অত ঝিমকিনি পিরীতে মেয়েমানুষ ভোলে না। ও মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ কি, পেছনে ফিরেছ কি গুমোর হয়েছে! তবে শুন্‌বে, ভুনী ময়রাণী আমার জন্য ম'ত্তো, যেই বেটীর ওপর দরদ জন্মাল' অমনি বেটী নিতে নাপ্‌তের সঙ্গে আসনাই ক'ল্লে। আমি কেঁদে বাচিনি। ছিল যেই মাসী তবে আমার পিরীত ছোটে! বেটী তিন দিন হাঁড়ি চড়ালে না বামুন বাড়ী খেলে। যেমন পিরীতে কেঁদেছি, তেমনি পেটের জ্বালায় পথে পথে ছুটি। তোমায় ত বলিছি পেটের জ্বালা পিরীতের ভারি টোট্‌কা।

আলোক। টুক্‌রো! তোর ওষুধে আমার রোগ ভাল হবে না।

টুক্‌রো। তোমার রোগ কেন গো! তার শামা ডাকা রোগ ভাল হবে।

আলোক। টুক্‌রো দেখ্‌! সে শ্যাম শ্যাম করে, আমার কষ্ট হয়, খুব কষ্ট হয়; কিন্তু ওর কষ্ট দেখ্‌লে আমি মরে যাব, এ আমার কি হ'ল'।

টুক্‌রো। আচ্ছা দাঁড়াও, আর একটা বড়ি ঝাড়ি! ঐ শামা ব্যাটাকে কাঁদাতে চাও?

আলোক। চাই, খুব চাই, তারে পথে পথে ঘোরাতে চাই। আমি যেমন জল্‌ছি, তেমনি জ্বালাতে চাই; আমি যেমন কাঁদ্‌চি তেমনি কাঁদাতে চাই; এ কিসে হবে বল, এ কিসে হবে বল!

টুক্‌রো। শোন, শেমো ব্যাটা মস্ত্‌ হ'য়ে বেড়াচ্চে, ও বেটী তার পিছনে ফিরচে। আর কি জান পুরুষ মানুষের মন, গোরিব গোর্‌বা দেখ্‌লে, যদি সুন্দরীও হয় তাকে ঘেন্না করে; আর একটা কাল পেঁচা বড় মানুষ যদি হয়, অমনি তাতে পিরীত জন্মায়। তুমি যদি তাকে নিয়ে ঘরে পোর' ত শেমো ব্যাটা, পিরীতের দায়ে না হ'ক, টাকার লোভে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে।

আলোক। শেমো কি ওর সন্ধান রাখে?

টুক্‌রো। রাখে না, একটা মেয়ে মানুষ পেছনে ঘোরে! দশ জন বন্ধু বান্ধবের কাছে জাঁক করে যে বেটী এমনি কেঁদে ফেরে, তার ভাতারকে চায় না, আমার জন্যে মরা, হাসে, ঠাট্টা করে, আর মাঝে মাঝে এর কাছে উঁকিটে ঝুঁকিটে মারে, নইলে এতটা এর মন থাক্‌তো না।

আলোক। উঃ অসহ্য, আর সয়না! তুই যা বল্‌বি আমি তাই ক'র্ব্বো। আমি বন্ধ ক'র্ব্বো, ধান খাওয়াব', শেমো ব্যাটাকে খুন ক'র্ব্বো, করমেতিকে খুন ক'র্ব্বো, আপনি খুন হব'।

টুক্‌রো। ওঃ—একেবারে সরগরম ক'রে তুল্লে যে! খুন খারাপীর নামটী ক'র্ত্তে হবে না। কাল ভট্‌চাযকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও, তার পর বাসায় এনে কায়দায় রেখে দাও। রাস্তার ধারের ঘরে রেখ', শেমো ব্যাটার সঙ্গে যাতে চোখো চোখী হয়; সে ব্যাটা আস্‌বেই আস্‌বে। আমি শালাকে বরক-ন্দাজ ধরিয়ে দেব, ব্যাটা পিরীতে না কাঁদুক বরকন্দাজের গুঁতোয় কাঁদ্‌বে!

আলোক। বেস কথা, বেস কথা, ভট্‌চাযকে ডেকে নিয়ায়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

করমেতি, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা
ও
ব্রাহ্মণ বালক বালিকাগণ।

বেহাগ—দাদরা।

বালিকা। চাবনা আর চাবনা শ্যাম ত ভাল নয়।
বালক। জেনে শুনে শ্যাম কি করে নারীকে প্রত্যয়॥

বালিকা।　　শ্যামের মোহন বেণু শুনে,
　　ফিরিছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে শ্যাম অতি নিদয়॥
বালক। ব'লনা করি মানা, ব'ল তারে যে জানে না,
　　ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধর্‌লে কত পায়।
শ্যাম ব'লে তাই সইল' অত নৈলে কি কেউ সয়॥
উভয়ে।　যে ছল জানে তার সকল ছলা
　　হয়কে করে নয়॥
বালক।　ছি ছি ছি নয়কে করে হয়,
বালিকা।　ওলো সই নয়কে করে হয়॥

কর। তুমি এদ্দিনের পর এলে আমি তোমায় কত খুঁজেছি।

কৃষ্ণ। আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি, কি ক'র্ব্বো সময় নৈলেত আস্‌তে পারিনি।

রাধা। ছি ছি ছি ওর কথা শুন'না, ওর কান্নায় ভুল' না ও শ্যামের কথাই কবে।

কৃষ্ণ। ছি ছি ছি ওর কথা শুন' না, ওর কথায় ভুল' না ও সত্যি বলে কবে।

কর। তুমি শ্যামের কথা আমায় বল, শ্যামের কাছে নিয়ে চল, শ্যাম বিনে আর জানিনে ত, যা হবার তা হবে।

রাধা। ছুঁড়ি কেঁদে সারা হবে, না জানি কত জ্বালা সবে।

কৃষ্ণ। চাতুরী দাও ত রেখে, বল্‌চি কথা রেখে ঢেকে,
ওগের কথা ব'লে দেব' টেরটা পাবে তবে।

রাধা। মেয়ে পেয়ে ক'চ্চ হেলা, ব'কোনা মিছে মেলা,
বলি যদি খোলা কথা আর কি হেথা রবে।

কর। আমার সকল প্রাণে সবে, আমার শ্যামকে পাব' কবে,
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, শ্যামকে পাব' যবে।

রাধা। অমনি মনে কত্তুম বটে।

কৃষ্ণ। ছুঁড়ী কি কথায় হটে!

কর। বলনা শ্যামের কথা।

রাধা। শুন'না পাবে ব্যথা।

কৃষ্ণ। জেনেছে শ্যামের কদর কথাতে কি চটে।

রাধা। শুন্‌বে শ্যামের ভারি ভুরি, তার আগাগোড়া সব চাতুরি
বৃন্দাবনে ক'ত্তো মাখন চুরি।

কৃষ্ণ। সরলা ব্রজের বালা, শ্যামকে পেয়ে হেলা মেলা,
ছল ক'রে মন ভুলিয়ে শ্যামের গলায় দিলে ডুরি।

রাধা। সব কথা বল্‌চি খুলে, দাঁড়াত কদম মূলে,
ছল ক'রে রাধা ব'লে, ডাক্‌ত শ্যামের বাঁশী।
জানে না ত এ যন্ত্রণা, আস্‌ত ভুলে ব্রজাঙ্গনা,
মন প্রাণ শ্যামকে দিত, দেখে বিনোদ হাসি॥

কৃষ্ণ। চ'লেছ যে ভারি চোটে, কথায় কথায় কথা ওঠে,
কলসী কাঁকে ব্রজের বালা যেত্তেন যমুনায়,
নয়ন ঠেরে মজিয়ে তারে, কাঁদালে বারে বারে,
বারে বারে কেঁদে কেঁদে ধ'র্‌তো গে শ্যাম পায়।

রাধা। চ'লে তাই গেল মথুরায়।

কৃষ্ণ। তাই গেল মথুরায়, গোপীর লাঞ্ছনার জ্বালায়।

কর। মাথা খাও কথা রাখ বলনা আমায়।

শ্যামকে যদি যতন করি শ্যাম কি আমায় চায়।

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

রাধা। শ্যাম চেওনা শ্যাম পাবেনা

শ্যাম কি কারোয় চায়।

কৃষ্ণ ঠেকে ঠেকে শিখেছে শ্যাম

ফিরবে কেন পায়॥

রাধা। শিখেছে শিখিয়ে গেছে,

ঠেকেছে যে মজেছে,

মনচুরি শিখেছে ভাল ভোলায় অবলায়।

কৃষ্ণ। শিখেছে কপট নারী,

নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি,

ছল জানে না ডাক্‌লে এসে ভয়ে ফিরে যায়,

চাতুরি সব চাতুরি কায কি আর কথায়॥

বালকগণ। জেনে শুনে ঠেক্‌বে কেন দায়।

বালিকাগণ। ওলো শুনে হাসি পায়॥

[করমেতি ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন।)

পরশুরামের বাটী।

কর। কোথায় গেল! কোথায় আমি! কই সে কুঞ্জবন কই, সে কুসুম কলি কই, সে অলির ঝঙ্কার কই! এ কোথায়, এ কোথায় আমি, তারা কোথায় গেল! আমি শ্যামের কথা শুন্‌বো, তারা কোথায় গেল!

কৃত্তিকার প্রবেশ।

মা! মা! তারা কোথায় গেল, তারা কোথায় গেল?

কৃত্তিকা। ছি তুই কি পাগল হ'লি! বোঝ, কর্ত্তার কাছে পত্তর এসেছে। তোরে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে। তোর শ্বশুর বাড়ীর খান্‌সামা তুই কি করিস্ দেখে বেড়ায়। বয়েস হ'ল একটু সোম্‌জে চল্, বুঝে দেখ্। যদি এদ্দিনের পর তোর সোয়ামী তোর খোঁজ ক'রেছে, তুই অমন ক'রে পাগলাম' ক'রে বেড়াস্! ঘর্ ঘরকন্না হবে, ছেলে পুলে হবে, দশ জনের এক জন হবি! আমি যেন পেটে ধ'রেছি, আমি তোর পাগলামো সইলুম, পরে কেন সইবে বাছা! সোয়ামী ঘর ক'র্ত্তে হবে এখন কি পাগলামো সাজে!

কর। মা আমিত আমার সোয়ামীকে ব'লেছি, আমি স্বামী ঘর ক'র্ব্বো না।

কৃত্তিকা। মর কালামুখী ধিক্‌জীবনী! তোর্ সোয়ামীর দেখা পেলি কোথা? সে রাজা রাজ্‌ড়া লোক, সে জমিদার লোক সে তোমার এই কুঁড়ের ভেতর এয়েছিল, না?

কর। সে কি মা! তুমি কি জান না সে যে আমাদের

বাড়ী এসে। কোথায় গেল, কোথায় গেল, এই যে ছিল কোথায় গেল!

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। না মেয়ে পাঠান' হবে না, এত ক্ষ্যাপা এত উন্মাদ!

পরশুরামের প্রবেশ।

পরশু। বাম্‌ণী, বাম্‌ণী অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা আমি বিদেশ গিয়েছি!

কৃত্তিকা। কি গো! কি গো! অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এয়েছে!

কৃত্তিকা। কে এয়েছে গো?

পরশু। সেই খানসামা বেটা, আর তার সঙ্গে একটা বামুণ; আর সে বামুণের একটা তল্‌পীদার।

কৃত্তিকা। তা এলেই বা, বড়মানুষ লোক দু'জন লোক পাঠাবে না? তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এখানে থাক্‌বে, তাদের বাসা খরচ ফুরিয়েছে।

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই বাড়ী আছেন?)

অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা বাড়ী নেই—বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা! তোমার সকের অম্বিকে ক'দিন কায ক'ত্তে আস্‌চে নাকি?

পরশু। তবে তুই বল, তুই বল বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা আমি বল্‌ব' কি ক'রে;

পরশু। তবে খাড়ু খোল, খাড়ু খোল, আর একখানা ঠেটা প'রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠ, মনে কর্ব্বে আমি মরেছি!

কৃত্তিকা। মিন্‌সে যেন কাপ!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই!)

পরশু। নে, নে, ঠেঁটা প'রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠে দেখা দে!

কৃত্তিকা। আহা কি ঢংই কর!

পরশু। তবে দে চালের বাতায় আগুন ধরিয়ে, ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে যাক্!

কৃত্তিকা। ওমা মিন্‌সে নেশা ফেশা ক'রে এসেছে না কি?

পরশু। নেশা ক'রেছে! তুই নেশা ক'রেছিস, নৈইলে অমন মেয়ে বিয়ুস্! সর্ব্বনাশের যোগাড় ক'রেছে!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই।)

পরশু। বাড়ী নেই গো!

(নেপথ্যে—আরে ঐ যে ঠাকুর মশাই র'য়েছ)

পরশু। কই!—ও বামূণী।

(নেপথ্যে—ঠাকুর! জায়গা না দাও মেয়ে পাঠিয়ে দাও, আমরা নিয়ে চ'লে যাই।

পরশু। দাঁড়াও, এখনি, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। নে মাগী নে, মেয়ে সাজা!

কৃত্তিকা। ওমা বল কি গো! খ্যাপা মেয়ে কোথা পাঠাবে? না না সেকি হয়! ভাল কথা ব'লে দুদিন খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় ক'রে দাও।

পরশু। বিদেয় ক'ত্তে চাস্ তুই কর, আমি আলোয়

আলোয় বিদেয় হই। খাওয়াও! ভট্‌চায্যি বেটার হাঁ দেখ্‌লে আঁৎকে উঠবি।

কৃত্তিকা। আহা দুদিন পেটে খাবে বইত না গা!

পরশু। পেটে খাবে! ঐ খানসামা ব্যাটা চালের খড় চিবোয়! আর বোধ হ'চ্চে তল্‌পীদার ব্যাটা খুটী খায়! তা তোরে সাফ কথা ব'ল্‌চি, মেয়ে পাঠাবি ত পাঠা, নইলে আমি বিদেয় হলুম।

কৃত্তিকা। হ্যাগাঁ তুমি মানুষ এলে অমন কর কেন?

পরশু। করি—খুসি।

কৃত্তিকা। সে দিন এই খানসামা মিন্‌সে কত সামিগ্রী পত্তর কিনে দিলে।

পরশু। সে ব্যাটা একাই সুদে আসলে আদায় দেবে। কলসীর চাল বেচ্‌বে, দুধের বাটী চোম্‌কাবে, তোর পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়্‌বে!

কৃত্তিকা। মিছে কেন অমন ক'চ্চ গা?

পরশু। মিছে!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশায়? দিন মেয়ে পাঠিয়ে দিন, আমরা নিয়ে চ'লে যাই)

পরশু। দ্যাখ মেয়ে পাঠাস ত ভাল, নইলে আমি এই বিবাগী হ'য়ে বেরুলুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। আজ যেন দুদ্দিন আমি আট্‌কে রাখ্‌লুম, পরকে

দিয়েছি কি ক'রে রাখব'। ওমা! আমার পাগল মেয়ে কি ক'রে পরের ঘর ক'র্ব্বে!

করমেতির প্রবেশ।

কর। মা মা, তুমি কাঁদ্ছ' কেন?

কৃত্তিকা। মা, তোমায় ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌বো মা!

কর। কেন মা! আমি ত তোমার মায়ায় কোথাও যেতে পারিনি মা, তা নইলে আমি এতদিন চ'লে যেতুম, দেশে দেশে শ্যামকে খুঁজ্‌তুম, তোমার মায়ায় প'ড়ে যেতে পারিনি মা!

কৃত্তিকা। ওমা! তোমায় শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে।

কর। আমি যাব' না।

কৃত্তিকা। তা কি হয় মা! পরকে দিয়েছি, আর আমাদের জোর কি? মা তোমার সোয়ামী এত দিন খবর নেয়নি তাই। এখন যখন সে নিতে পাঠিয়েছে, আর্‌কি রাখ্‌তে পারি।

কর। তবে কি মা তুমি আমাকে বিদেয় দেবে?

কৃত্তিকা। বিদেয় দেব কেন মা! তুমি যার, তার কাছে পাঠাব'।

কর। তবে মা বিদেয় দাও, পাঠাও। মা! তুমি আবার কাঁদ কেন? আমি যার, তার কাছে পাঠাবে ত কাঁদ্‌ছো কেন? আর কেন আমার মায়া ক'চ্চ মা! তুমি যার, তার মায়া কর। আমি যার, তার মায়া ক'র্ব্বো। তবে মা বিদেয় হই।

কৃত্তিকা। ক্যান্‌ডে করমেতি! তুই অমন হ'লি কেন?

কর। কি হ'লুম, কিছুই না! আমি ভাব্‌চি আমি কার!

এদ্দিন তুমি ব'ল্‌তে তোমার, বাবা ব'ল্‌তেন তাঁর ; এখন শুন্‌চি তা নয়, আমি আর একজনের। কি জানি সে যদি বলে আমি তার নয়, আমি আর একজনের। আমি তোমার, আমি তার এ ত দেখ্‌ছি কথার কথা! আমি সত্যি কার ?

কৃত্তিকা। তোমার স্বামীর, যে তোমার ইষ্ট দেবতা।

কর। আমার স্বামীর, আমার ইষ্ট দেবতার ? তবে আমি তার কাছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। পাগল মেয়ে কি খেয়ালে বেরিয়ে গেল। এত কল্লুম কিছুতে ত সারল' না। এ মেয়ে আমি পাঠাব' কেমন ক'রে! পরে কি ঘরে জায়গা দেবে! কি ক'র্ব্বো, ভেবে কি ক'র্ব্বো! ঘর কন্না দেখিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আলোকের কক্ষ।

করমেতি, আলোক ও টুক্‌রো।

কর। কই! আমি যার সে কোথা ?

আলোক। প্রিয়ে ভেব' না! আজ না হয় কাল শেমো ব্যাটা এখানে উঁকি ঝুঁকি মার্ব্বে। টুক্‌রো তুই আচ্ছা বুদ্ধি

বার করেছিস্, বাহবা! কেমন চাঁদ তোমায় হাতে পেয়েছি কি না। বল? সোণার চাঁদ পালাচ্ছিলে, জান না তক্কে ফিচ্চি। কেমন শ্যামের নাম ক'রে ফাঁকি দিয়ে ঘরে এনে পূরেছি!

কর। তুমি কি প্রতারক? তুমি কি মিথ্যাবাদী? তুমি কি আমার সঙ্গে ছল করেছ? তুমি বলেছিলে আমায় ভালবাস, আমি প্রত্যয় করেছিলুম! তোমার কথায় প্রত্যয় করেছিলুম! তোমার মুখ দেখে প্রত্যয় করেছিলুম! ভালবাসায় ছল নাই জান্‌তুম তাই প্রত্যয় করেছিলুম! তুমি কাকে ভুলিয়ে এনেছ, ভাবছ' আমাকে? এই মাটীর দেহটাকে? মাটী প'ড়ে থাক্‌বে আমি শ্যামের কাছে যাব! নিশ্চয় জেন আমি শ্যামের কাছে যাব! আমায় এনেছ বটে, কিন্তু শ্যাম ছাড়া আমাকে এক তিলও ক'র্ত্তে পারনি! শ্যাম আমার অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে, তুমি ছাড়াবে কেমন ক'রে! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমি শ্যামের কাছে যাব, কেউ আমায় রাখ্‌তে পার্ব্বে না। আমি শ্যামকে পাব, নিশ্চয় পাব! আমি শ্যামকে পাব, শ্যাম আমাকে বিশ্বাস দিয়েছে। আমার ভালবাসা আমায় বিশ্বাস দিয়েছে! তুমি ভালবাস না তোমার সকলি অবিশ্বাস, তাই তুমি আমায় ছল ক'রে এনেছ।

আলোক। টুক্‌রো তোরে বলেছি ত কথার তুফান তুলে দেবে। ওর কথা শুন্‌লে আমি থাক্‌তে পার্ব্বো না, কেঁদে ফেল্‌বো। ও দুবার ছেড়ে দিতে ব'ল্লে এক্ষনি ছেড়ে দেব।

টুক্‌রো। তবে তুমি শ্যামকে জব্দ ক'র্ত্তে চাওনা?

আলোক। চাই, খুব চাই। ওকে বেঁধে রাখ, আমি ছেড়ে দিতে ব'ল্লে ছেড়ে দিস্‌নি। আমি কাঁদি, মরি, তবু ছেড়ে দিস্‌নি; খবরদার ছাড়িস্‌নি, টুকরো খবরদার ছাড়িস্‌নি! হাঃ হাঃ! শামা ব্যাটা কেঁদে বেড়াবে, দে জানালা খুলে দে! দেখ্ শামা বেটা এসেছে কি কি? ব্যাটা কাঁদ্‌বে আমি হাস্‌ব'। বল্‌তে পারিনি বল্‌তে পারিনি, সত্যি যদি ওর জন্তে কাঁদে, সত্যি যদি ওর জন্তে ব্যথা পায়, টুকরো আমি শ্যামের জন্তও কাঁদ্‌বো! ওকে যে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাস্‌বো।

টুকরো। আর শামা ব্যাটা ঝাঁক ক'রে ক'রে বেড়াবে!

আলোক। বটে! ভাল বাসে না? খুব করেছি। বাঁধ, বেঁধে রাখ, যাতে না পালাতে পারে। কেমন চাঁদ পালাবে? শ্যামের কাছে যাবে? বাবা আমি অল্পে ছাড়চিনি; ভট্‌চাযি্য তোমার বাপের কাছে খবর দিতে গিয়েছে, সে এলেই তোমায় ভৈরবী চক্রে বসাচ্ছি।

কর। শ্যাম কি ক'ল্লে? তোমার নিন্দে শুন্‌চি, এখন আমার দেহে প্রাণ আছে! এখন বুঝ্‌লুম কেন তুমি আমায় দেখা দাওনা, তোমায় ভাল বাসি নি তাই দেখা দাও না; যদি ভাল বাসতুম, তোমার নিন্দে শুনে এখনও বেঁচে আছি! শ্যাম তুমি শেখাও, তুমি আমায় শেখাও, তোমার জন্তে প্রাণত্যাগ ক'ত্তে শেখাও! তুমি ছাড়া ত আর আমার কেউ নেই শ্যাম! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? যা, প্রাণ চ'লে যা, শ্যামের কাছে চ'লে যা! যে কাণে শ্যামের নিন্দে শুনেছি, সে কাণ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে চক্ষে শ্যামের নিন্দুককে দেখেছি, সে

চোখ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে দেহে এ পাপ গৃহে সেঁদিয়েছি, সে দেহ হেথা প'ড়ে থাকুক! তুই যা তুই শ্যামের কাছে যা! গেলিনি, গেলিনি? তুই শ্যাম-অনুরাগিনী নোস্।

টুক্‌রো। তুমি মরদ বেটাছেলে না কি? আপনার ইস্তিরি, যাওনা কাছে যাওনা। আমি চ'ল্লুম। তুমি কাছে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে ছুট' আলাপ কর। তোমার খৈস না পেলে কি শামাকে ভুল্‌বে?

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। চাঁদবদনী তোমার কাছে যাই, কি বল', কি বল'? রাগ ক'রো না। আচ্ছা আমি কাছে যাব না, জান্‌লা খুলে দেখদিকি, তোমার শ্যাম এলো কি কি? রাস্তার ধারের জান্‌লা খুলে রেখ' তোমার শ্যামের দেখা পাবে।

করা। শ্যাম শ্যাম তুমি আমায় বারণ ক'চ্চ তাই আত্ম-ঘাতিনী হবনা! তুমি আমায় আশা দিচ্চ, তোমায় পাব তাই প্রাণত্যাগ ক'র্বো না।

আলোক। খোল'না খোল'না, জানলা খোল'না, ঐ রাস্তার ধারে শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে। খুল্লেনা? এই আমি খুল্‌চি, দেখ্‌বে এস, দেখবে এস, তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! ভয় নেই, ছোঁব'না, স'রে যেওনা। ইস! ছুঁলে গায় ফোস্‌কা প'ড়্‌বে, না? আচ্ছা আমি স'রে যাচ্চি, তুমি যাও, জান্‌লার কাছে যাও, ঐ তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! বাঁশী না কি বাজায়?— পোঁ—পোঁ—ঐ বাজাচ্চে! যাও জানালার কাছে যাও, আমি স'রে দাঁড়িয়েছি।

কর। তুমি আমায় ছেড়ে দাও।

আলোক। তা কি হয় সোণার চাঁদ! তা হ'লে কি তেতালার ঘরে পূরি? আচ্ছা তোমায় ছেড়ে দেব', তুমি খাও, সমস্ত দিন খাওনি, তুমি খাও। খাও, খাও বল্‌চি, নইলে আমি জোর ক'রে খাইয়ে দেব'। খেলে না খেলে না? তবে আমি যাচ্চি. তোমায় ধ'রে খাইয়ে দিচ্চি। জোরে পার্ব্বে?

কর। এস'না, কাছে এস'না! আমার প্রাণের মমতা নেই, আমি উন্মাদ, আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমায় মানা ক'রেছে, তাই এখানে আছি; আমি শ্যামের কথায় এখানে আছি, তাই এ পাপ দেহ ত্যাগ করিনি। তুমি ছল ক'রে আনব' নি ' শ্যাম আমায় এখানে এনেছে। শ্যাম দেখ্‌ছে, আমি তার জন্যে কত সই। শ্যাম, অনেক সয়েছি আর সৈবনা! তুমি মানা ক'ল্লেও আর সৈব না। আমায় পরে স্পর্শ ক'ল্লে সৈবনা। শ্যাম শ্যাম কোথায় তুমি! ঐ যে শ্যাম, ঐ যে শ্যাম দাঁড়িয়ে র'য়েছে—শ্যাম, শ্যাম!

[জান্‌লা দিয়া প্রস্থান।

আলোক। কি কল্লুম, কি হ'ল, আত্মঘাতিনী হ'ল!

মূর্চ্ছা।

টুক্‌রো, বরকন্দাজ, পরশুরাম ও

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগম। আমি এত কি জানি ব'লুন! আমায় পত্তর দেখালে, আমি ভাব্‌লেম কে নতুন খানসামা বাহাল হ'য়েছে!

আজ বাবুসাহেবের কাছ থেকে এই পত্তর পেয়ে তবে বুঝলুম। এই দেখছেন, এই বেশ দেখছেন, এই খানসামার ভাণ করেছিল। ও এক জন লম্পট, এই পত্রে দেখুন শীলমোহরটা জাল করেছিল। বরকন্দাজ তোল' তোল', ধর, মদ খেয়ে প'ড়ে আছে।

পরশু। আমার কন্যা কোথা?

আগম। এই এদিক ওদিক কোথা গিয়েছে।

১বরক। ওরে নরা এযে লাশ্‌রে!

২বরক। বরাতে কাঁদা বওয়া আছে কে ছাড়ার বল'!

আলোক। এসব কে, এসব কে! করমেতি কোথা, ভট্-চায করমেতি কোথা? কোথা কোথা? করমেতি কোথা? করমেতি কোথা পালিয়েছে, পালিয়েছে, আমার করমেতি পালিয়েছে, ঐ জানালা গোলে পালিয়েছে।

[আলোক জান্‌লা দিয়া প্রস্থান।

২বরক। (জান্‌লা দিয়া দেখিয়া) ওঃ মুদ্দর হ'য়ে প'ড়েছে!

পরশু। অ্যাঁ আমার মেয়েকে খুন করেছে! জান্‌লা থেকে ফেলে দিয়েছে!

১ বরক। আর তুমি যেমন ঠাকুর জান্‌লা থেকে ফেলে দিয়েছে, তা হ'লে তোমার মেয়ে ঐ খানেই গুঁড়ো হ'য়ে থাক্‌ত'! এ তেতালার ঘর, উঁচু যেন পাহাড়, অমনি তামাসা বটে!

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। এ কি, বরকন্দাজ কেন?

আগম। টুক্‌রো করমেতি কোথা লুকিয়েছে, গোঁজ'!

পুরুত মশাই! চলুন, লম্পট ব্যাটা যদি বেঁচে থাকে নিয়ে কয়েদ ঘরে পুরিগে। টুক্‌রো! বুঝেছিস্ ও জাল খান্‌সামা, বাবুসাহেবের ওখান থেকে শিলমোহর করা চিঠি এসেছে।

টুক্‌রো। সব বুঝেছি!

আগম। যা, যা, খুঁজ্‌গে যা; আমি ও লম্পট বেটাকে নিয়ে রাজার বাড়ী যাই।

পরশু। হায় কি হ'ল! আমার মেয়ে কোথায় গেল!

[টুক্‌রো ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার এত বুদ্ধি, এত সয়তানি! তাই চাবি খুলে শীলমোহরটা বার ক'রে নিয়েছিলে, না! বাবু সাহেবের সাদা প্রাণ, মদের মুখে চাবিকাটাটে ফেলে দিয়ে ছিল। ভট্‌চায চোরের উপর বাটপাড় হয়, আমি বেইমানের ওপর সয়তান!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা, মন্ত্রী, আলোক, পরশুরাম, আগমবাগীশ ইত্যাদি।

রাজা। হা হা তোমার অদ্ভুত রচনা শক্তি! খানসামা সেজে আপনার পরিবার বার ক'ত্তে গিয়েছিলে, এ কথায় আমায় প্রত্যয় ক'র্ত্তে বল' ?

আলোক। মহারাজ! আমি মিথ্যা বলিনি। আমি মদ্য-পায়ী, বেশ্যাসক্ত, অশেষ দোষের আকর। মিথ্যা কথা কইনি এমন নয়, কিন্তু আর আমার মিথ্যার আবশ্যক নেই। আমি করমেতি হারা হ'য়েছি, জগৎ শূন্য দেখ্‌চি! আমার প্রাণ শূন্য, সকলি শূন্য! আমি উদাসী, আর আমার মিথ্যা নাই। করমেতি আমায় ত্যাগ ক'রেছে, আমার পাপসঙ্গ ত্যাগ করেছে, সে নিরাহারে চ'লে গিয়েছে! আমার জীবনে সাধ নাই, ধনে সাধ নাই, মানে সাধ নাই। মহারাজ! আমার মিথ্যা বলবার পৃথিবীতে আর কোন প্রলোভন নাই।

পরশু। না, তুমি কি মিথ্যা কথার মানুষ!

আগম। বাপু! তোমার ত ছল এক রকম নয়। তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে বলেছ' যে আলোকের কাছ থেকে

আসছ', সুতরাং বাসায় স্থান দিলেম; নীলমোহর জাল করেছ', ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ অত কি বুঝি! খরচ পাতি যোগায়, বলে আলোক পাঠিয়ে দেয়, সুতরাং বিশ্বাস জন্মাল'!

আলোক। ভট্‌চায তুই কি চাস্? তুই কি লোভে আমার সঙ্গে কৃতঘ্নতা ক'ল্লি? আমি তোরে দৈন্য দশা ঘুচিয়ে অতুল সুখে রেখেছি, তোর সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেছি। তুই আমার যথাস্বর্বস্বর অধিকারী হ'তে পাত্তিস্। আমি করমেতির জন্যে বিবাগী, তোরেই আমি সব দিতেম। ভট্‌চায তুই আমার ঠেঙে একটা কথা শেখ্! পাপের সাজা পাপ, আর যমপুরের সাজার অপেক্ষা করে না। আমি অনেক জ্ব'লে বুঝেছি; তুইও বুঝ্‌বি, সকলে বুঝ্‌বে, অন্ততঃ মৃত্যুকালে বুঝ্‌বে।

রাজা। মন্ত্রী কিছু বুঝ্‌চ'?

মন্ত্রী। মহারাজ না!

আগম। আর বুঝবেন কি, ও মহা লম্পট!

আলোক। মহারাজ, যদি আমায় ছল বুঝে থাকেন, যদি আমায় কপট বুঝে থাকেন, যদি আমায় লম্পট বুঝে থাকেন বুঝুন! যে সাজা হয় আমায় দিন। যদি প্রাণ দণ্ড ইচ্ছা হয় করুণ। একটী মিনতি রাখ্‌বেন, এ চণ্ডালের হাতে করমেতিকে কখন অর্পণ ক'র্ব্বেন না! আর করমেতির দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন, সে সত্যের প্রতীমা মিথ্যা বল্‌বেনা, করমেতির ঠেঙে শুন্‌বেন, আমি যে হই, আমি তারে ভালবাসি। মহারাজ! দণ্ড দিন, আর আমার কিছু বলবার নেই।

রাজা। মন্ত্রী! বিশেষ অনুসন্ধান কর, রাজাজ্ঞা পরে হবে।

আপাততঃ এ ব্যক্তির বৈদ্যের বাটীতে চিকিৎসা হ'ক্, যেন সতর্ক প্রহরী থাকে।

আলোক। করমেতি! করমেতি! তোমায় কি আমি মারলুম! তুমি শ্যামের কাছে প্রাণত্যাগ করা শিখ্‌তে চেয়েছিলে, আমায় এসে শিখিয়ে দিয়ে যাও কি ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে হয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

করমেতির অন্বেষণে রাজদূতগণের গমনা-
গমন পরে করমেতির প্রবেশ ও
চলিতে চলিতে পতন।

কর। আর শক্তি নাই, আর কোথায় যাব! বুঝি অন্তকাল উপস্থিত। চক্ষু! যখন শ্যামকে দেখ্‌তে পাওনি, আর আলোয় তোমার কায কি, অন্ধকারেই থাক! কাণ! যখন শ্যামের কথা শুনতে পাওনি, তোমার আর শোনবার সাধ

কেন, আর কোন রব শুনো না! পা! তুমি আমায় শ্যামের কাছে নিয়ে যেতে পারনি, এই খানেই অবশ হয়ে প'ড়ে থাক! হাত! তুমি শ্যামকে ধরনি, তোমায় আর আমার কায নাই! হৃদয়! তুমি শ্যামকে স্পর্শ করনি, এই খানেই মাটীতে মিশাও!

(নেপথ্যে—ওরে আয় আয়, এই দিকে আছে, এই দিকে আছে)

কর। ওঃ! যেন বজ্রের শব্দ! ঐ যে রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে আস্‌চে। শ্যাম! শ্যাম! কোথায় লুকুব, কোথায় যাব! একটা মরা মোষ প'ড়ে আছে না? এই যে তুমি আমায় লুকাবার যায়গা ক'রে দিয়েছ! শৃগাল তুমি যে আমার এত উপকার ক'র্বে তা আমি জানতেম না! তুমি ওর পেটের ভেতর সেঁধূবার বেস পথ করেছ। আমি এর ভেতর প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

রাজদূতগণের প্রবেশ।

১ দূত। কই কোথায় গেল, এই খানে ছিল না?

২ দূত। তুই যেমন কেলো শালার কথা শুনিস্?

৩ দূত। ছিল, এই খানে ছিল, একটা ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম।

৪ দূত। ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম! ঐ একটা পচা মোষ প'ড়ে আছে ঐটে, না? নে নে, রাজার হাজার টাকার তোড়া মেরে নে! ওঃ কি দুর্গন্ধ! শ্যালে খেয়ে পেট্‌টা পচিয়ে ফেলেছে।

১ দূত। নে এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্, সে জোয়ান ছুঁড়ী, তায় নষ্ট দুষ্টু, মনের টানে দৌড়েছে।

[প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। নিশ্চয় দেখেছি, কিন্তু গেল কোথা! কি ভূতে উড়িয়ে দিলে! এখানে কি কোন গর্ত্ত গাড়া আছে, তার ভেতর লুকুল’?

(নেপথ্যে) করমেতি—যমদূতেরা চ’লে গিয়েছে, এইবার বেরুই।

টুক্‌রো। ঐ যে, একি পচা মোষের ভেতর লুকিয়ে ছিল!

করমেতির পুনঃ প্রবেশ।

কর। কোথায় যাব! কোন্ দিকে শ্যামকে পাব! শ্যাম! যখন জানলা থেকে প’ড়েছি, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক’রেছ, যখন যমদূত ধ’ত্তে এয়েছে, তখন তুমি আমায় লুকিয়ে রেখেছ, কোন্ পথে যেতে হবে আমায় মনে মনে ব’লে দাও। শ্যাম! আর যে চ’ল্‌তে পারিনি, এই খানেই শুই।

টুক্‌রো। উঃ! দুট’ মনে ভারি ঝগড়া বেঁধে গেল। দাঁড়া, বুঝি। তুমি কি ব’ল্‌চ’ বল’। তুমি ব’লচ’ নষ্ট। শামা কে? না—একটা ছোঁড়া, তার সঙ্গে আসনাই হ’য়েছে, সে চ’লে গিয়েছে। কেমন? আচ্ছা তুমি কি ব’ল্‌চ’? তুমি ব’লচ’ যে খুঁজেছ’, শামা ব’লে কোন ছোঁড়া নেই, কেউ ছিল’ না। তুমি ব’ল্‌চ’ কে ছোঁড়া নাম ভাঁড়িয়েছে। ওর এত আসনাই, ওকি তার নাম জানে না, ওকি তার বাড়ী চেনে না? আর রোস’না!

এক জন এক জন ক'রে কথা শুনি। ইস্! 'চুট' মনে আবার ভারি ঝগড়া বেঁধে গেল। আচ্ছা এ ঝগড়াটা কিসের? রাজা তার পুরুতের খাতিরে ব'লেছে, যে ধ'রে এনে দেবে তাকে হাজার টাকা দেবে। কেমন? আমি হাজার টাকা চাইনি। ওর ওপর আমার দরদ হ'য়েছে। কেন? চোরকে কে বলে জল খাবে, চোরের হ'য়ে কে বলে মারছ' কেন? কেন?—খুসি! ওরে হাজার টাকা! হুঁঃ! হাজার টাকা! নোব' না। হাজার টাকা! নোবোনা—না, না। আর তোর সঙ্গে ঝগড়া কি ভাই—খুসি।

কর। কোথায় যাব, কোথায় যাব!

টুক্‌রো। আচ্ছা হ্যাগা! কোথায় যাবে জাননা, সোমত্ত মেয়ে বেরিয়ে পড়েছ' কি ক'রে? আর ঐ পচা মোষটার ভেতর সেঁধূলে! আর তোমার শ্যাম কে? আমিও শালাকে ঢের খুঁজেছি। বলি, কে ওর শ্যাম? এখন আমার মনে হয়, হয় তোমার শ্যাম কোন উপদেবতা, আর নয় সেই উড়ে ব্যাটা যে শ্যামের গান গেয়ে নাচ্‌তো সেই কালাচাঁদ শ্যাম।

কর। হ্যাঁ হ্যাঁ কালাচাঁদ শ্যাম! কি ব'লে গান গাইত'? কি ব'লে উড়ে নাচ্‌ত'?

টুক্‌রো। বাঁশরী কৌচি রধা রধা,
শাম কাঁদি কাঁদি কৈলা বাট কদা।
বঁকা শাঁম—আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো॥

কর। এই শ্যাম। এ শ্যাম কোথা?

টুক্‌রো। শোন! তোমার কথাটার ভাব বুঝি। এক বেটা ভট্টচায্যির টোলের কানাচে লুকিয়েছিলুম, বরকন্দাজ তাড়া ক'রেছিল। ভট্টচায্যি বেটা বিন্দাবনে ছিল, এক শ্যামের কথা ব'ল্‌ছিল। বেড়ে গল্প জমালে, তার মার নাম ছিল যশোদা, বাপের নাম ছিল নন্দ। তারা গয়লা গরু চরাত' আর গয়লানীর সঙ্গে আসনাই ক'ত্তো, একটা ভাল গয়লানী ছিল তার নাম রাধা। গল্পটা বেস ব'ল্লে, শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে প'ড়লুম।

কর। এই আমার শ্যাম! এই আমার শ্যাম! এই শ্যামকে খুঁজি। কোথায় জান' কি? তোমার সঙ্গে ভাব আছে? আমাকে দেখাতে পার'? আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার'? কোথায় সে? কি করে? তার বাঁশী শুনেছ?

টুক্‌রো। তুই বেটী ছরকট ক'ল্লি। আমার কথা শোন। গা-টা ধো। আমি এক খানা কাপড় কিনে আন্‌চি সেই খানা পর্। চল্, একটা বাসায় চল্, তোরে কিছু খাওয়াই। প্রাণে বাঁচ্‌লে তবে শ্যামকে পাবি—না এ মাঠে ম'রে পাবি? আর ওঠ্ ওঠ্, চারদিকে তোর তল্লাসে লোক ঘুর্‌ছে। হাজার হাজার টাকা, অমনি ত সোজা নয়।

কর। চল' কোথায় যাবে, আমায় লুকিয়ে রাখ্‌বে চল'।

টুক্‌রো। তবে আয় এদিকে আয়, এখানে একটা পুকুর আছে, গা ধুয়ে নে। বেটী তুই নিঘিন্নে বড়, পচা মোষটার ভেতর সেঁধুলি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

দেমো ও অম্বিকা।

দেমো মাসী! সাবধান কে আস্‌চে।

অম্বিকা। খুঁব সাঁবধাঁন আঁছি।

দেমো। মাসী, তোর আওয়াজে আমার বুক কাঁপে! আমার সঙ্গে সাদা সিদে কথা ক'।

আগমবাগীশের প্রবেশ।

আগম। ঘোড়া হওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই। টকাটুক্ চার পায়ে না বেরিয়ে যেতে পাল্লে ত এখনি বেঁধে নিয়ে যাবে। ধরা প'ড়ে গিছি বাবা! বেটা মূর্খ রাজা, আমার কথাটা বিশ্বাস ক'ল্লে না হ্যা!

অম্বিকা। হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ!

আগম। এ বেটী একটা মাদোয়ান ঘুড়ী দেখ্‌চি, যখন সাড়া দিয়েছে আমিও সাড়া দিই—চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যাঁ কেঁর‍্যাঁ!

আগম। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যাঁ কেঁর‍্যাঁ!

আগম। তুমি অমন বেরসিক মাদোয়ান হ'লে আমি কি

ক'র্ব্বো বল', বার বার চিঁ হিঁ ক'রে সাড়া দিচ্চি তুমি ত শুনেও শুন্‌বে না। '

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁংবোঁ, তোঁব ঘাঁড় ভাঁংবোঁ।

আগম। আঁমি চাঁট ছুঁড়্‌বো, আঁমি চাঁট্‌ ছুঁড়্‌বোঁ, চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। আঁমিঁ পেঁত্নী তাঁ জাঁনিসঁ?

আগম। আমি ঘোড়াভূত তা জান'?

দেমো। মাসী মাসী! আঁৎকে প'ড়েছে কি?

অম্বিকা। পোড়া কপাল! এ পোড়ারমুখো ভট্‌চায্যি!

আগম। হ্যা দেখ দামু! এখন আর আমার টিকি নেই, ও আমার বালামচি! মাঠের মাঝখানে ভূতই হও, আর যাই হও, বালাম্‌চি ধ'রেছ কি চাট ছেড়েছি! তবে এক পাত্তর এক পাত্তর টান্‌তে চাও আমি নারাজ নই।

দেমো। পাঁলা ব্যাটা নৈলে তোঁর ঘাঁড় ভাংবোঁ!

আগম। কাছে এস না, কাছে এস না, আমি দরিয়া সাই ঘোড়া, বেঁকে কামড় দেব'!

অম্বিকা। ওরে! পার্ব্বি নি পার্ব্বি নি। এখনি চিহি ডেকে কাণ ঝালাপালা ক'র্ব্বে; আঁমি দাঁত খিঁচিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলুম তাতে কিছু হয় নি।

দেমো। ভট্‌চায! তুই এখানে এয়েছিস্‌ কি ক'ত্তে?

আগম। রাজার আস্তাবোল থেকে পালিয়ে।

দেমো। মাসী একটা বুদ্ধি ঠাওরাও! বোধ হয় বেটা আসামী হ'য়ে পালিয়েছে। ঐ যে ছুট' মানুষ তখন গেল,

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে গেল ভট্‌চাষ্যি বেটাকে ধ'ত্তে পাল্লে হয়। বুদ্ধি করত, এই ভট্‌চাষ্যি না?

আগম। আর বুদ্ধি ক'র্ব্বে কেন বাবা, আমি টগাবগ্‌ চ'লে যাচ্চি!

[প্রস্থান।

দেমো। ধর্‌ বেটাকে! ধ'র্‌লে কিছু পাওয়া যাবে।

(নেপথ্যে) আগম। চিঁ—চিঁ—হিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ।

[উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর কক্ষ।

রাজা, আলোক ও মন্ত্রী।

রাজা। বাবা আলোক! আমি তোমায় অহেতু যন্ত্রণা দিয়েছি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি করমেতির অন্বেষণে নানা স্থানে লোক পাঠিয়েছি, নিশ্চয় তারা তার তত্ত্ব পাবে, তুমি উদ্বিগ্ন হোওনা।

আলোক। কোথায় গেল? কোথায় গেল? বড় লেগেছে বড় লেগেছে, কিছু খায়নি, কিছু খায়নি! আমি তারে উপ'সী রেখেছিলুম, আমি তারে কয়েদ করেছিলুম। সে আমার নেই, আমি ত রয়েছি, আমি ত রয়েছি!

রাজা। জীবক! কি বুঝ্‌চ'?

জীবক। মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য, আবদ্ধ ক'রে রাখা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। ও করমেতিকে খুঁজ্‌তে চায়।

আলোক। হ্যাঁ হ্যাঁ করমেতিকে চাই, করমেতিকে চাই। কোথায়? কোথায়? না, না, সে আমার নেই! বড় উঁচু বড় উঁচু, সে আমার নেই, সে আমার নেই!

রাজা। করমেতি আছে, তুমি ভেব'না।

আলোক। ভাব্‌ব' না! কি ভাব্‌ব'না? না কিছু ভাবনা নেই। সে নেই! ভাব্‌ব' কি? কার জন্যে ভাব্‌ব'? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি, আর খানসামা হ'য়ে তার সঙ্গে ঘুর্‌তে হবে না।

রাজা। আহা, আমিই এর সর্ব্বনাশের কারণ! মন্ত্রী! আগমবাগীশের কোন তত্ত্ব হ'ল? আমি ব্রহ্মরক্ত দর্শন ক'র্ব্বো।

মন্ত্রী। মহারাজ! এখনও ধরা পড়েনি।

রাজা। বৈদ্যরাজ! কোন উপায় আছে?

জীবক। ঔষধের দ্বারায় কোন উপায় নাই। তবে কখন কখন স্থান পরিবর্ত্তন, দৃশ্য পরিবর্ত্তনে উপায় হয়।

রাজা। ওঃ! আগমবাগীশের শীরশ্ছেদ না ক'লে আমার শান্তি হ'চ্চে না! সে ব্রাহ্মণ নয়—চণ্ডাল, কৃতঘ্ন, তার প্রাণ বধই উচিত

আলোক। মহারাজ! কাকে মার্ব্বেন ? আগমবাগীশকে ? মার্ব্বেন না, মার্ব্বেন না, মার্ব্বেন না। ও তাকে পাবার জন্য ছল ক'রেছে। সে সুন্দরী, তারে পাবার জন্যে দেবতাও ছল করে। কিন্তু কেউ স্ত্রীবধ করে না, ও হো—হো!

রাজা। বাবা আলোক! তুমি আমার কথা প্রত্যয় ক'চ্চ না? করমেতি বেঁচে আছে, তুমি খুঁজ্‌তে যাবে?

আলোক। কোথায় যাব? যদি বেঁচে থাকে ত শ্যাম যেথা থাকে সেথায় গিয়েছে। শ্যাম কোথা থাকে জান'? সে শ্যাম যে সে নয়, কোন দেবতা নইলে দেবীর মন আকর্ষণ ক'ল্লে কি ক'রে! তার বাঁশী আছে, অতি মধুর বাঁশী, আমার করমেতি শুনে ভুলেছে!

রাজা। মন্ত্রী কিছু বুঝ্‌তে পার' ?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিষয় বুদ্ধি, এ যে প্রেমের তরঙ্গ দেখ্‌চি, এতে আমি প্রবেশ ক'ত্তে পার্ব্ব'না। সত্যই করমেতি শ্যাম প্রেমে উন্মাদিনী, নচেৎ ও জান্‌লা থেকে প'ড়ে বালিকা পালাতে পার্ত্তো না। এও প্রেমোন্মাদ, বাতুল নয়। বোধ হয় শ্যামচাঁদের কোন অদ্ভুত লীলা!

রাজা। মন্ত্রী! আমারও ঐরূপ অনুভব হয়। চল', আমরা একে নিয়ে করমেতিকে অন্বেষণ করি। আলোক! তুমি করমেতিকে খুঁজ্‌তে যাবে? এস, আমি যাচ্চি এস। মন্ত্রী

ভ্রমণের আয়োজন কর। এস, আমার সঙ্গে এস। আজই আমরা যাব'।

আলোক। যাব? কোথা যাব? শ্যামকে চেন?

রাজা। চল' না, খুঁজে দেখি।

আলোক। তবে চল'।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

কৃষ্ণ ও করমেতি।

আশাভৈরবী—দাদরা।

কৃষ্ণ। বাজিয়ে বাঁশরী ফেরে যমুনা তীরে।
কে জানে কার প্রেমে শ্যাম
সদাই ভাসে নয়ন নীরে॥
যদি কেউ হয় মনের মতন,
কত সে করে তায় যতন,
আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কদম বন,—

ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে।
নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে ॥
নিয়ে যাও প্রেম যত চাও
নাইত তার মতি হীরে ॥

কর। তুমি এয়েছ? যখন মাঠে পড়েছিলুম, মনে করে ছিলুম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। শ্যাম কি আমার কথা কয়?

কৃষ্ণ। কয় না? তার রাত দিনই তোমার কথা।

কর। কি বলে, কি বলে?

কৃষ্ণ। বলে আমি রাত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

কর। কৈ, কৈ? এইটী শ্যাম মিছে কথা বলেছে।

কৃষ্ণ। সে যেমন ব'ল্লে ভাই! সত্যি মিছে তুমি বোঝ ভাই।

কর। আচ্ছা, দেখা দেয় না কেন? কথা কয়না কেন? ব'লচ মনে মনে দেখা দেয়, স্বপনে দেখা দেয়, সাম্না সাম্নি দেখা দেয়না কেন? ব'ল' না দেখা দিতে, ব'ল' ব'ল'। আমি একবার দেখ্‌ব', তারপর দেখা পাই না পাই।

কৃষ্ণ। সে ভাই নানান কথা বলে, শুন্‌লে আবার তোমার রাগ হবে। সে সব কথায় কায নেই।

কর। কার ওপর রাগ হবে? শ্যামের ওপর? না না, শ্যামের ওপর আমি রাগ ক'র্ব্বো না। বল'না, বল'না কি বলেছে বল'না।

কৃষ্ণ। সে বলে কি জান, দেখা দেব কি, আমি রাখাল মানুষ, গরু চরিয়ে বেড়াই, যদি সে কিছু চেয়ে বসে তখন আমি কোথায় কি পাব’!

কর। না না আমি কিছু চাইনি, আমি একবার তারে দেখ্‌তে চাই।

কৃষ্ণ। সে বলে—অমন বলে! আবার দেখা পেলেই ব’ল্‌বে এ দাও তা দাও।

কর। শ্যাম তবে আমার মন জানে না! শ্যাম তবে আমার মনের ভেতর নেই! শ্যাম অতি নিঠুর। শ্যামের এ কপটতা। শ্যাম আমায় দেখা দেবে না, তাই ছল করেছে। তুমি ব’লো সে বড় নিঠুর, আমি কিছু চাইনি সে জানে; ছল, ছল, আমি সুধু শ্যামকে চাই। না না, শ্যামকেও চাইনি সে আমার মন বোঝেনা, সে আমার মন বোঝেনা, আর আমি শ্যামকে চাইনি!

কৃষ্ণ। আমিত বলেছিলুম ভাই, তুমি রাগ ক’র্ব্বে।

কর। না না, রাগ নয়। যে বুঝেও বোঝেনা তারে বোঝাব’ কি ক’রে! সে আমায় চায় না, তাই ভাণ করে। তা বেস্‌! আমি যদি তারে না চাইলে সে ভাল থাকে, সে ভাল থাকুক, আমি তারে চাইনি।

কৃষ্ণ। ওহে এত রাগ, যদি সে তামাসা ক’রেই একটা কথা ব’লে থাকে!

কর। না না, তামাসা নয়, এ মর্ম্মান্তিক কথা! দেখা না দেয় না দিক্—কেন, মিছে কথা কেন? আমার ত তার

ওপর জোর নেই, সে ত আমায় ভালবাসে না, ব'ল্লেই হয় আমি দেখা ক'র্ব্বো না। থাক্ আর শ্যামের কথা ক'য়ে কি ক'র্ব্বো।

কৃষ্ণ। তা আমার ওপর রাগ ক'চ্চ কেন? শ্যামের কথা না কও, এস'না আর পাঁচটা কথা কই।

কর। তোমার ওপর রাগ ক'চ্চি কেন, তুমি ব'লেছ তোমার শ্যামের মতন চেহারা! তুমি বল তুমি শ্যামের মতন নাচ', শ্যামের মতন গাও। শ্যামকে ত দেখতে চাই-ই নি, যে শ্যামের মতন তাকেও দেখ্তে চাইনি।

কৃষ্ণ। তবে চল্লুম।

কর। দাঁড়াও, একটা কথা। শ্যামের দেখা পেলে ব'ল' যে সে ছাড়া চাইবার মতন জিনিস কি আছে, তাত আমি জানি নি। যদি কিছু থাকে ত আমি ভিক্ষা ক'রে তাকে দেব। আমার মতন ব্যাকুল হ'য়ে যে তাকে ডাক্বে, যেন কিছু দেবার ভয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে না, তারে দেখা দেয়। চাইবার মতন কি জিনিস আছে শ্যামের ঠেঙে জেনে আমায় ব'লে যেও, আমি ভিক্ষে ক'রে এনে তোমার ঠেঙে দেব,' তুমি শ্যামকে দিও। জেনে এসে ব'লো, আমার মাথা খাও, দেখি তার ছলটাই কত!

কৃষ্ণ। সে যদি ব'ল্লে ভাই, চাইবার মতন জিনিস ঢের আছে! কেন চাইবার মতন নেই? হীরে, মাণিক, মতি, পান্না—

কর। ছি!

কৃষ্ণ। লোক, জন, মান—

কর। ছি!

কৃষ্ণ। ছি, ছি ত ক'চ্চ, শ্যামকে কিছু দিতে পার' ?

কর। কি চায় শ্যাম ?

কৃষ্ণ। যা দেবে!

কর। আচ্ছা এই তুমি সব নাম ক'ল্লে, এর ভেতর কি ভাল ?

কৃষ্ণ। কৌস্তুভমণি। সেটী যদি শ্যাম পায় ত বুকে রাখে।

কর। কোথা পাওয়া যায় ?

কৃষ্ণ। তা জান্‌লে ত শ্যাম আপনি খুজে নিত।

কর। আচ্ছা শ্যামকে ব'ল' আমি তাকে খুঁজে দেব।

[করমেতির প্রস্থান।

সিন্ধুমিশ্র—দাদরা।

কৃষ্ণ। বাঁধা প'ড়ি বারে বারে ছল ক'রে।
বাঁধা প'ড়ি ডুরি আপনি প'রে॥
বারে বারে ঠেকি দায়, ধরি পায়,
আমায় কেঁদে কাঁদায়,
আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভরে মানিনী মান করে,
মানে ম'জে মজায় হে,
যেতে নারি হে রাখে ধ'রে জোরে॥

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। ঐ যে যাচ্চেন। বেটী পুরুত বামুণের মেয়ে, না জানি রাজার মেয়ে হ'লে কি চালই হ'ত! বেটীর যেন বাপের খানসামা! বলি টুক্‌রো তোর এমন দশা হ'ল কেন? ঘন দুধের বাটী, চাটীম কলা ভুঁ ভুলি। যাক্, পাঁঠার মুড়ি থাক্, টাকা কড়ি যাক্। শেষটা এক বেটী পাগলীর পেছনে ফিল্লি? টুক্‌রো তোরে আর বিশ্বাস নেই, তুই সব পারিস! তা চল্, বেটী খেলে কি না দেখ্‌বি, নাইলে কি না দেখ্‌বি, তোর বাপের বংশ নাশ হ'ক! হাঃ তোর বুদ্ধিরে! বাবা পেট ভাতার ওপর খেজমত খাট, আবার ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও! নাকাল বটে বাবা!

দুইজন বরকন্দাজের প্রবেশ।

১ বরক। ওহে! ওহে! তুমি না কি সন্ধান পেয়েছ?

টুক্‌রো। পেয়েছি বৈ কি?

২ বরক। কোথায় কোথায়?

টুক্‌রো। এই এখানে ছিল—ওদিকে ভোঁ দৌড় মাল্লে।

১ বরক। আহা! তুমি পেছু পেছু গেলে না?

টুক্‌রো। আমি হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম।

২ বরক। আমরা দৌড়ে গেলে ধ'ত্তে পার্ব্ব'?

টুক্‌রো। এক্ষনি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কদম তলা।

আলোক ও তিনজন ফকির।

আলোক। সেই বাগান, সেই কদমতলা, সেই দীঘী, সেই শ্বশুরবাড়ী, সব সেই, কিন্তু সে নয়! সেথা কন্নেতি নাই। খুঁজ্‌ব'? কোথায় খুঁজ্‌ব'? পাব কেন? সে ত আর আমার কাছে আস্‌বে না। আমি নির্দ্দয়,নৃশংস, নরাধম, চণ্ডাল! সে গিয়েছে, চ'লে গিয়েছে। পালিয়েছে, পাছে আমি পাছু পাছু যাই, পালিয়েছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়েছে, প্রাণভয়ে দৌড়েছে, অনাহারে দৌড়েছে! পালিয়েছে, পালিয়েছে। সে নেই কোথায় খুঁজ্‌ব'? ওরা কারা? ওরা কি ক'চ্চে?

ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—কাহারবা।

ফকির। তুমে করার কিয়া আবি ইয়াদ হ্যায় ইয়া নেহি।
হামারা সাৎ থা দোস্তিকা বাৎ,
নেহি কহো ওহি সোহি॥
না ইয়াদ হো, সো মুঝে কহো,
ময় কভি নেই কহেঙ্গে করার কিও,
চল্‌দে ইয়ার তোম্ খোসি রহো,
রঞ্জ নেহি করো ময় যাঁহা ঘুমে,
যাঁহা ঘুমে ময় দেখে তুমে
সুরৎ তেরা দেল্‌মে লাগা রহি॥

আলোক। তোমরা কারা?

১ ফকির। মুসাফের।

আলোক। কি ক'চ্ছ?

১ ফকির। আরাম নিচ্চি।

আলোক। কি কি কি? কি গান গাচ্ছ?

১ ফকির। গাচ্চি আমার ইয়ার যদি করার না রাখে, যদি প্রাপ্তি না করে, তারে কিছু ব'লব' না, যেথা মন যায় চ'লে যাব, তার পেছু আর নোব না।

যোগিয়ামিশ্র—কাহারবা।

তোম্ ত নেই করার কিয়া ময় পিছে ফিরা।
কসুর তোমারা না, কসুর মেরা॥
তোম্ ছুসরে কা হো, তোম্ সাফা কহি,
ময় দেওয়ানা হো ময় সমুজে নেহি,
আস্‌কসে কেৎনে মই বোল্‌তে রহি,
নেশা টুটা থোড়া সমঝ্ আয়া জেরা॥

আলোক। এ আবার কি ব'ল্লে?

১ ফকির। এখন ইয়াদ হ'চ্চে তার কিছু কসুর ছিল না। সে আমায় সাফ বলেছিল, আমি তোমার নই। আমার ... কব নেশায় সমজে এসেনি। এখন ইয়াদ হ'চ্চে আমিই বলেছি, সে কিছু বলেনি।

আলোক। তোমার মনে ব্যথা লাগে না?

১ ফকির। দোস্তির সুখই ত ব্যথা পাওয়া। তারে দেখ্‌লে ব্যথা, তারে না দেখ্‌লে ব্যথা, সে হাস্‌লে ব্যথা, সে কাঁদ্‌লে ব্যথা, সে এলে ব্যথা, চ'লে গেলে ব্যথা, ব্যথা পেতেই দোস্তি করা। যে ব্যথা চায় না, সে আপনার দেল ধ'রে রাখে। যার ব্যথা পেতে ভয়, তারে আমি ইয়ার বলিনি।

আলোক। তুমি যে ব্যথার কথা ব'লে তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তুমি আমার মত কি ব্যথা পেয়েছ? এ ব্যথা কি আর কেউ পেয়েছে? তুমি কি ছল ক'রে অবলা বালিকাকে ভুলিয়ে এনে বন্দি করেছ? মদ খেয়ে পশু হ'য়ে তারে ভয় দেখিয়েছ? সে কি তোমার ভয়ে জান্‌লা গলিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে? সে কি অনাহারে দেশ দেশান্তরে ঘুরেছে? সে কেমন আছে, তার তত্ত্ব পাওনি? এ ব্যথা কি কখন পেয়েছ? যদি পেয়ে থাক আমায় বল, এ দারুণ জ্বালা কেমন ক'রে নিবোয়!

১ ফকির। সে যারে চায় তার কাছে যাও। সে যদি না চায় তার পায়ে ধর। এর পেছুতে যেমন ঘুরেছিলে তার পেছনে তেমনি ঘোর'। তার মন ভুলিয়ে তোমার ইয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যদি পার, তোমার ব্যথা যাবে। সে তার ইয়ারকে পেয়ে যখন হেসে হেসে চাইবে, যখন ইয়ারের সঙ্গে দোস্তি ক'র্ব্বে, সে যদি তোমার প্রাণে বরদাস্ত হয়, তা হ'লে তোমার প্রাণের ব্যথা যাবে।

আলোক। তারে কোথায় পাব? তারে চিনিনি, তার সুধু নাম জানি।

১ ফকির। খুঁজে দেখ, যদি পাও।

আলোক। বেস্ কথা, তবে আজ থেকে আর করমেতিকে খুঁজব' না। শ্যামকে খুজ্ব'। ফকির সেলাম! শ্যামকে খুজ্ব'। শ্যাম শ্যাম তুমি কি আমায় দেখা দেবে? আমি খুঁজি, দেখি তুমি কোথায় থাক। আমি দু চক্ষে যারে পাব জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো, যেথায় পা যায় যাব! শ্যাম তোমার নামটী বেস! নৈলে তোমার নামে করমেতি ভুল্বে কেন? শ্যাম শ্যাম, আমার মনে ভরসা হ'চ্চে যে তোমার দেখা পাব! তোমায় দেশ দেশান্তরে খুঁজ্ব', যদি তোমার কেউ দেখা পেয়ে থাকে আমিও তোমার দেখা পাব। আমি তোমায় মিনতি ক'র্ব্বো, আমি তোমার পায়ে ধ'র্ব্বো, আমি তোমার দাস হ'য়ে থাক্ব'। এতেও যদি না তোমায় করমেতির সঙ্গে মেলাতে পারি, আর কি ক'র্ব্বো, তোমার সামনে প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বো।

[প্রস্থান।

১ ফকির। চল' কায ত হ'ল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কুঞ্জবন।

রাধা ও সহচরিগণ।

ঝিঁঝিট—দাদরা।

চাইলে যদি পায় ওলো কইলো পেলুম তায়।
চাইলে পায় এ কথার কথা কেনা তারে চায়॥
মন বোঝেনা তাইতে আবার তার কথা ওঠে,
বোঝেনা মোটে,
পোড়া মন ব্যাকুল হ'য়ে দশ দিকে ছোটে,
ছোটে আকুল হ'য়ে,
ছোটে ব্যথা ব'য়ে,
ছোটে জ্বালা স'য়ে,
ঠেকে শিখে বোঝে না যে সে কি হায়
বোঝে কথায়॥

করমেতির প্রবেশ।

কর। এ কে গান ক'চ্চে? না গান শুনব' না, যাই।

রাধা। এস না, এস না, কোথায় যাচ্চ? কেমন তোমায় বলেছিলুম?

কর। বলেছিলে, আর সে কথা তুল'না! আর সে নাম ক'রোনা! দেখ, সত্যই নিষ্ঠুর! আমি শত জন্ম যদি পথের কাঙালিনী হ'য়ে বেড়াতুম তাতে আমার খেদ ছিল না। তার দেখা না পাই, তার নাম ক'রে কতক জুড়ুতুম! কিন্তু সে নাম আর ক'র্ব্বো না। যদি প্রাণ বেরোয় তবু সে নাম ক'র্ব্বো না। সে আমার মন বোঝেনা, এ খেদ আমি কোথায় রাখ্‌ব! সে কেন ব'লে পাঠালে না, সে আমায় দেখ্‌তে পারে না! তার নাম নিতে কেন মানা ক'ল্লে না! সে কি না ব'লে পাঠায় যে পাছে কিছু চাই ব'লে সে আমার কাছে এসে না! ছি ছি সে সত্যি রাখাল, নইলে এমন মন তার হবে কেন! ছি ছি সে সত্যি ভালবাসা জানে না, নইলে ভালবাসা বুঝ্‌বে না কেন! ছি ছি সে মন বোঝেনা, আর তার কথা কব না!

রাধা। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, আর কোথায় যাবে? আর ত তারে চাও না? আর ত তারে খোঁজ' না? এই দেখ, আমরা তারে খুঁজে খুঁজে না পেয়ে এইখানে রয়েছি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, বেস্ কথাবার্ত্তা কইব, নেচে গেয়ে বেড়াব।

কর। না ভাই আমার থাক্‌বার যো নেই! আমি এক জিনিস্ খুঁজ্‌তে যাচ্ছি।

রাধা। কোথায় যাচ্চ?

কর। সমুদ্রে।

রাধা। ওমা সমুদ্রে কি ক'ত্তে যাচ্চ?

কর। কেন, আমি সে জিনিস দেশে দেশে খুজ্‌লুম,

কোথাও ত পেলুম না। একজন আমায় ব'লে দিলে সমুদ্রে আছে।

রাধা। তা কি তুমি সমুদ্রে নাব্‌তে চলেছ না কি?

কর। নাব্‌তে হয় নাব্‌ব', জল ছেঁচ্‌তে হয় ছেচ্‌ব', আমি যেমন ক'রে পারি সে জিনিস্ আমি আন্‌ব'। তার পর তার কাছে সেটী পাঠিয়ে দিয়ে, আর তার নাম ক'র্ব্বো না।

রাধা। সমুদ্রের জল ছেঁচ্‌বে কি, তুমি কি খেপেছ?

কর। তুমি ত জান, যখন তার নাম করেছি, তখন খেপার কি বাকি আছে বল'! তুমি ত ঠেকে শিখেছ, ভুগে দেখেছ, তুমিই ত আমায় মানা করেছ! সত্যি ভাই আমি খেপেছি! খেপেছি—আর উপায় কি!

রাধা। কি জিনিস্ খুঁজ্‌তে যাচ্ছ শুনি?

কর। কোস্তুভমণি।

রাধা। ওমা, এর জন্যে সমুদ্রে যাচ্ছ? এই তুচ্ছ জিনিস! দেত' লা ঐখান থেকে কুড়িয়ে এনে। ঐ ঐখানে প'ড়ে আছে।

কর। এই কৌস্তুভমণি! এই সে চায়?

রাধা। শ্যাম কি তোমায় কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে না কি?

কর। হাঁ। যে বলে চূড়ো বাঁধ্‌লে তার মতন হয়, তাকে দে ব'লে পাঠিয়েছে!

রাধা। তুমি যেমন সে ছোঁড়ার কথা শোন, সে শ্যামের মতন মিথ্যাবাদী!

কর। সত্যি?

রাধা। দেখ্‌তে পাওনা ছোঁড়ার ঢং? সে দিন অত শ্যামের গুণ গাইলে, এখন শ্যামের গুণ ত বুঝ্‌চ’?

(রাধা ও সহচরিগণের গীত)

পরজমিশ্র—ভররুঙ্গা।

ঠিকটী সে শ্যামের মতন শ্যামের মতন সব।
ঠিকটী সে তেমনি চতুর তেমনি অবয়ব।—
যেন শ্যাম।
তেমনি হাসি তেমনি নয়ন তেমনি মিছে কয়,
তেমনি সে মিষ্টি বলে হয়কে করে নয়,
নেই মান অপমান ভয়, মন্দ বল' সয়,
তেমনি নেচে রাধা ব'লে করে বাঁশী রব।
তেমনি তেমনি বাঁকা ঠাম॥
যে তারে আপন করে তেমনি তারে বাম।—
ছি ছি কেউ না করে নাম॥
শ্যামের মতন সব তাতে সম্ভব, তেমনি গুণধাম॥

[গমনোদ্যত।

কর। আমায় থাক্‌তে ব'লে তোমরা যাচ্চ কেন?

রাধা। আবার আস্‌বো, তুমি থাক না।

কর। আমায় হেথা থাকতে ব'লছ'—এ কার বাড়ী? এসব কি এমন চক্‌ চক্‌ ক'চ্চে?

রাধা। এ তোমার বাড়ী—এসব মণি, মুক্ত, হীরে। এসব তোমার।

কর। আমার!

রাধা। তোমার। আমি কি ভাই তোমার সঙ্গে মিছে কথা কই?

কর। আচ্ছা এ গুলো কি হয়?

রাধা। এর একটী দিলে শ্যাম ছাড়া সব পাওয়া যায়।

কর। কি পাওয়া যায়? লোকে কি চায়? আমি কিছু চাই নি, আর আমার কিছু চাইবার নেই! না না কিছু চাই নি! ওহো! আর আমি হেথা থাক্‌তে পাচ্চিনি, আমার প্রাণ জ্ব'লে উঠ্‌ছে! আমি ঘুরে বেড়াই, আমি ঘুরে বেড়াই। কিছু খুঁজে বেড়াই। খুঁজ্‌ব? কি খুঁজ্‌ব? আর আমার কিছু খোঁজ্‌বার নেই। সে বামুণ কোথা থাকে জান? আমি তারে কৌস্তুভমণিটী দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। খোঁজ্‌বার জিনিষ ফুরিয়েছে, কি ক'র্ব্বো নিশ্চিন্ত হই।

[করমেতি ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

পরজ—একতালা।

গোলকবাসিণী। জেনে শুনে বুঝেছেরে মন।
আর কি খুঁজি আর কি মজি ভেঙেছে স্বপন॥
স'য়ে গেছে স'য়ে স'য়ে, রবে না দিন যাবে ব'য়ে,
কায কি রে আর কলঙ্ক ভার ব'য়ে,
ফুরায়েছে সব ফুরাল', ফুরাল' সাধের যতন।

কর। এরা বোধ হয় সেখাকার লোক, তাই আমার মনের কথা ঠিক জেনেছে।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কর। তুমি এয়েছ? এই নাও তাকে দিও।

কৃষ্ণ। কাকে দেব?

কর। সেই তাকে—যে চেয়েছে।

কৃষ্ণ। কে আবার তোমার ঠেঙে কি চাইলে?

কর। যে বলে আমি তাকে চাই হীরে মাণিকের জন্যে। যার প্রাণে ভালবাসা নেই, যে ভালবাসা বোঝে না, যে আমায় কাঁদিয়েছে, যারে আমি আর মনে ক'র্ব্বো না, যে আমার নয়, তার ভাবনা ভাব্‌ব' না।

কৃষ্ণ। দেখ ঢং দেখ! কি ব'ল্‌ছে শোন!

কর। সে কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

কৃষ্ণ। হ্যা গা! তুমি অত মিছে কথা কও কেন? কবে তোমার কাছে কার জন্য কি চেয়েছি? বেস মেয়ে মানুষটী দেখ্‌লুম, কাছে এলুম, ব'স্‌লুম, দু দণ্ড কথা কব তা নয়! যার জন্যে, যে করেছে, হ্যান করেছে, ত্যান করেছে, অত সাত পাঁচের মাথামুণ্ডু কি বক'!

কর। তুমি ত বড় মিথ্যা কথা কও!

কৃষ্ণ। আমি মিছে কথা কই, না তুমি মিছে কথা কও! আমি কি তোমার কাছে বলেছিলুম সে তোমার কাছে এই চায়। আমি বলেছিলুম শ্যাম কৌস্তুভমণি চায়!

কর। এই নাও।

কৃষ্ণ। ঠিক ঠাক্ ক'রে ব'লে দাও—"এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও"।

কর। তুমি বড় ছল! এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও।

কৃষ্ণ। আমি ভাল শুনতে পাইনি। কি ব'লছ'?

কর। এই কৌস্তুভমণি শ্যামকে দিও।

কৃষ্ণ। কি কি?

কর। আর সে নাম ক'র্ব্বো না, আর সে নাম মুখে আনব' না। তুমি বলেছিলে সে চায়, আমি তোমায় দিলুম নাও, তাকে দিও; না দাও তোমার ইচ্ছে।

কৃষ্ণ। ছি ছি, তুমি তামাসা বোঝ' না! সে এ সব চাইবে কেন? শ্যাম কি কিছু চায়? সুধু প্রেমের প্রাণ চায়।

কর। এখান থেকে যাও, খোঁজ' যার প্রেমের প্রাণ আছে! এখানে ত প্রেমের প্রাণ নেই, এখানে র'য়েছ কেন? প্রেমের প্রাণ নে সে কি ক'র্ব্বে তাই ভাবি। সে প্রাণ কি সে চেনে? সে প্রাণের দর তার কাছে নেই। সে প্রেমের প্রাণ চায় না, ভাণের প্রাণ চায়। সে কান জানে, কানের কথা কয়। সে কথা কে শোনে, কে জানে!

কৃষ্ণ। সে আবার প্রেম জানে না! অমন প্রেমে গলা কে! তার সম্বলের মধ্যে এক রাধা আছে, সেই রাধা নাম দেশে দেশে দিয়ে বেড়ায়! সে প্রেম জানে না, অমন কথা ব'ল' না। রাধাপ্রেমে উন্মত্ত, যে রাধাকে ভালবাসে, তারে সে ভালবাসে! যার মুখে রাধা নাম শোনে, তার কাছে তখনি এসে! রাধা নাম

ক'রে গয়লানীরে তারে পায়ে পায়ে ফিরিয়েছে। তুমি রাধা বল' তোমার পায়ে ফির্‌বে।

কর। তুমি যাও, তোমার কথা আর শুন্‌ব' না।

কৃষ্ণ। রাগ কর চল্লুম, এতই কি!

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যাও, তুমি আর এস না। শুনেছি তুমি তার মতন, তোমার পানেও চাইব না। তোমার সঙ্গেও কথা কইব না। তুমি যেখানে থাক্‌বে, সেখানে থাক্‌ব' না।

কৃষ্ণ। এখন রাগ করেছ চল্লুম, রাগ প'ল্লে আবার আস্‌ব'। তোমায় ছেড়ে কি থাক্‌তে পারি!

[প্রস্থান।

কর। আহা! যদি এর কথা বিশ্বাস ক'ত্তে পাত্তুম যে রাধা তাকে পেয়েছে! যদি এক জনও ব'ল্‌তে পার্ত্তো ঐ আমার—তা শুনেও—কেন?—আর এক জন পায় পাক্‌ তাতে আমার কি! রাধা রাধাই। কে রাধা? যে হয় সে হ'ক! না, একবার তার দেখা পেলে হ'ত, সত্যি মিথ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। না না সে রাধাও ভাল নেই। তাকে ভালবেসে কেউ ভাল থাকে না। কে সে? যে হ'ক্‌ আমার কি!

গোলোকবাসিনীর প্রবেশ ও গীত।

দেশমিশ্র—যৎ।

শুন্‌তে পাই সে রাধে রাধে বলে।
হ'ত ভাল কে সে রাধা দেখ্‌তে পেলে কোন ছলে॥
কে জানে জানে কি যতন,
ভুলিয়েছে তার মন মানে না ত মন,
যতন পেলে ভুলে যাবে নয় ত সে তেমন,
আসি গে শুনে, তারে কিন্‌লে কি গুণে,
পরের কথায় কায কি আমার, আমার কি রাধার হ'লে॥
রাধার তরে প্রাণ কি তার টলে॥

কর। আহা এরা কারা বোধ হয় আমার মতনই অভাগী।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন সন্নিকটস্থ বন।

টুক্‌রো ও আলোক।

টুক্‌রো। আমি টুক্‌রো, বাবুসাহেব আমায় চিন্তে পাচ্ছ'না?

আলোক। না। আমি আর সত্য মিথ্যা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; আমি আমার মন বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; আমি কি চাই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; কি শুনি বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; কেবল এক সত্য বুঝ্‌তে পেরেছি, এ পৃথিবীতে যন্ত্রণাই সার; কিন্তু তাও সত্য কি না জানি নি। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। এর কি বুঝ্‌ব'? ভেবেছিলুম করমেতিকে চাই, সে বিনে সংসার শূন্য। এখন দেখ্‌চি শ্যামকে চাই। শ্যাম কোথা থাকে জানি নি, শুন্‌লেম সর্ব্বত্রে থাকে, এখানেও আছে! তা কই? মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! আমি মিছে, তুমি মিছে, সকলই মিছে, করমেতিও মিছে, শ্যামও মিছে! মিছে মিছে মিছে! মিছের ধোঁকায় ঘুর্‌চি! শ্যাম শ্যাম তুমি মিছে!

করমেতির প্রবেশ।

কর। কে তুমি, তার নাম ক'চ্চ কেন? ছি-ছি তার নাম ক'রোনা, সে অতি কপট, সে নাম মুখে এন না।

আলোক। আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চ আমি কে? তুমি বল' তুমি কে? দেখ্‌লে বোধ হয়, তুমি করমেতি। তুমি কি নাম ক'র্ত্তে বারণ ক'চ্চ? শ্যাম নাম? আমি এক করমেতিকে জান্‌তুম, যে শ্যাম নামে মত্ত, শ্যামের নেশায় আমায় পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে! আবার দেখ্‌ছি তুমি এক করমেতি যে শ্যামের নাম ক'র্ত্তে চাও না বাবা! কি দুনিয়া! হেথায় কে কি চায় তা বোঝা গেল না!

কর। তোমায় চিনেছি।

আলোক। কি চিনেছ? চিন্‌তে পার’নি। বোধ হয় তুমি চিনেছ—যে তোমার জন্যে খানসামা সেজেছিল! যে তুমি নইলে বাঁচত না! যে তোমায় বন্দি করেছিল! যে স্বামী ব’লে তোমার ওপর জোর করেছিল! না না না আমি সে আলোক নয়! বুঝ্‌তে পাল্লুম না, বুঝ্‌তে পাল্লুম না, কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না!

কর। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার জন্যে তোমার এই দশা! আমার জন্যেই তুমি সর্ব্ব-ত্যাগী হয়েছ! আমায় ভালবেসেই দিবানিশি জ্বলেছ! আমায় ভালবেসে শ্যামকে খুঁজ্‌ছ’! আমি তোমার সঙ্গে ভাল ক’রে কথা কই নি। কি ক’র্ব্বো মার্জ্জনা কর।

আলোক। তুমি শ্যামকে মার্জ্জনা কর।

কর। তাকে মার্জ্জনা ক’র্ব্বো? কেন? সে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে ব’লে? সে আমায় উন্মাদ করেছে ব’লে? সে আমার সঙ্গে কপটতা করেছে ব’লে? সে আমায় পায়ে ঠেলেছে ব’লে? সে আমায় কলঙ্ক ডালা দিয়েছে ব’লে তাকে মার্জ্জনা ক’র্ব্বো?

আলোক। আমায় কাকে মার্জ্জনা ক’ত্তে বল’? আমার সরল প্রাণে যে দাগা দিয়েছে তারে? আমায় যে পথে ফিরিয়েছে তারে? তুমি যা যা শ্যামকে ব’ল্লে, সবই আমি তোমায় বল্‌তে পারি—বল্লুমও, কিন্তু এই শেষ বলা, আর ব’ল্‌ব’ না। তুমি আমায় মার্জ্জনা ক’ত্তে ব’ল্‌ছ’, অন্তর থেকে তোমায় আমি মার্জ্জনা কল্লুম। তোমায় মার্জ্জনা করবার নেই,

আমি আমার দোষে ক্লেশ পেয়েছি। মুখের কথায় দোষী ক'ল্লে তোমায় করা যায়, কিন্তু সে আমার জোর। তোমার দোষ কি, আমারই দোষ। সেই তুমি সেই আমি। তখন ভাল-বেসেছিলুম আমার দোষ। এখন সেই আছ, আর ত তোমায় ভালবাসি নি। আমি তোমার জন্যে শ্যামকে খুঁজ্‌চি নি। তোমার জন্যে খুঁজেছিলুম। এখন খুঁজ্‌ছি কেন জান? দেখ্‌ব শ্যাম সত্যি কি না, শ্যামকে তুমি ভালবাস কি না, কি আমার মতন মিছের ধোঁকায় ঘুরছ'।

[গমনোদ্যত।

কর। যেওনা যেওনা আমার একটা কথা শোন।

আলোক। বল' কি ব'ল্‌বে?

কর। তুমি তাকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আমায় ব'ল্‌চ কেন?

আলোক। তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন?

কর। জিজ্ঞাসা কচ্ছি মনের খেদে। আমি সত্যই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাই, আমি সত্যই তোমায় দাগা দিয়েছি। আমি তাই মার্জ্জনা চাই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি বড় ক্লেশ পেয়েছ। ভালবাসা দুঃখের শেষ, আমি তোমার সেই দুঃখের কারণ। আমি তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্চি। কিন্তু বোধ হয় তুমি অভিমানে মার্জ্জনা ক'ল্লে না! তুমি বোধ হয় শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে ব'লে আমায় বোঝাচ্চ মার্জ্জনা করা যায় না; আমায় বোঝাচ্ছ লাঞ্ছনা ভোলা যায় না। তুমি অভিমানে শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছ।

আলোক। আমার অভিমান বুঝ্‌লে কি ক'রে? তোমার

আপনার অভিমানে? তোমার ভালবাসার অভিমান আছে, আমার ভালবাসার অভিমান ছিল না। ছি ছি এই তোমার ভালবাসা! শ্যামকে মার্জ্জনা ক'ত্তে বলেছি কেন জান? মার্জ্জনার নাম ভুলে যাওয়া। যদি ভালবাসা ভোলো সকলই ভুল্‌বে। যদি সুখের অনুভব আমার কিছু হ'য়ে থাকে সে ভুলে যাওয়া। তুমি যদি ভালবাসা ভুল্‌তে পার হয় ত যন্ত্রণাও ভুল্‌বে। আমি বোধ হয় এখনও তোমায় ভালবাসি, তাই শ্যামকে ভুল্‌তে ব'লেছি। কিন্তু আমি এও ভুল্‌ব'; সংসারে তুমি ছিলে, আমি ছিলুম, এ কথা একেবারে ভুল্‌ব'। আগুনের শেষ রাখ্‌ব' না।

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যেও না শোন। আমায় ভুল্‌তে শেখাও। কই কই আমার ভোল্‌বার সাধ হয় কই? এত যন্ত্রণা এত লাঞ্ছনা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে প্রাণের উল্লাস তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে দুঃখে সুখ তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে প্রাণ মাখামাখি তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নাম যে জগৎব্যাপী তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম স্বর্ব্বস্ব তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! কই কই আমার শ্যামকে ভোলবার সাধ হ'ল' কই!

আলোক। সাধ কেউ ক'রে দিতে পারে না, সাধ কেউ করে না, সাধ হয়; তোমার না হয় আমি কি ক'র্ব্বো?

[প্রস্থান।

টুক্‌রো। অবাক্ ক'রেছে বাবা! কি বুঝ্‌লুম! ব'ল্লে তুমি

দাঁড়াও! ব'ল্লে তুমি ভোল! ব'ল্লে তুমি সাধ ছাড়! ব'ল্লে তুমি কাঁদ্‌লে! ব'ল্লে আমি কাঁদ্‌লুম! বাঃ বাঃ! তোমাদের ভাবটা কি যদি আমায় বুঝিয়ে দাও ত আমি ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই। তোমরা দু জনে আচ্ছা এক নূতন খেলা দেখালে।

কর। তুমি আমার সঙ্গে কেন ফের' ?

টুক্‌রো। প্রথম ফিরেছিলুম দয়া ভেবে। এখন ফির্‌ছি রকমটা কি দেখ্‌ব'। তা তুমি ব্যাজার হও আমি তোমার কাছে থাক্‌তে চাই নি। চল্লুম। হ্যা দেখ তোমার রাধাকে আমি খুঁজেছিলুম; দেখ্‌লুম তোমার শ্যামও যেমন ভুয়ো, রাধাও তেমনি ভুয়ো। আর চুড়ন্ত ভুয়ো কি জান? আমার বুদ্ধি! সেই ভুয়ো নিয়ে ঘুরচ', তাই দেখবার জন্যে আমি ঘুর্‌চি!

কর। আমি আমার অদৃষ্ট ফেরে ঘুর্‌চি, তুমি ঘোর' কেন? তুমি যাও তুমি আমার জন্যে আর দুঃখ পেও না। আমার অদৃষ্টের ফের তুমি কি ক'রে খণ্ডন ক'র্ব্বে ?

টুক্‌রো। অদৃষ্টটা বুঝি এঁচেছ তোমাদেরই এক চেটে, আমার আর অদৃষ্ট থাক্‌তে নেই। ঘোর অদৃষ্টের ফের, নইলে তোমার সঙ্গে ফিরি! যাই হ'ক্ ধোঁকা না মিটিয়ে আমি যাচ্ছি নি। এখন চল্লুম। তোমার গাছের পাতা খেয়ে চলে, আমার ত আর তা না!

[প্রস্থান।

কর। রাধে! রাধে! শুনেছি ডাক্‌লে তুমি দেখা দাও আমি দিবানিশি ডাক্‌চি কই দেখা দিচ্চ ?

রাধার প্রবেশ।

রাধা। বেস! শ্যাম যে একলা মিছে কথা কয় তা না, তুমিও মিছে কথা কও।

কর। কি কি কি ব'ল্লে? কি মিছে কথা কইলুম?

রাধা। কইলে না ভাই? মুখে বোল্‌ছ' রাধে রাধে দেখা দাও, মনে বোল্‌ছ' শ্যাম শ্যাম কোথায় তুমি!

কর। কি তুমি এমন কথা বল', আর আমি তাকে চাই? আমি তারে ভুল্‌তে চাই। যন্ত্রণার ভয়ে না, গঞ্জনার ভয়ে না, কলঙ্কের ভয়ে না, তার চাতুরিতে তারে ভুল্‌তে চাই। সত্যই আমি রাধাকে চাই। শ্যামকে দেবার জন্যে নয়, আমার বড় সাধ দেখ্‌ব' যে সে কত চতুরা। সে শ্যামকে পেছুনে ফেরায়, না জানি সে কেমন মেয়ে! তবে জানি নি, শ্যাম যদি তারে আমার মত পথে পথে কাঁদাবার জন্য পেছনে ফেরে! তা হ'লে তারে শ্যামের গুণ সব ব'লে দি। বলি দেখ ভুলে যেন শ্যামকে ভালবাসো না। তা হ'লে অকুলে ভাস্‌বে! দিবা নিশি কাঁদ্‌বে! কাঁদাবে সে কাঁদ্‌বে না! মজাবে সে মজ্‌বে না!

রাধা। তুমিও ভাই কপট কম নও! সে বামুণ ছোঁড়ার ঠেঙে শুনেছিলুম, শ্যামকে চাও না, শ্যামের নাম ক'র্ব্বে না। তার চেহারা শ্যামের মতন ব'লে তাকে কাছে আস্‌তে দেবে না। এখন শ্যাম শ্যাম ক'রে ভুবন ভরিয়ে দিলে! রাধা তোমার কাছে আস্‌বে কি ভাই, রাধাকে কি তুমি চাও! তোমার শ্যাম, এখনও শ্যাম তখনও শ্যাম, শ্যামকে তুমি ভুল্‌তে পার্ব্বে না!

কর। কি ভুল্‌তে পার্ব্ব' না ? ভুল্‌ব'। সে রাধার শ্যাম আমার নয়। তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না! সে কপট আমি সরলা, তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না ? সে নির্দ্দয় আমি অবলা, তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না ? সে আমায় চায় না, আমি কেন তারে চাইব' ? সে আমার নয় আর কেন তারে ডাক্‌ব' ?

রাধা। তবে রাধাকে খোঁজ কেন ?

কর। ঐ ত তোমায় বল্লুম, সে কেমন মেয়ে দেখ্‌ব' ব'লে ; শ্যামের গুণ তারে ব'ল্‌ব' ব'লে ; তারে সাবধান ক'রে দেব' ব'লে।

রাধা। আ বোন্ তুমি আর তারে সাবধান কি ক'র্ব্বে বল' ? সে কারুর মানা শোনে নি। সে শ্যামের প্রেমে অকূলে ভেসেছে। তার কালাকলঙ্কিনী নাম, সে নাম তার গৌরব, লোক গঞ্জনা তার আনন্দ! শ্যাম কপট ব'লে শ্যামকে ভাল বাসে ; শ্যাম ভালবাসে না ব'লে শ্যামকে ভালবাসে ; শ্যাম কাঁদিয়েছে ব'লে শ্যামকে ভালবাসে ; শ্যাম তার নয় ব'লে শ্যামকে ভালবাসে ; সে শ্যামের দাসী—তাই সে আপনাকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমের দর সে জানে তাই শ্যামকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমে যন্ত্রণা তাই যন্ত্রণাকে আদর করে ; বিরহ শ্যামের প্রেমের শেষ—যত্ন ক'রে তাই বিরহ হৃদয়ে ধরে ; সে শ্যাম কাঙালিনী তাই ব'লে সে গরব করে! রাধাকে তুমি বোঝাতে পার্ব্বে না।

কর। আহা সে বড় অভাগিনী !

রাধা। ওকথা ব'লো না, সে বড় ভাগ্যমানী, সে শ্যাম পিয়াসী !

কর। সে রাধা কোথায় ?

রাধা। এইখানেই আছে, তোমাকে পরিচয় দিতে ভয় করে।

কর। কেন কেন ?

রাধা। তোমার মনে যে ভাই বড় রিশ। তুমি শ্যামকে একলা চাও ; রাধা যদি শ্যামকে পায়, শ্যামকে যে যত্ন করে তারে তখনি দেয়।

কর। তুমি অমন কথা বল' আমার মনে রিশ ? কখন না। আমি তারে খুঁজ্‌চি কেন তুমি জান না, তোমায় বলি নি ; আমি দেখা পেলে তার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'র্ব্বো, সে যাতে শ্যামকে নেয় ! তোমার কাছে শুন্‌চি সে শ্যামকে চায়, শ্যামও তাকে চায়। আমার কায ফুরুল' আর 'আমি রাধা ব'লে ডাক্‌ব'না !

রাধা ! আচ্ছা ভাই যদি তুমি শ্যামের বামে তাকে দেখ তা হ'লে তোমার মনে কি হয় ? চুপ ক'রে রইলে যে ? তোমার মনে রিশ আছে, না ?

কর। ভাই ব'ল্‌তে পারি নি। কিন্তু মনে হয় যেন আমার প্রাণ শীতল হয় ! যে যারে ভালবাসে, সে যদি তারে ভালবাসে, তা হ'লে যে কি হয় তা জান্‌তে আমার সাধ হয় ! যদি সে সাধ আমার পোরে, বোধ হয় আমার শ্যামের সাধও পোরে।

রাধা। তবে ভাই তোমার না কি শ্যামের সাধ ফুরিয়েছে ?

কর। তুমি না বলেছিলে যে তুমি শ্যামের সঙ্গে প্রেম

করেছ? এখন বুঝ্‌লুম তুমি প্রেম কর নি। সে সাধ কি ভোলবার, আমি ভুল্‌ব' কেমন ক'রে!

[করমেতি প্রস্থানোদ্যতা।

রাধা। সই! সই! যেওনা যেওনা আমায় শ্যামের প্রেম শেখাও।

কর। আমি ভুলেছি, তুমিই শ্যামের প্রেম জান। যখন শ্যামের প্রেম শিখ্‌তে তোমার সাধ, তুমিই সত্যি শ্যামের প্রেমে মজেছ'। এক শ' বচ্ছর কেঁদে যদি তোমার সাধ না পূরে থাকে, এখনও যদি তোমার শিখ্‌তে সাধ থাকে, সে প্রেম তুমিই শেখাতে পার! দুদিন কেঁদে আমার সাধে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছে যাচ্চে। তোমার কেঁদে কেঁদে প্রেম শেখবার সাধ ঘোচে নি। বুঝ্‌লেম আমার প্রেমের প্রাণ নয়! শ্যাম ঠিক বলেছে, আমি শ্যামের মনের মতন নই! যদি আমার প্রেমের প্রাণ হ'ত আমি শ্যামকে পেতেম। রাধা কে তা জানি নি। আর জান্‌তেও চাই নি। যদি তোমায় আমি শ্যামের বামে দেখ্‌তে পাই, বোধ হয় আমি প্রেম শিখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন সন্নিকটস্থ উপবন।

আগমবাগীশ, দেমো ও অম্বিকা।

আগম। কাযেই ফের নাগরী হ'তে হ'ল! লাখ বরকন্দাজের প্রেমে প'ড়লুম! গো জন্ম ছেড়ে গন্ধর্ব্ব জন্ম হ'ল!

লক্ষহীরে হলেম ! এখন সকলকে পারি, এক দেমো আর অম্বিকে বেটীর হাত ছাড়ালে খানিক বাঁচি !

দেমো। অ ভট্চায ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, টুক্‌রো এ দিকে আস্‌চে।

আগম। তা আমায় কি ক'ত্তে বল' ?

অম্বিকা। এখনি বরকন্দাজ ধরিয়ে দেবে।

আগম। দেবেই ত।

দেমো। এখনি টেনে নিয়ে গিয়ে জেলে পূর্‌বে।

আগম। পূর্‌বেই ত।

অম্বিকা। কি হবে ?

আগম। এই ত ব'ল্লে।

দেমো। ঐ এদিকেই আস্‌চে।

আগম। আস্‌বে না ত কি যমুনার জলে উল্‌বে না কি ?

অম্বিকা। তবে পালাই।

আগম। পার দেখ। আমি মান করি, স'রে পড় না।

দেমো-অম্বিকা। আর চল্‌তে পারি নি।

আগম। দেখ্‌চি মানের যোগাড়ে আছ, একটু তফাৎ তফাৎ ব'সে মান কর।

টুক্‌রোর প্রবেশ।

টুক্‌রো। এখানে ত পাথরের শ্যামসুন্দর গড়াগড়ি, রাধারও ছড়াছড়ি ! বাবা সত্যি রাধা শ্যাম ত দেখ্‌লুম না। আর বল না, কোন বাড়ী খুঁজি নি বল না ? আচ্ছা আমি যেন আপিস্থি করেছি,

ও বেটী! বাবুসাহেবও শ্যাম শ্যাম ক'চ্চে। শেমো বেটা ত কম নয়! এত তাড়াতাড়িতে যদি লুকিয়ে থাকে, বেটা ছেলে বটে! দূর হ'ক, যে শ্যাম খোঁজে খুঁজুক, আমি আর বাবা খুঁজ্‌চি নি! কিন্তু এ বেটীর মায়া ছাড়াতে পাচ্চি নি। কি জানি কেন! ও কি একটা কেন আছে। বেটী এখানে এসে লুকিয়েছে। আমার এর শেষটা দেখে নিতে হবে। ওরে বেটী! ওরে বেটী! নে কিছু খা, কিছু খা, আমি স'রে যাচ্চি। দিন ভোর শ্যাম শ্যাম রাধা রাধা করিস্ এখন।

আগম। ইস্ আমার প্রেমেই মগ্ন হ'ল। মান ত ভাঙা হবেনা তা হ'লেই বিপদ।

টুক্‌রো। ওরে বেটী খা না!

আগম। ও ব্যাটা কি বরকন্দাজ না ধরিয়ে ছাড়বে!

টুক্‌রো। খা বল্‌চি খা, মুখের কাপড় খোল্। লক্ষ্মী মা আমার এই নে মুখের কাপড় খোল্।

আগম। ইস্ বসন চুরি ব্যাপার! প্রেমের তরঙ্গ!

টুক্‌রো। দেখ্ বেটী মার খাবি ব'ল্‌চি!

আগম। এই টুকু উপরি হবে। (প্রকাশ্যে) আমার প্রতি এত অনুরাগ কেন? তোমার ওদিকে দু ছুট' নাগরী মান ক'রে ব'সে আছে একবার ফিরে দেখ না।

টুক্‌রো। এ কে ভট্‌চায না কি?

আগম। হুঁ—তা কি?

টুক্‌রো। এখানে পালিয়ে এসে রয়েছিস্, না? তোর

ওপর খুব আমার রাগ ছিল কিন্তু এখন আর নেই। ঐ বেটীর সঙ্গে ফিরে আমার মনটা এক রকম হ'য়ে গিয়েছে।

আগম। তা বেস হয়েছে, বড় পরিপাটী হয়েছে।

টুক্‌রো। ও দু বেটী কে ?

আগম। ওরাও আমার মতন মানিনী, বরকন্দাজ—প্রেম কাঙালিনী।

টুক্‌রো। এ দেমো না ?

আগম। যে হয় হ'ক, মুড়ি ঝুড়ি দে প'ড়ে আছে, তুমি আপনার কাযে সটান্ বেরিয়ে যাও।

টুক্‌রো। আর ঐ মাসীবেটী না ?

অম্বিকা। এই ভট্‌চায্যি মিন্‌সে চুপি চুপি ব'লে দিয়েছে। তবে রে পোড়ারমুখো !

দেমো। ওরে চেঁচাস্ নি চোঁচাস্ নি।

অম্বিকা। চেঁচাব না ব্যাটাকে বিশ থ্যাংরা মার্ব্বো! আমি চুপি চুপি লুকিয়ে ব'সে আছি, ব্যাটা কি না ব'লে দিলে !

আগম। অত পিরীত ত তোমার সঙ্গে আমার নয়। নেহাৎ প্রেম উৎলে উঠে থাকে ত ঐ দেমো ব্যাটার চুলের মুটী ধর।

অম্বিকা। ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে ত আমার এই দশা হ'ল।

দেমো। বেটী চ্যাচা চ্যাচা, বরকন্দাজ ধরে ধরুক ! ওরে বেটী বেজায় টাটিয়েছে, ছাড় ছাড় বেজায় টাটিয়েছে।

আগম। ওঃ বৃন্দাবনে এসে চুটিয়ে প্রেম হ'ল ! এই যে

বরকন্দাজ ভায়ারা আস্‌চেন, মহারাজেরও আগমন দেখ্‌তে পাচ্চি! আজ নেপুর পায়ে কোঁড়ার তালে নৃত্য ক'ত্তে হ'ল, নইলে আর সাধের বৃন্দাবন বলেছে!

রাজা, মন্ত্রী, বদ্যি, পরশুরাম, আলোক ও

বরকন্দাজের প্রবেশ।

মন্ত্রী। ধর ব্যাটাকে!

আগম। ঠিক ধ'র্ব্বে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

অম্বিকা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের, আমি কিছু জানি নি! এই দু জনে আমার জাত কুল মজিয়েছে।

রাজা। আগমবাগীশ! শুনেছি তুমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র জান। তুমি এমন কদাচার, দেখদিকি এক জনের কি দশা করেছ!

আলোক। মহারাজ! এদের ছেড়ে দিন্।

রাজা। দেথ্ নরাধম দেথ কার কি দশা করেছিস!

আলোক। মহারাজ! একে আর তিরস্কার ক'র্ব্বেন না। আমার দশা কি দেথাচ্চেন, ওর দশা দেখুন। আমি মার্জ্জনা করেছি, যদি ভগবান থাকেন, তিনি মার্জ্জনা করুন। আর দাসের মিনতি, মহারাজও মার্জ্জনা করুন। আমি যাচিঞা কচ্চি, শুনেছি এ পুণ্য স্থান, রাজার মার্জ্জনা অপেক্ষা দান নাই, রাজার উপযুক্ত দান ভিক্ষুককে দিন্, এ সকলকে মার্জ্জনা করুন। শ্বশুর মশাই! আপনার কাছেও আমি মার্জ্জনা চাচ্চি। ব্রাহ্মণকে সাজা দিয়ে আপনার দুঃখ দূর হবে না। আপনি রাজ পুরোহিত, রাজাকে মার্জ্জনা শিক্ষা দিন্!

বৈদ্য। ওঃ অদ্ভুত চরিত্র, মুক্তাত্মা! মহারাজ, এ ব্যক্তির আর তত্ত্বাবধারণ প্রয়োজন নাই, এ বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ, আমরা পাগল তাই একে পাগল বলেছি! এ ব্যক্তির অনুরোধ লঙ্ঘন ক'র্ব্বেন না। এদের মার্জ্জনা করুন।

পরশু। মহারাজ! আমারও অনুরোধ মার্জ্জনা করুন। বাবা আলোক! তোমার আর নিন্দা স্তুতি নাই, তোমায় আর কি ব'ল্‌ব'।

রাজা। প্রহরী এদের ছেড়ে দাও।

আগম। আলোক! আলোক শোন্! তোর রকমটা কি হ'ল বল্ ত? আমায় তুই ছাড়িয়ে দিলি! দ্বেষশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রেই পড়েছিলুম সত্যি সত্যি হয়! তবে ত বামুণের ছেলে আমি বৃথা জন্ম কাটিয়েছি!

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা খানসামা! আরত আমায় বরকন্দাজ ধর্ব্বে' না?

দেমো। না রে বেটী না। আমি ত বাবুসাহেবের পেছু নিলুম যদি কিছু সেবা ক'র্ত্তে পারি ক'র্ব্বো।

রাজা। টুক্‌রো আমি শুনেছি তুমি করমেতির সেবা করেছ ভিক্ষা ক'রে করমেতিকে খাইয়েছ, তুমি যা চাও আমি তাই দেব', তোমার কি প্রার্থনা বল'।

টুক্‌রো। মহারাজ! আমি কিছু চাই নি। মন্ত্রী মশাই সেই বেটীর আর এই ব্যাটার কি ভাব আমায় বল্‌তে পারেন? এরা দেবতা কি মানুষ!

মন্ত্রী। ঠিক ঠাউরেছ দেবতা।

আলোক। মহারাজ! আমার কায ফুরিয়েছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

অম্বিকা। আমায় চিন্তে পারে নি তাই ছেড়ে দিলে। কোন্ দিন আবার ধ'র্ব্বে। এখন ত পালাই।

[প্রস্থান।

দেমো। আমি তোমার পেছু নিলুম।

[প্রস্থান।

আগম। ইস্ জন্মটা বৃথা গেল, জন্মটা বৃথা গেল! আর কি এখন ফেরে না, আর কি এখন উপায় নেই!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! তুমি দেশে যাও। আমি এর শেষ দেখে যাব।

মন্ত্রী। মহারাজ! যদি দাসের প্রতি কৃপা করেন, আমারও এর শেষ দেখ্বার বড় ইচ্ছে।

কৃত্তিকার প্রবেশ।

কৃত্তিকা। ওগো! তোমরা কেউ আমার করমেতিকে দেখেছ! সে যে আমার খেয়ে এসে নি। বাছাকে যে আমি কত মেরেছি, কত বকেছি!

পরশু। কি সর্ব্বনাশ! কৃত্তিকে!

কৃত্তিকা। তুমি আমায় শূন্য ঘর আগ্লাতে রেখে এসেছ, আমি থাকৃতে পার্ব্ব কেন! ঘরে করমেতি নেই, আমি থাক্তে পার্ব্ব কেন! আমায় কিছু ব'লো না আমি একবার তারে দেখে ঘরে ফিরে যাঁব।

রাজা। চল মা চল। তোমার মেয়ে পাবে।

পরশু। ব্রাহ্মণী তার জন্যে আর খেদ ক'রোনা, সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কৃত্তিকা। না না তুমি ঐ কথা ব'লে ফাঁকি দাও। বাছা আমার অভাগিনী, বাছা আমার পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আহা বাছারে! আমার কাছে কেন তুই এসেছিলি! তাইত বাছা সকল সুখে বঞ্চিত হ'লি!

পরশু। এখানে ত করমেতি নাই চল খুঁজিগে।

কৃত্তিকা। চল চল দু জনে খুঁজি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানন।

তিনজন ফকির ও আলোক।

ফকিরগণের গীত।

ধানিমিশ্র—কাহারবা।

সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাহা ছিপায়া তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া মন কাঁহা তোমারা॥
আস্মানমে আস্মান মিলায়া—ছায়া ছায়া ছায়া,
কাঁহা ফিন্ আস্মান মিলায়া পাত্তা নেই কুছ্ পায়া,
সমঝো তব্ যব্ সমজ্ আওয়ে ভাই,
কুছ্ নেই কুছ্ নেই কেয়া,

দেল্ না বোলে বাৎ না চলে, সমজ্ কোই কুছ্ লিয়া,
ফাঁক হ্যায় সব কুছ্, ভর্ত্তি সব কুছ্ পূরা পূরা পূরা ॥

আলোক। তোমরা কি ক'চ্চ? তোমাদের গান শুনে কি যেন আমার মনে হ'চ্চে। যাই হোক মন বড় চঞ্চল, স্মৃতি বড় প্রবল, ভুল্লেই ভোলা যায় না। ওঠে, অনবরত বিম্ব ওঠে!

১ ফকির। ওঠে উঠুক তোমার আমার কি!

আলোক। আমায় যে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

১ ফকির। বেড়ায় বেড়াক্, তোমার আমার কি!

আলোক। আমার যে যন্ত্রণা হয়।

১ ফকির। হয় হোক তোমার আমার কি!

আলোক। তবে কার?

১ ফকির। যার হয় তার, তোমার আমার কি!

আলোক। তোমাদের মৃত্যু ভয় আছে?

১ ফকির। থাকে থাকুক, তোমার আমার কি!

আলোক। চ'ল্লে যে চ'ল্লে যে!

১ ফকির। যে যায় যাক্, তোমার আমার কি!

[তিনজন ফকিরের প্রস্থান।

আলোক। তোমার আমার কি! এ তুমি আমি কে? দেখ্তে ত পাচ্চি আমার যন্ত্রণা। তবে মোসাফের কি ব'ল্লে? মৃত্যু কি? দেখ্‌চি ত একটা ভয়, বৃহৎ ভয়। ফকিরের কথা যদি সত্যি হয়, ভয় হয় হোক, তোমার আমার কি! এই না যমুনা? বেসী কথা ত নয়, কালো জলে প্রবেশ ক'ল্লেই ত হয়।

ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। তুমি কি পাগল! যমুনার জলে প্রাণ দিতে যাচ্চ, মনের হাত এড়াবে ব'লে। ম'লে কি হয়, তা ত জান না। ম'লে মন যদি সঙ্গে থাকে তা হ'লে কি হবে?

আলোক। উঁ—সঙ্গে থাক্‌বে? স্মৃতি সঙ্গে থাক্‌বে?

কৃষ্ণ। কে জানে!

আলোক। এ ঘোর অন্ধকার, এ ঘোর সন্দেহের অবস্থা। মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু ম'লে কি হয় জানা নেই। মন যদি যায়, কি থাকে? থাকে থাকে, আভাস পাচ্চি থাকে। তবে সেই আমি, মন যা করে করুক। মনের কথায় থাকব' না। সেই আমি সেই আমি। যা হবার হোক তোমার আমার কি!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। যাই আবার তিনি কি ক'চ্চেন দেখি

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবনকুঞ্জ।

রাধিকা ও করমেতি।

দেশ বিভাস—যৎ

রাধা। শ্যামকে যে চায় তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে
আমি লো তার কেনা দাসী॥

শ্যাম নামে যে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয়লো ধারা,
দেখে তারে হই আপন হারা,
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ভরে, শ্যাম-প্রেম-নীরে ভাসি॥

কর। আমার সাধ হয় তোমার সঙ্গে এই গান গাই. সাধ হয় তোমার মত শ্যাম সোহাগীর দাসী হই! দেখদেকি, আমার মনে রিশ আছে কি? এখনও আছে?

রাধা। কে জানে ভাই! তোমার মনের কথা তুমি জান।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে) তুই ছুঁড়িও যেমন! ও রিশ ক'র্ব্বেনা! রিশে ফেটে ম'র্ব্বে!

কর। তুমি কোথায়? তুমি রাগ ক'রে কি আস্‌চ' না! তুমি ত বলেছ রাগ প'লে আস্‌বে। আর ত আমার রাগ নেই, তুমি এস।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে)—কি জানি ভাই আমি তোমার কাছে যাব না, রাধার কাছে যাই।

কর। রাধা কোথায় আমায় দেখাবে?

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে)—তোমায় দেখাই আর দু জনে চুলো চুলি কর।

রাধা। শুন্‌চিস ভাই শুন্‌চিস কথার শ্রী শোন্, ব'ল্‌চে তোর সঙ্গে আমি চুলোচুলি ক'র্ব্বো।

কর। তুমি কি রাধা?

রাধা। হ্যাঁ লো!

কর। কই তুমি শ্যামের বামে দাঁড়াও।

রাধা। তুই ত ভাই ডাকচিস্ কই আস্‌চে কই!

কর। আমি ত সেই বামুণকে ডাক্‌চি। ঐ শ্যাম? শ্যাম হে প্রেমময়, আমি তোমায় কি ক'রে চিন্‌ব'! আমার মলিন প্রাণ, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি দিনরাত আমার সঙ্গে ছিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনি এসে আমায় প্রেম শিক্ষা দিয়েছিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনার চোর আপনার। আমার গলার হার গলায় ছিল আমি পথে পথে খুঁজে বেড়িয়েছি, তুমি প্রেমময় আমার সঙ্গে ফিরেছ ভ্রমে আমি দেখি নি!

রাধা। তবে ভাই শ্যামকে নিয়ে দাঁড়াই, তুমি কিছু মনে ক'র্ব্বে না!

কর। মনে ক'র্ব্বো না! রাধে প্রেমময়ী! আ মরি মরি রাধার শ্যাম, শ্যামের রাধা!

কৃষ্ণ। করমেতি! তুমি কে তোমার মনে পড়ে কি? তুমি আমার হৃদবিলাসিনী লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে তোমার সাধ হয়েছিল, রাধার সখী হবে।

কর। প্রভু! আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়েছে। রাধে তুই সই বল্।

রাধা। সই! সই!

কর। রাই! তুই আমার সকল সাধ পুরিয়েছিস্। ঐ দেখ্ দেখ্ ওরা সব আস্‌চে। ওদের কাছে আমি শ্যাম শ্যাম ক'রে বেড়িয়েছি, ওরা মনে ক'ত্তো আমি পাগল। যদি তুই

ভাই একবার তোর শ্যামকে দেখাস্, তা হ'লে ওরা বুঝ্তে পারে শ্যাম আমার কি অমূল্য ধন।

রাধা। সই শ্যাম তোর, আমি তোর, তুই যারে খুসি বিলিয়ে দে।

কর। এস এস সবাই এস, দেখ দেখ কি যুগল মাধুরী দেখ!

সকলের প্রবেশ।

সিন্ধুড়ামিশ্র—দাদরা।

নারীগণ। আমরি কি যুগল মাধুরী।

রূপে মন আপন হারা, প'রেছে প্রেমের ডুরি,

শ্যাম চাঁদ আপন হারা, আপন হারা রাই,

দেখ্‌লে মন মাতুয়ারা, আপন হারা তাই,

নয়ন ভ'রে চাই,

সাধে সাধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনি ভেসে যাই,

ফকিরগণ, টুক্‌রো ও অম্বিকা ব্যতীত সকলে } দয়াময়,

অম্বিকা। নাইক্ ভয়,

টুক্‌রো। সকের জিনিস সত্যি মিছে নয়,

ফকিরগণ। জয়, জয়, জয়,

নারিগণ। নয়নে নয়নে মেশামিশি হাসে,
হেরি হাঁসি পরে ফাঁসি,
অভিলাষে প্রেমে ভাসে,
আমরি আমরি এ কেনা উহারি,
মনে মনে মন চুরি॥

আলোক। অতি সুন্দর! অতি মনোহর! হয় হোক তোমার আমার কি!

যবনিকা পতন।